ল্যাংড়া জীনের বাগানবাড়ি

সাজজাদ হোসাইন খান

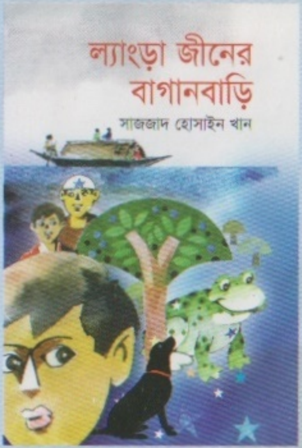

'ল্যাংড়া জীনের বাগানবাড়ি' এক বৈঠকে পড়ে ফেলার মতো বই। এ বই পড়তে পড়তে হারিয়ে যাবে চেনা রাজ্য থেকে অচেনা রাজ্যে। তবে ভয় নেই– চেনা রাজ্যেই আবার ফিরে আসবে।

এ বইয়ের ভাষা যেমন চমৎকার–শীলিত; কাহিনী তেমনই উত্তেজনাপূর্ণ, পড়তে বসলেই দেখবে ঘটনার পর ঘটনা ঘটেই চলছে যেন একটির পর একটি চলচ্চিত্রের দৃশ্য।

ফাহাদ, মঈন আর মুগিস। এ বইয়ের তিনটি প্রধান চরিত্র। এদেরই একজন আসলে মানুষ নয় জীন; কিন্তু মানুষের ছদ্মবেশে মানুষের সমাজে, মানুষের সাথেই সে বসবাস করে। কিভাবে তাকে চেনা যাবে?

তাকে চিনতে হলে পড়তে হবে 'ল্যাংড়া জীনের বাগানবাড়ি'। অতপর দেখতে পাবে একের পর এক ঘটে চলছে আশ্চর্য সব ঘটনা। চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে মানুষ, কুকুর।

যারা উধাও হয়ে যাচ্ছে তারা কোথায় যাচ্ছে? সেই অচেনা রাজ্যে। কারা থাকে সে রাজ্যে, কেমন সে রাজ্য তুমিও ঘুরে আসতে পারো, দেখে আসতে পারো, এ বইতেই পাবে সেই অদ্ভুত রাজ্যের খরব। তবে সাবধান ভয় পেয়ো না–

'ভয় পেলে ক্ষয়ে যায় সাহসের মন'
তেড়ে আসে মেরে আসে শীত কনকন।'

www.pathagar.com

সাজজাদ হোসাইন খানের জন্ম ১৯৪৮ সালের ১৬ মে। বি, বাড়িয়া জেলার সদর থানার ঘাটুয়া গ্রামে খাঁ পরিবারের সন্তান তিনি। তার পিতা মরহুম সফিকুল হোসেন খান ছিলেন ডাক বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা; মাতা মরহুমা আয়েশা খাতুন ছিলেন গৃহিনী।

বাল্যকাল থেকেই সাহিত্যচর্চা শুরু করেন তিনি। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ ঘটে ষাটের দশকের শেষ প্রান্তে, উথান সত্তরে। উচ্চাঙ্গের ছড়াশিল্পী হিসেবে ইতোমধ্যেই বাংলাসাহিত্যে তার অবস্থান নির্ণিত হয়েছে। তার ছড়া সম্পর্কে এদেশের প্রথম সারির কবি-সাহিত্যিক-সাহিত্যসমালোচক-দার্শনিক বুদ্ধিজীবীগণ তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তরুণদের হাতেও রচিত হয়েছে তার সাহিত্য সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ।

শিশু কিশোর সাহিত্য নির্মাণে তার অবদান বিপুল। কি গদ্য, কি পদ্য সর্বত্রই তিনি প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। গত তিন দশকের অধিককাল ধরে তার রচিত 'সোনালী শাহজাদা' গ্রন্থটি এদেশের শিশু-কিশোরদের মানসগঠনে অসাধারণ ভূমিকা রেখে চলছে। গ্রন্থটির ষষ্ঠ সংস্করণ এর বিপুল জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য।

পেশাগত সাংবাদিকতার সূত্রে দীর্ঘদিন ধরে সংবাদপত্রে কলাম লিখে চলছেন। তার কলাম ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

এক ডজন গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। প্রতিটি গ্রন্থই সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত রচনার সমাহার।

অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি বেশকিছু পদক ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। পেয়েছেন-পারাবাত সাহিত্য পুরস্কার; স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদ সাহিত্য পুরস্কার; লেখাপ্রকাশ সাহিত্য পুরস্কার; কিশোর কণ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার ও রকীবুল ইসলাম ছড়াপদক।

জনাব খান বাংলা একাডেমী ও জাতীয় প্রেসক্লাবের সদস্য এবং বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের (ঢাবি) জীবন সদস্য।

প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম

www.pathagar.com

ল্যাংড়া জীনের বাগানবাড়ি

সাজজাদ হোসাইন খান

সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স

www.pathagar.com

ল্যাংড়া জীনের বাগানবাড়ি / সাজজাদ হোসাইন খান

প্রকাশক	:	মালেক মাহমুদ সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স ৩৮/৩ বাংলাবাজার (২য় তলা) ঢাকা-১১০০ ফোন ঃ ৭১২২০৪৭, ০১৯১২২৩৮১৮৭
প্রথম প্রকাশ	:	অমর একুশে বইমেলা ২০১০
স্বত্ব	:	মাহমুদা খান
বর্ণবিন্যাস	:	ঝিঙেফুল ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ	:	হামিদুল ইসলাম
মুদ্রণ	:	এ্যাপেক্স প্রিন্টিং এন্ড কালার ২৪ তনুগঞ্জ লেন, (কাঠেরপুল), সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ১০০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 984-891-119-7

www.pathagar.com

মমতাজউদ্দিন আহমদ
সামসুদ্দিন আহমদ
তোমাদের নামে--
বাজে আজও নহ্‌বত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দুপুর ছুঁই ছুঁই কিন্তু থামার কোন আলামত দেখা যাচ্ছে না। ফজর থেকে ঝরছে তো ঝরছেই। মাঝে মধ্যে মনে হচ্ছে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটাগুলো টিনের চালা ফুঁটো করে ঘরের ভিতর চলে আসবে আর কি। হঠাৎ হঠাৎ দমকা বাতাস বৃষ্টির তেজ আরো বাড়িয়ে দিচ্ছিল। গত কয়দিন যাবতই এমন বিদিকিচ্ছি অবস্থাটা লটকে আছে। সূর্যের চোখ ফোটে কি ফোটে না। আজকের অবস্থাটা আরো সঙ্গিন। দুপুরেই যেন আঁধার হাঁটাহাঁটি শুরু করে দিয়েছে। এই বুঝি মাগরিবের আজান পাখা মেলে উড়তে শুরু করবে। ওরা দুজন বৈঠকখানার বারান্দায় বসে বৃষ্টি পড়ার দৃশ্য দেখছে । ফাহাদ আর মঈন সম্পর্কে মামা ভাগনে হলেও বন্ধুর মতোই চলাফেরা। পড়াশোনা করে একই ক্লাসে–একই স্কুলে। খাওয়া-দাওয়া এমনকি ঘুমের ব্যবস্থাটাও এক বিছানায়, যতদিন মামাবাড়ি সে অবস্থান করে। বয়সেও খুব কাছাকাছি ওরা। বড়শিতে মাছধরা, ফাঁদ পেতে পাখি শিকার, বাঁশের চটায় আঠা লাগিয়ে ফড়িং পাকড়াও এসব ব্যাপারে দুজনার বুদ্ধি মগজ এক বরাবর। ফাহাদরা যখন মামাবাড়ি বেড়াতে আসে আসলে বেড়াতে শব্দটা সঠিক হবে না, কারণ ফাহাদ তো

www.pathagar.com

আর দু-চার দশদিন থাকে না থাকে তো লম্বা সময়; কোন কোন বার ছয়-সাত মাসও কাবার করে দেয় নানাবাড়িতে। তাই এটাকে তো আর বেড়ানো বলা যায় না। আপন গ্রামে ফিরে আসার মতো ব্যাপারটা। এখানকার স্কুল-মাদ্রাসা সব নানাদের হুকুমে চলে কিনা তাতে ফাহাদের একটা বাড়তি সুবিধা। স্কুলে গিয়ে হাজিরা দিলেই হলো। ভর্তি টর্তির ঝামেলা নেই। ছাত্র-শিক্ষক সব তার পরিচিত। সবাই তাকে ভালবাসে। তাছাড়া সরকার সাহেবের আদরের নাতি এ জন্যেও এলাকার প্রতিটি লোক তাকে সমিহ্ করে। মামা মঈন তো সার্বক্ষণিক সঙ্গী– জানি দোস্ত আছেই।

বৃষ্টি কমছে না। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে এই বৃষ্টি বুঝি আর কোনদিনই থামবে না। গ্রাম ঘিরে থৈ থৈ পানি। বর্ষকালে এমনটাই দৃশ্য গ্রামের। তখন মানুষগুলো হয়ে যায় আলাদা আলাদা দ্বীপের বাসিন্দা। যোগাযোগের একমাত্র বাহন নৌকা আর কলা গাছের ভেলা। ফাহাদের নানাদের গ্রামের দৃশ্যটিও বিশাল সাগরে একটি ছোট দ্বীপের মতো ভাসছে। যেদিকে নজর পড়ে সেদিকেই পানি। এত পানি কোথায় থাকে, ফাহাদ মনে মনে ভাবে। দক্ষিণের পাড়াটি ঠিক দেখা যাচ্ছে না। কেবল গফুর মেম্বারের মসজিদের সাদা দেয়ালটি ছাড়া আর সব ঝাঁপসা। বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে মনে হচ্ছে শত শত তীরের ফলা লাফিয়ে পড়ছে পানিতে। তারপর পানির শরীর ভেদ করে চলে যাচ্ছে অতলে। উপরের পানির সাথে নিচের পানির আহ! কী বন্ধুত্ব। দলে দলে কচুরীপানা ভেসে যাচ্ছে। দুটি কানি বক বসে আছে জবুথবু হয়ে, কচুরী বনে। টুপটাপ বৃষ্টি পড়ছে পালকে, তারপর পিছলে পিছলে পড়ে যাচ্ছে গোল সবুজ কচুরী পাতায়। সাদার সাথে বেগুনীমাখা কচুরীফুলগুলো খুবই চমৎকার। কচুরী ফুল ফাহাদের খুব পছন্দের। ফাহাদ তার নানার কাছে শুনেছে কোন এক ইংরেজ সাহেব নাকি শখ করে কচুরীপানার একটি ড়গা এনেছিল এদেশে, সুদূর ব্রাজিল থেকে। আর সেই একটি থেকে কোটি কোটি কচুরীপানা, খাল-বিল, নদী-নালায়। ভাবতেও যেন কেমন অবাক লাগে।

ছোট ছোট ঢেউ মাথা ঠুকছে ভাংগা ঘাটলায় এসে। ঢেউয়ের আছড়ে পড়ার আওয়াজটা ঠিক স্পষ্ট কানে আসছে না। বৃষ্টির শব্দ সব গিলে খেয়েছে। অন্য সময় পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ চোখে-শরীরে ঝিমুনি তোলে। এখন বৃষ্টি আর বাতাস সব এককার করে ফেলেছে। একটা টক-

www.pathagar.com

মিষ্টি গন্ধ বাতাসে উড়ে উড়ে যাচ্ছে। ফাহাদও গন্ধটা অনুভব করে। এটি জোয়ারের পানির গন্ধ। বর্ষার সময় এমন গন্ধ ছুটে বেড়ায় প্রতিটি গ্রামে। হঠাৎ কোথায় যেন বাজ পড়ল। আসমানের উত্তর থেকে দক্ষিণে দৌড়ে চলে গেল আগুনের একটি লম্বা রেখা। দুটি ফিঙে উড়ে পালিয়ে গেল। ওরা বসেছিল ঘাটে বাধা নৌকার ছৈ-এ। ফাহাদ তাকিয়ে আছে দূরে। যতদূর চোখ যায়, তত দূর। কিলো দেড়েক পার হলেই নদী মেঘনা। এখন সব এক বরাবর। মনে হয় মেঘনা এসে ফাহাদের পায়ের কাছে লুটুপুটি খাচ্ছে। এমন লুটুপুটি ফাহাদের ভিতরটায়ও উলটপালট করে তোলে। ছোট ছোট ঢেউ, ঢেউয়ের মাথায় মাথায় কচুরীপানা ভেসে যাওয়া এসব দৃশ্য পাঠ্যবইয়ে পড়া কবিতার কিছু লাইন তার চোখের তারায় নাচতে থাকে। কবি জসীম উদ্‌দীনের মামাবাড়ি কবিতার দুটি ছত্র সে মনে মনে আবৃত্তি করে ফেলে– 'মামার বাড়ি পদ্মপুকুর, গলায় গলায় জল/ এপার থেকে ওপার গিয়ে নাচে ঢেউয়ের দল।' তার মামাবাড়িতেও তো অনেক পুকুর আছে। সেখানেও ঢেউ ওঠে। ফাহাদ ভাবে সেও বড় হয়ে মামাবাড়ি নিয়ে কবিতা লিখবে। পরক্ষণেই মনে হয় কবিতা কি করে লিখতে হয়! সেকি পারবে! শব্দের পর শব্দ বসিয়ে একটি সুন্দর মালা তৈরি করা কি অত সহজ ব্যাপার! ফাহাদের ধারণা কবিরা ভিনগ্রহের বাসিন্দা। তারা ওখানে ফুলবাগানে বসে কবিতা লিখে আমাদের জন্য পাঠিয়ে দেয়। এখানে এমন বাগান কই যেখানে বসে ফাহাদ কবিতা লিখবে! মামাবাড়িতে একটি বাগান আছে বটে তবে সে বাগানে আট-দশ রকমের বেশি ফুল নেই! এসব সাতপাঁচ ভেবে ফাহাদের কবি হবার খায়েশটা দুর্বল হয়ে আসে।

ভোলার ঘেউ ঘেউ শব্দে ফাহাদের ভাবনায় টান পড়ে। এত সময় খেয়ালই হয়নি ভোলাটা তার সঙ্গ দিচ্ছে। ভোলা মামাদের পোশা কুকুরের নাম। ফাহাদের খুব ভক্ত। ফাহাদ যখনই মামাবাড়ি আসে ভোলা তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। সারাটা গ্রাম চসে বেড়ায় তার সাথে, রাজার মতো। গ্রামের আর সব কুকুর ভোলার দাপটে তটস্থ। মামা-ভাগনে যখন স্কুলে যায় ভোলা তাদের সঙ্গী। স্কুল ছুটি হবার আগ পর্যন্ত বারান্দায় বসে থাকে। হাবভাব দেখে মনে হয় সেও যেন এই স্কুলের একজন মনোযোগী ছাত্র। ছাত্র-শিক্ষক ভোলার এই উপস্থিতিটা মেনে নিয়েছে। বরং তার

www.pathagar.com

অনুপস্থিতিটাই যেন অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার। যত সময় স্কুল চলে তত সময় ভোলা এতটুকু শব্দ করে না। সে যেন বুঝে ফেলেছে এখানে শিশুদের শিক্ষা দেয়া হয়। কোন হৈ-হাঙ্গামা ঠিক হবে না। পাঠদানরত শিক্ষকদের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ভোলা, যতক্ষণ স্কুলের বারান্দায় বসা থাকে। এমন আলামতে কোন কোন শিক্ষককে বলতেই শোনা যায় অনেকে গরু-ছাগল মানুষ করে আমরা এখন কুকুরকে পড়ালেখা শিখিয়ে মানুষ করছি।

ভোলার ঘেউ ঘেউ থামছে না। কি যেন বলতে চাইছে ভোলা। ফাহাদ ভোলার কথা বোঝে, ইঙ্গিত বোঝে। কি বলতে চায় তা জানার জন্য ফাহাদ ভোলার চোখে চোখ রাখল। ভোলা তার মাথাটা সামানের দিকে ঝুকিয়ে বারবার ঘেউ ঘেউ করে ফাহাদের নজর কাড়তে চেষ্টা করছে। কিরে কি হয়েছে, ভোক লেগেছে! না শীত লেগেছে, ফাহাদ ভোলার মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করে। ভোলা একবার ফাহাদের চোখে চোখ রাখছে আর একবার সামনে নজর ফেলছে। এরি মধ্যে ফাহাদ বুঝে গেছে ভোলা তাকে কিছু একটা দেখাতে চাইছে। ভোলার দৃষ্টি সামনে স্থির। ফাহাদও ভোলার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে। এরি মধ্যে বৃষ্টি অনেকটা কাহিল হয়ে এসেছে। বাতাস বইছে আউল-বাউল। সূর্যের চোখ থেকে মেঘের পর্দাগুলো ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। এদিক সেদিক হলুদ ঘিয়ের মতো রোদের কিরণগুলো পিছলে পিছলে ঝরছে। আকাশে মেঘের দৌড়াদৌড়ি তেমন একটা দেখা যাচ্ছে না। দূরে দৃষ্টি ফেলতেই ফাহাদের নজরে আটকে যায় একটি নৌকা। ধীরে ধীরে এগুচ্ছে। ফাহাদ অবাক হয়, এমন ঝড় তুফানের দিনে কে আবার এলো। এই দিনে মেঘনা পাড়ি দেওয়া দুঃসাহসের কাজ। অবশ্য মেঘনাপাড়ের লোকেরা এমনিতেই খুব দুঃসাহসী। ঝড় তুফান নদীর তর্জন-গর্জনকে তারা কেয়ার করে না। নৌকাটা এগিয়ে আসছে। তবে কোন যাত্রী দেখা যাচ্ছে না দুজন মাঝির উপস্থিতি ছাড়া। ছৈয়ের ভিতর হবে হয়তো। ছৈয়ের সামনের দরজা বন্ধ, এ জন্য মেহমানদের পরিচয়, সংখ্যা বুঝা যাচ্ছে না, এমনটাই ভাবে ফাহাদ। পাশে ঝিমুচ্ছিল মামা মঈন। মঈন বরাবরই ঘুমকাতুরে। স্কুলে গিয়েও ক্লাসে ঘুমিয়ে পড়ে। এ জন্যে স্কুলে পিটুনিও খেয়েছে বহুবার। তারপরও মঈনের এই বদঅভ্যাসটা গেল না। ফাহাদের ডাকাডাকি আর

www.pathagar.com

ঝাকাঝাকিতে মঈনের তন্দ্রা ছুটে গেল। চোখ দুটিকে ঘষাঘষি করে অবস্থা স্বাভাবিক করতে চাইল মঈন। ফাহাদ জানে মঈনের স্বভাব। তাই কোন বাড়তি কথা না বলে আঙ্গুলের ইশারায় এগিয়ে আসা নৌকাটি দেখাল। মঈন শুরুতে হকচকিত হয়ে উঠলেও খানিক পরেই বলতে থাকলো বুবুজান আসছে, বুবুজান আসছে। ফাহাদের বড় খালার বাড়ি আশুগঞ্জের সোহাগপুর গ্রামে। তার কথাই বলছে মঈন মামা। এমনকি তারা ঝড় বাদলা মাথায় করে ছুটে আসতে হবে বাপের বাড়ি। ফাহাদের হিসাব মিলছে না। সরল অঙ্কের মতো সমস্ত পাতা ভরে অংক কষার পর যেমন ফল আসে শূন্য, এখানেও যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের পর ফল দাঁড়াচ্ছে গিয়ে শূন্য। সে যাকগে, কেউ না তো কেউ আসছে, আগে ঘাটে ভিড়ুক নৌকা তারপর রহস্যের জট খুলবে। তাই ফাহাদ এ নিয়ে আর মাথা ঘামাতে নারাজ। ছটি চোখ তাকিয়ে আছে নৌকার দিকে।

কবরস্থানের বাঁক ঘুরতেই আরো স্পষ্ট হয়। হঠাৎ ফাহাদ আবিষ্কার করে নৌকার মাঝি দুজনের পোশাক আজব ধরনের। সাধারণ মাঝিদের মতো নয় এ নৌকার মাঝিরা। দু'জনার পরনেই ডাক্তারদের এপ্রোণের মতো পোশাক; গাঢ় নীল রঙের। গলা থেকে পায়ের গোড়ালি অবধি ঢাকা। এ আবার কোন দেশী মাঝি, আশুগঞ্জের মাঝিরা কি আজকাল এমন পোশাক পরা শুরু করেছে? না কোন কোম্পানির নৌকা এটি, যাদের আলাদা পোশাক থাকে। ফাহাদের মাথায় চক্কর দিচ্ছে নানা চিন্তা। নৌকাটা এগিয়ে আসছে। বৃষ্টির ফোটাগুলো রোগাটে হয়ে এলেও ঝরছে অবিরাম। ফাহাদের দৃষ্টি নৌকার দিকে। নৌকার মাঝিদের দিকে। যতই দেখছে ততই অবাক হচ্ছে ফাহাদ। মঈনের অবশ্য তেমন কোন ভাবান্তর নেই। সে ব্যতিব্যস্ত কখন তার বুবুজানের দেখা পাবে। এর কারণও একটা আছে। মঈনের বুবুজান যখনই বাপের বাড়ি নায়র আসেন সাথে নানা কিসিমের পিঠা, ফল আর নৌকার ডড়া ভর্তি মাছ। সেই লোভটাও মঈনের মনের ভিতর নাচানাচি করছে। মঈন যেমনি কুড়ে স্বভাবের তেমনি পেটুকও বটে। তাই নৌকা বা নৌকার মাঝি তার চর্চার বিষয় নয়। বিষয় নৌকার পেট ভর্তি স্বপ্নের খাবার-দাবার। ফাহাদের চোখের মণিগুলো রসগোল্লা হয়ে যাচ্ছে। চিৎকার দিয়ে উঠতে গিয়েও আবার চুপ মেরে গেল সে। নৌকার মাঝিদের লছনপছন আর নৌকার ভাবগতি রহস্যময় ঠেকছে

www.pathagar.com

ফাহাদের কাছে। এ নৌকা তার বড় খালাদের যে নয় সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত। ঘাটের কাছাকাছি প্রায় এসে গেছে কিন্তু নৌকার বাইরে কোন জনমানুষের চিহ্ন নেই। মামুন-মবিন তো ছৈ-এর বাইরে আসতে পারত। মামাবাড়ি আসার মজাটাই আলাদা। সেই মজার স্বাদ নেবার কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মামুন-মবিন ফাহাদের খালাত ভাই। সব সুনসান লাগছে।

ফাহাদ চিৎকার দিতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল আবার। একটা ঠাণ্ডা স্রোত তার ঘাড় থেকে পায়ের গোড়ালিতে নেমে আসছে। ঝিম মেরে গেছে মগজ। কোন কথা সরছে না ঠোঁটে। অনেকটা বোকার মতোই দেখছে নৌকাটি। এ কেমন জান! মাঝি দু'জন দুই মাথায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, নড়চড় নেই। দু'জনের হাতে দুটি বৈঠা মাত্র। তাও আবার পানির কিছুটা উপরে বাঁধা। গ্রামের কৈবর্তপাড়ায় ফাহাদ মূর্তি দেখছে তাদের পূজা মণ্ডপে। এ মাঝিগুলোকে তেমনি মনে হচ্ছে। চোখের কোন পলক পড়ছে না। হাত-পাও নড়ছে না। বৈঠার ঘুরপাক নেই। কিন্তু নৌকা চলছে। এটি কেমন করে সম্ভব, মুহূর্তে ভেবে নেয় ফাহাদ। সে জানে জাহাজ ইঞ্জিনে চলে। এই নৌকার তলায় তো কোন ইঞ্জিন বসানো নেই? ইঞ্জিনে চললে শব্দ কই, ঢেউয়ের মাতামাতি নেই, তাহলে? রহস্যের পর রহস্যের হরেক রকম ফুল ফুটতে শুরু করেছে আগন্তুক নৌকাটি ঘিরে। ধীরে নৌকা এসে ঘাটে ভিড়ল। অবাক কাণ্ড! এ নিয়ে মাঝিদের কোন ভাবান্তর নেই, তৎপরতাও দেখা গেল না। যে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। কোন শব্দও করল না। এখন মামা-ভাগনের অপেক্ষার পালা শেষ। উদ্বেগ-আতঙ্কের সাথে চারটি চোখ নৌকার কপাটে আটকে আছে। ভোলাটাও গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে মুখে একটা খুশির শব্দ আওড়াচ্ছে। ভোলা তার পরিচিত-আপনজনের দেখা পেলে এমন শুরু করে। ফাহাদ জেনেছে কুকুর নাকি আগাম বার্তা বুঝতে পারে। ভোলা কি তাহলে বুঝতে পেরেছে এ নৌকার সোয়ারী কারা! যতই দেখছে ততই অবাক হচ্ছে ফাহাদ। ওমা! একি? বৃষ্টির ফোঁটাগুলো মাঝিদের পোশাকে পড়ে আবার দৌড়ে চলে যাচ্ছে নিচে। পোশাক ভিজার নামগন্ধ নেই। দেখেশুনে মনে হচ্ছে এই বুঝি লন্ড্রি থেকে নিয়ে আসা জামাকাপড়। এত ঝড় বাদল কিন্তু এতটুকু পানির চিহ্ন নেই কাপড়ে। এদের পোশাকগুলো কি তাহলে চামড়ার তৈরি! কি জানি হতেও পারে। আজকাল তো কত ফ্যাশনই আসছে বাজারে।

www.pathagar.com

একটা অদ্ভুত আওয়াজ করে নৌকার কপাট খুলে গেল। ফাহাদের মনোযোগ চলে গেল ভিন্ন এলাকায়। নৌকার দরজায়। মঈনও নড়েচড়ে বসল, ভোলাও ব্যতিব্যস্ত। অপেক্ষার রজনী বুঝি শেষ হয়ে এল এবার। উত্তেজনায় কাঁপছে দু'জনার শরীর। প্রথম যে বালকটি ছৈয়ের বাইরের পাটাতনে পা রাখল তার নাম মুগিস, মুগিস উদ্দিন। বেপারীর বাড়ির মগবুলদের ঘরে জায়গির থাকে। গ্রামের মাদ্রাসার পঞ্চম শ্রেণীর তালেব এ এলেম, অর্থাৎ ছাত্র। ফাহাদ আর মঈনের সমবয়সি, বন্ধুও। মুগিসকে দেখে তো তাদের উভয়ের চোখই ফুটবল। গতকাল জাম্পেস আড্ডা মেরে গেল মুগিস। আজকে কোত্থেকে এলো, গিয়েছিলই বা কোথায় সে। মাঝে মাত্র এক রাতের ফারাক। অবাক করার পালা এখনো শেষ হয়নি। এরপর বেড়িয়ে এল মাঝবয়সি এক ভদ্রলোক। নীল টুপির সাথে সোনালি কাজ করা পায়জামা-পাঞ্জাবি, হাতে খুব সুন্দর একখানা লাঠি, হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি বলে মনে হল। মুহূর্তে আগন্তুক দুজন বারান্দায় এসে উপস্থিত। ভদ্রলোক একটু খুড়িয়ে হাটেন। মুখ ভর্তি কাঁচাপাকা দাড়ি। দু'এক মিনিটের মধ্যেই ফাহাদ ভদ্রলোকটিকে আইডেন্টিফাই করল। তিনি মুগিসের আব্বা। বছরখানিক আগে তার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল ফাহাদের। তারা উভয়ে দাঁড়িয়ে মুগিসের আব্বাকে সালাম জানাল। তিনিও সালামের উত্তর দিয়ে কুশল জানতে চাইলেন। মুগিস অপরাধীর মতো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। মামা-ভাগনে দু'জনই একসাথে মুগিসের দিকে মনোযোগী হলো। ফাহাদ আর মঈনের চোখের ভাষা বুঝে ফেলেছে মুগিস। তাই কৈফিয়তের সুরে জানাল, 'কাল খবর পেলাম আম্মা অসুস্থ, তাই তোদেরকে জানাবার ফুসরত পাইনি চলে গিয়েছিলাম।' মুগিসের আব্বাও এ কথার সমর্থনে মাথা ঝাঁকালেন। এই সংবাদে ফাহাদ-মঈনের রাগটা থিতিয়ে আসে। তিনি এখন কেমন আছেন পালটা প্রশ্ন রাখে মঈন।

হ্যাঁ! এখন অনেকটা সুস্থবোধ করছেন। তাই চলে এলাম। তাছাড়া কাল আবার পরীক্ষা, না হলে আরো দু-চার দিন কাটিয়ে আসতাম।

মুগিসের বাড়ি কোথায়, কোন গ্রাম কি বৃত্তান্ত কিছুই জানা নেই ফাহাদদের। কোন সময় কথাও হয়নি এসব নিয়ে। এ মুহূর্তেও জিজ্ঞেস

www.pathagar.com

করতে ইচ্ছে হয়েছিল ফাহাদের যে তার বাড়ি আসলে কোন এলাকায়। তাছাড়া আম্মার অসুখের খবরটাই বা কে নিয়ে এসেছিল, এমন প্রশ্ন চারপাশে নীরবে হাঁটাহাঁটি করলেও তাদেরকে সরব করতে পারেনি মামা-ভাগনে। এদিকে ভোলাটা এদের চারপাশে ঘুরছে আর অদ্ভুত একটা আওয়াজ তুলছে মুখে। কি যেন জানতে চাইছে ভোলা। মাঝে-মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হচ্ছে মুগিসের আব্বার। ব্যাপারটা চোখ এড়ায় না ফাহাদের। মনে হলো ওরা খবর আদান-প্রদান করছে চোখ থেকে চোখে। কুকুরের সাথে আবার কিসের লেনদেন!

ফাহাদ বিষয়টাকে হালকা করে নেয় মুহূর্তে। বাড়ি-ঘরের তত্ত্ব তালিশি নিয়ে কি হবে, মুগিস ওদের বন্ধু এই ব্যস। ফাহাদ আর মঈন তাদের বন্ধুর ব্যথায় ব্যথিত হয়। কি জানি একটা অচেনা খুশবু ঘুরঘুর করছে। অচেনা হলেও মন্দ না। অনেকটা রৌগনে আম্বরের মতো সুবাস। ফাহাদ আন্দাজ করল এই খুঁশবু দুই আগন্তুকের পোশাক থেকে বেরিয়ে প্রজাপতির মতো ডানা মেলে উড়ছে। মুগিসের আব্বা তাগিদ দেয়। মুগিস সচকিত হয়। তারপর বিদায় নেয় বাপ-বেটা দুজন, মুগিসের জাগিরবাড়ির উদ্দেশে। বৃষ্টি এখনও টিপটিপ ঝরছে। ওরা যাচ্ছে হেঁটে হেঁটে। পায়ে চলার সব পথই বর্ষা গিলে খেয়েছে। বাড়ি ঘরের উঠানগুলোই এখন ভরসা, হাঁটাহাঁটির জন্য। বর্ষায় সব গ্রামের এমনটাই হালহকিকত। গফুর মিয়ার উঠান তো বশির মিয়ার ঘরের পিছন, তখন চলাচলের সড়ক হয়ে যায়। মামা-ভাগনে দু'জন তাকিয়ে আছে মুগিস আর তার আব্বার হেঁটে যাবার পথটির দিকে। ভোলাও মিটমিট করে দেখছে, শব্দহীন। ফাহাদ হঠাৎ চিৎকার দিয়ে বলে উঠল আরে! এ কী! মুগিস আর মুগিসের আব্বার পা মাটি স্পর্শ করছে না। মাটি থেকে দু-তিন ইঞ্চি উপরে ওদের পা। ওরা উড়ে যাচ্ছে প্রায়। ফাহাদ শুনেছে দৈত্য নাকি আলাউদ্দিনকে নিয়ে উড়ে যেত। কিন্তু ওরা কি করে উড়ছে! এখানে তো কোন দৈত্য ফৈত্য নেই। ব্যাপারটা মঈনও লক্ষ্য করে। একটা ভয় দু'জনকেই ঘিরে ধরেছে। কান্না পাচ্ছে। কিন্তু কাঁদতেও পারছে না, গলা শুকিয়ে আসছে। অন্য সময় ভোলাটা দৌড়ঝাঁপ করে, আজ নিঃশব্দ। সিদ্দিকের মার বাড়ির কাছে গিয়ে ওরা বাঁদিকে বাঁক নিল। তারপর বাড়ির আড়ালে হারিয়ে গেল।

www.pathagar.com

ঘটনার এমন ভিতিকর দৃশ্য, এমন আজব দৃশ্য ফাহাদ আর মঈনকে বাকহীন করে দিয়েছে। এখন কেবল চোখের সামনে ভয়ের ডনকুস্তি। ফাহাদের শরীরের সব রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে মনে হলো। চোখের তারা কাঁপছে, হৃদপিণ্ড কাঁপছে। এই কম্পন বারান্দার উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হতে থাকল গোপনে। নানী বলেন, মামা-ভাগনে যেখানে আপদ-বিপদ নেই সেখানে। এই উত্তেজনায় উত্তেজিত হতে চাইল দু'জন। সূরা-কালাম পড়ে, হুজুরের কাছে যা শিখেছিল। বুকে ফু দিলো একে অপরকে। ভয় অনেকটা কাটতে শুরু করেছ ইতিমধ্যে। মঈনই প্রথম খেয়াল করল ব্যাপারটা। ঘাট খালি। মুগিস আর তার আব্বাকে নিয়ে যে নৌকাটি ঘাটে ভিড়েছিল সেটি হাওয়া। সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে কেমন। রহস্যের জাল কেবল বড় হচ্ছে। উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম কোথাও নৌকার চিহ্নটি নেই। ফাহাদ ভাবে স্বপ্ন দেখছে না তো। তা কি করে হবে? দু'জনে মিলে একটি স্বপ্ন দেখার নজির সে কোথাও পায়নি, শোনেওনি। মামা-ভাগনে একজন আর একজনের শরীরে চিমটি কাটে। নাহ! ব্যথা লাগছে। ব্যথা লাগলে তো আর স্বপ্ন হলো না। তাছাড়া এই অচেনা খুশবুটা বাতাসে এখনো মাখামাখি হয়ে আছে। পাশেই ভোলাটা শুয়ে, পা দুটি সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে মাথাটা দুই ঠেংয়ের মাঝখানে গুঁজে রেখে দূরে পানির দিকে দৃষ্টি, ভাবলেশহীন।

www.pathagar.com

গ্রামের নাম আগানগর। ফাহাদ ভেবে পায় না এখানে নগর শব্দটি কি করে এল। কে বা কারা আগার সাথে নগর এনে যুক্ত করল। ভূগোল বইয়ে সে পড়েছে নগর সেই এলাকাকে বুঝায় যেখানে নাগরিক সুবিধাদি মজুদ থাকে। ছোটখাটো কল-কারখানা থাকে, স্কুল-কলেজ থাকে, দোকান-পাট থাকে, দু-একখানা গাড়ি-ঘোড়াও চলাচল করে। এখানেতো এ সবের কোন কিছুই নেই। স্কুল-মাদ্রাসা থাকলেও প্রাথমিক পর্যায়ের। এমনতো সব গ্রামেই আছে। ঠাট নেই ডাট নেই বড় গলায় নগর নাম ফলানো আর কি। নানাদের সাথে তো তর্কযুদ্ধই হয়েছে বারকয়েক। নানারা বলেছেন এই নগর শব্দ নিয়ে তোমার আর গবেষণার দরকার নেই ভাইজান। গ্রামে থেকে শহর-নগরের স্বাদ পেলে মন্দ কি। বাস্তবে না হোক নামে তো নগর। আমরা নানা-নাতি মিলে ভবিষ্যতে না হয় এ গ্রামকে নগর বানিয়ে ফেলব! হাসতে হাসতে একদিন ফাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন নানা। এমন জবাব ফাহাদের মনপূত হয়নি। আগানগর চমৎকার নাম, কিন্তু সত্যের সাথে এই চমৎকার নামের কোন মিল নেই। এটাই বড় দুঃখ ফাহাদের। কথার সাথে কাজের বেমিল তার একেবারেই পছন্দ নয়। সুন্দরের সাথে অসুন্দরের উঠাবসা খুবই বেমানান। এই যেমন একটি

www.pathagar.com

অজপাড়াগাঁ নাম ফলিয়েছে নগর। হোক না মামাবাড়ি তাতে কি। সত্য তো সত্যই। এ নিয়ে মঈনমামার সাথেও আলাপ-আলোচনা হয়েছে। মঈন অবশ্য ভাগনের যুক্তিকেই সঠিক বলে মেনে নিয়েছে। বাড়ির আরো দু'একজন তার মতের সাথে বসবাসে রাজি হয়েছে। ফাহাদের আম্মা তার ছেলের এমন নাহক বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না। প্রায়ই বকাঝকা করেন। ছেলের এমন ইঁচড়ে পাকামোতে তিনি খুব বিরক্ত। অন্যদিকে নাতির এই জ্ঞান গম্মিতে নানী খুবই গর্ববোধ করেন। তিনি বাড়ির সবাইকে বলে বেড়ান দেখিস একদিন আমার নাতি বড় পণ্ডিত হবে। তার এই ঘোষণায় বাড়ির অনেকেই হাসেন আবার কেউ বলেন, আপনি ঠিকই বলেছেন আমাদের ফাহাদের যা বুদ্ধি। বুদ্ধি-সুদ্দি নিয়ে মাথা ঘামায় না ফাহাদ। তার মগজে কেবল নতুন নতুন চিন্তা উড়াউড়ি করে। এরি মধ্যে আরো একটি নতুন চিন্তা এসে ঢুকে পড়লো মাথায়। নানীর এ কেমন পছন্দ। বড় হয়ে সে পণ্ডিত হতে যাবে কেন? স্কুলে তো ফাহাদ তাদের পণ্ডিত স্যারকে প্রতিদিন দেখছে। চলনে বলনে একেবারেই সেকেলে তিনি। পোশাকে-আশাকেও যেন কেমন কেমন। হাবভাবও বোকা বোকা। পণ্ডিত স্যারের চেহারাটা যখনই ফাহাদের চোখের ছায়াপথে চলাফেরা করে তখনই নানীর ওপর অভিমান হয়। নাহ! সে কখনো পণ্ডিত হবে না। এতে গর্ব করার মতো কি আছে! নানীর যা খেয়াল!

ইদানিং ফাহাদের চেহারায় কি যানি একটা কষ্ট কষ্ট ভাব লেপটে থাকে। আম্মার-বকাঝকা আর অন্যদিকে নানির পণ্ডিত বানানোর খায়েশ ফাহাদকে কেটেকুটে খাচ্ছে। একটা আনমনা আনমনা ভাব। বাদলা দিনের সূর্যের মতো এই কাঁদা এই হাসা। কাদির স্যার বিষয়টা লক্ষ্য করছেন কদিন থেকে। এমন টসটসে ছেলেটা হাওয়াহীন বেলুনের মতো চুপসে যাচ্ছে কেন? এই কেনর উত্তরের ঘরে ঢুকতে হবে তাকে। ঢুকেও গেলেন একদিন সাবধানে। ফাহাদ তার পুষে রাখা কষ্টটা মেলে ধরল স্যারের দু'চোখের নীল উঠানটায়। স্যারও দেখলেন কষ্টের রগরেশগুলো ঘেটেঘুটে। ফাহাদ ঠায় দাঁড়িয়ে আছে বৈঠকখানার বারান্দায়। কানের দু'পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ফুরফুরে বাতাস। সাদা আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে একঝাক চিল। তালগাছের মাথায় বাবুইপাখির বাসাগুলো দুলছে দোলনার মতো। কাদের স্যার চোখ ঘোরালেন চারপাশটায়। তারপর ফাহাদের

www.pathagar.com

দিকে তাকিয়ে জোরে হেসে উঠলেন, এই কথা? ফাহাদ ভেবে পায় না এতে হাসির কি দেখলেন স্যার। দুঃখটা ফুলেফেঁপে বড় হয় আরো। মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে স্যার বললেন, তোমার নানী তো ঠিকই বলেছেন, তিনি তোমাকে কত ভালবাসেন, স্নেহ করেন। তুমি অনেক বড় হবে, পণ্ডিত হবে, আমরা তো সবাই এই কামনাই করি। শোনো, আসলে পণ্ডিত মানে আমাদের পণ্ডিতস্যার না। জ্ঞানি মানুষকে বলা হয় পণ্ডিত। এই যেমন ধর আমাদের ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি মস্তবড় এক পণ্ডিত। আঠারটি ভাষা জানেন তিনি। সেসব ভাষায় লিখতে জানেন, পড়তে জানেন, বলতে জানেন। দেখ কতবড় পণ্ডিত হলে এমনটি সম্ভব। জ্ঞানী ব্যক্তিদের বলা হয় পণ্ডিত। আরো যেমন কবি রবীন্দ্রনাথ, কবি নজরুল। তারা কত সুন্দর সুন্দর কবিতা লেখেন। সেসব থেকে আমরা কত কিছু শিখি। তোমার নানী আশা করছেন তুমি যেন বড় হয়ে তাদের মতো হও। কি বুঝতে পেরেছ! স্যারের কথা শুনে ফাহাদের ভিতরে জমা হয়ে থাকা কষ্টের বরফখণ্ডগুলো গলতে শুরু করেছে। নানীর প্রতি আস্থা বেড়ে গেল অনেক। নানী এত বড় চিন্তা করেন তাকে নিয়ে। এখনি গিয়ে নানীকে সালাম করতে হবে, ফাহাদ মনে মনে ভাবে। তার চোখের পর্দায় ইতিমধ্যে ভাসতে শুরু করেছে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-শহীদুল্লাহ। এরি মধ্যে মঈন মামা যেন কোত্থেকে এসে হাজির হয়েছে। ভোলাটাও তাকিয়ে আছে ফাহাদের দিকে। স্যার ফাহাদের চুলে বিলি কেটে হাসতে হাসতে বললেন, কি বোঝা গেল তো পণ্ডিত কাকে বলে! ফাহাদ কতকসময় নীরব থেকে ফিক করে হেসে ফেলে। মঈন মামাও হাসিতে শামিল করার চেষ্টা করে নিজেকে। ভাবসাব দেখে মনে হলো ভোলাটাও খুশি। কাদের স্যার ফাহাদের চেহারায় আনন্দ ফুটতে দেখে তৃপ্ত হলেন। নিজেকে ভারমুক্ত ভাবলেন।

সারাবাড়ি জুড়ে সোরগোল, হৈ-চৈ। এ সময়টাতে এ রকমই জমজমাট থাকে বাড়িঘর। বাদাম তোলার মৌসুম। বাদামের আঁটিতে বোঝাই হয়ে যায় বাড়ির ভিতরের উঠান, বাইরের উঠান। গ্রাম জুড়েই এই দৃশ্য, যেন বাদামের হাট। একটা কাঁচা-মিষ্টি গন্ধ বাতাসে সাঁতরাতে থাকে তখন। ধান কাটার মৌসুমেও আনন্দের বাজার বসে যায় মামাবাড়িতে। আসলে সারা গ্রাম জুড়েই পাকা ধানের মৌ মৌ গন্ধে মাতোয়ারা তখন। এই দুই মৌসুমেই ফাহাদ আগানগর গ্রামে হাজির থাকার চেষ্টা করে। আম্মাকে

www.pathagar.com

ফুসলিয়ে-ফাসলিয়ে রাজি করে। আম্মাও অমত করেন না। বাপের বাড়ি আসতে কে না চায়। এই মৌসুমেও ফাহাদের উপস্থিতিটা আনন্দ আর খুশিতে ভরপুর। ভিতর বাড়ি আর বাহির বাড়ি করছে ফাহাদ। সাথে মঈন মামা আর ভোলা। কামলারা বাদামের গাছ থেকে বাদামগুলো আলাদা করছে। মহিলা আর শিশুরা এই বাদাম তুলার কাজটা করে। মূল কারিগর আসলে ওরাই। কাঁচা বাদাম আর বাদামগাছের গন্ধটা চমৎকার। সারাবাড়িময় গন্ধটা ঘুরছে। ঢুকে যাচ্ছে এ ঘর থেকে ওঘরে চুপচাপ। ফাহাদের দৌড়ঝাঁপ নানারা খুব উপভোগ করেন। মাঝে, মধ্যে কাছে ডেকে খোশগল্প করেন।

মামাদের বিশাল বাড়ি। বিঘা চারেকের উপর তৈরি হয়েছে বাড়িটি। ভিতরে উঠান, বাইরে উঠান, বৈঠকখানার সামনেও একটি ময়দানের মতো জায়গা। পাশে ফুলবাগান। বড় বড় ছ-সাতখানা ঘর। বৈঠকখানায় শিল্পীর কারুকাজ দেখার মতো। গোয়াল ভরা আট দশটা গরু। দুটি দুধেল গাই। সকালে দুধ দোহনোর শব্দ সারা বাড়ি আবেশিত করে রাখে। আশপাশে দু-তিনখানা মাছ থৈ থৈ পুকুর। সব মিলিয়ে এক এলাহি কাণ্ড আর কি। মামাদের পূর্ব পুরুষরা নাকি ছিলেন পাশের সরাইল পরগনার লোক। সেই পরিবারেরই এক ভাগান্যাসী সাহসী ব্যক্তি যার নাম ছিল আইনুদ্দিন সরকার এই বিজনমুল্লুকে এসে বসতি গেড়েছিলেন। তালুক কিনেছিলেন, জমি জিরাতি কিনেছিলেন। তাও প্রায় দুইশ বছর আগের কথা। চারপাশে তখন থৈ থৈ পানি। এরপর আরিফ সরকার, তারপর কেরামত সরকার, আর তারই অধস্তন পুরুষরা হলেন ফাহাদের নানারা দু'ভাই মমতাজউদ্দিন আর সামছুউদ্দিন। তবে এই পরিবারের সবচে নামি ব্যক্তি নাকি ছিলেন কেরামত সরকার। তার আমলেই তালুক বড় হয়েছে, সম্মান উপরে উঠেছে, প্রতিপত্তির হাড়গোড় শক্ত হয়েছে। তার নামকে এখনো মানুষ সালাম জানায়, মান্য করে। মামাদের পরিবারের এইসব গল্প-সল্প অবশ্য তার সাচ্চু মামার কাছ থেকে শোনা। সাচ্চু মামা দুই ক্লাস উপরে পড়ে। বেশ চটপটে, চালাক-চতুর। এ জন্যে বাড়ির সবাই তাকে সমীহ করে, দাম দেয়। এই মামার সাথেও ফাহাদের খুব খাতির। দেখতে ছোটখাটো হলেও বুদ্ধিতে কিন্তু একেবারে খাসা। নানারা মাঝেমধ্যে সংসারের আশয়-বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন এই মামার সাথে। নানাদের এই কাণ্ড-কারখানা

www.pathagar.com

দেখে নানীরা মুখ টিপে হাসেন। নানারা অবশ্য সাচ্চু মিয়ার নাম রেখেছেন কেরামত সরকার জুনিয়র। বাদাম ছাড়াবার কাজটা চলে মাগরিবের আগ অবধি। তারপর সব সুনসান। এইভাবে চলে প্রায় সপ্তাহখানেক। তখন বাড়ি জুড়ে একটা আনন্দ উচ্ছলতা ডগমগ করে। তামাম গ্রামটাই তখন ফুর্তিতে নাচতে থাকে। ফাহাদের কাছে মামাবাড়ি বেড়ানোর আসল মজাটা এখানেই। হাসি আর আনন্দ না থাকলে জীবনটাই তো পানসে হয়ে যায়। পানসে জীবন ফাহাদ অপছন্দ করে। সুস্থ জীবনের জন্য হাসি চাই, খুশি চাই, সাথে গতিও চাই। এই গ্রামটাতে এসে ফাহাদ সুখ-শান্তির সাথে গতিটাও উপলব্ধি করতে পারে। বুক ভরে নিতে পারে ফসলের ঘ্রাণ। মামা-খালা, নানা-নানীর আদর-সোহাগ সেটি হল বাড়তি পাওনা।

ভোলার ঘেউ ঘেউ আওয়াজে সচকিত হয় মামা-ভাগনে দুজনেই। বাড়ির শেষ সীমানার আমগাছটার তলায় বসেছিল ফাহাদ আর মঈন। একটু দূরেই পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। পানি ছুঁয়ে আসা ঠাণ্ডা বাতাস বইছে চারপাশে। ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায় মাথায় যেন শত শত হলুদ সুরুজ ভেসে চলেছে নৌকার মতো। ভোলাটা আবার ঘেউ করে উঠল। এতক্ষণ পাত্তা দেয়নি ওরা। এখন পাত্তা দিলো। আসলে দিতে হল। অবশ্য যে দৃশ্য ধরা পড়ল তাতে করে দু'জনেই হেসে উঠল একসাথে। ভোলাটা একটা কালো বিড়ালকে ধমকাচ্ছে আর বিড়ালটি ভয়ে খড়ের কুঞ্জিতে উঠার চেষ্টা করছে। কিন্তু উঠতে গিয়ে বারবার গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। ভোলাও নাছোড়, বিড়ালটি মাটিতে পড়া মাত্রই আবার ধমকে উঠছে। বেচারা বিড়ালের এখন মরণ দশা, কান্না কান্না ভাব। এমনিতে আবার ওদের দু'জনার খুব ভাব। গপ্প সপ্প আড্ডা ফাড্ডা চলে। খাবার-দাবারেও ভাগ বসায় একে অন্যের থালায়। গা গতরেও নাদুশ-নুদুশ দুজনেই। সবচে বেশি যে মিলটা ধরা পড়ে সেটি হল শরীরের রঙ। একেবারেই কুচকুচে কালো বিড়াল আর কুকুর। হয়তো এ জন্যেই দু'জনার ভাবটা এত আঠালো গাঢ়। ভোলার সাথে ফাহাদের চোখাচোখি হতেই ধমকাধমকি থেমে গেল। তারপর আস্তে করে উঠে এসে ফাহাদের গা ঘেঁষে বসল ভোলা। এরি মধ্যে বিড়ালটি উধাও।

ভোলার পিঠে হাতের তালু লেপটে আছে ফাহাদের। লেজটি উড়ছে নিশানের মতো। পিটপিট করে তাকাচ্ছে ডাইনে-বায়ে। ভোলার মাথায় একটা টোকা দিয়ে কথা শুরু করল মঈন। গত পরশুর ঘটনাটি চেপে

www.pathagar.com

রেখেছে ওরা। প্রকাশ করেনি বাড়ির কারো কাছে। ফুরসতও পায়নি যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলে। তাই আজ ওরা একান্তে বসেছে। মুগিস আর মুগিসের আব্বা আর রহস্য ঘেরা নৌকা, এসব যেন স্বপ্নের মতো ঠেকছে। সলাপরামর্শের পর সাব্যস্ত হল মুগিসের সাথে ওরা আজ দেখা করবে। মঈন বলল ওদিনের ঘটনাটা মুগিসের কাছে মেলে ধরবে। মুগিসের মনোভাব জানতে চাবে। এসবের ব্যাখ্যা চাবে। ফাহাদ চোখ বুজে মঈন মামার কথাগুলো গিলে ফেলল। ফাহাদ চোখ বন্ধ করে কি যেন ভাবছে। টুপ করে একটি আমপাতা তার পিঠে এসে পড়ল। ঠাণ্ডা বাতাস যাচ্ছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। একটা মাছরাঙা লাফিয়ে পড়ল পানিতে। উড়তে উড়তে নারিকেল গাছটায় এসে বসলো ক্লান্ত একটা চিল। দৃষ্টি পানির দিকে। মাছের তালাসে। সূর্যটা দূরে জামগাছের মাথায় ঢুকে যাচ্ছে। এ সময়টায় একটা থমথমে অবস্থা দাঁড়িয়ে থাকে। মঈন মামা তাকিয়ে আছে ভাগিনার চেহারার দিকে, জবাবের আশায়। পরামর্শের আশায়। ভাগিনার বুদ্ধির ব্যাপারে তার খুব উঁচু ধারণা। দু-একবার সে প্রমাণও পেয়েছে। ফাহাদ চোখ বন্ধ রেখেই বলল উঁহুঁ। কিচ্ছু প্রকাশ করা যাবে না। আমরা যাব খোশগল্প করব। গত পরশু দিনের ঘটনাটি বিলকুল চেপে যেতে হবে। মুগিসের তরফ থেকে যদি বিষয়টি উঠে তাহলে দেখা যাবে। আর যদি মুগিস মুখ না খোলে আমরাও ঠোঁটে আঙুল দেব। ওর চলাফেরা ভাবসাবের উপর কড়া নজর রাখতে হবে। সিদ্ধান্তটা পাকা হয়ে গেল। আগে বাড়তে হবে সাবধানে। এমন সিদ্ধান্ত নিতে হলো বাধ্য হয়ে। ফাহাদ মুগিসের চালচলনে এরি মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতা আবিষ্কার করে ফেলেছে। প্রকাশ করেনি। মঈন মামাকেও জানায়নি। আমলেও আনেনি। শত হোক মুগিস ফাহাদের বন্ধু। কিন্তু পরশুর ঘটনা ফাহাদের দেমাককে উলট পালট করে দিয়েছে। ভাবনায় ফেলেছে। ভাবনায় ফেলবে না কেন? ঘটনাটা মাসখানেক আগের। নৌকায় বসে আড্ডা মেরেছিল তিন বন্ধু। আড্ডা শেষে যথারীতি ফিরে এলো ওরা বৈঠকখানায়। এখানেও একটা জাম্পেস আড্ডা। তারপর যে যার পথে। ফাহাদরা আর যাবে কোথায়। বড়জোর অন্দরমহলে। মঈনমামা ইতিমধ্যে অন্দরমহলে ঢুকে গেছে। মুগিসকে বিদায় জানিয়ে ফাহাদও মামাকে অনুসরণ করল। উঠানটা পার হয়ে গিয়েছিল প্রায়। কি মনে হতেই আবার ঘুরে দাঁড়াল ফাহাদ। মুগিস

www.pathagar.com

ঠায় দাঁড়িয়ে এখনো। ইতিউতি দেখল বার কয়েক। তারপরই কাণ্ডখানা ঘটাল সে। সূর্যটা বসে আছে তালগাছের একেবারে আগাটায়। এই সময় একটা নীরব বাতাস ঘুরাঘুরি করে গ্রাম জুড়ে। বেশিরভাগ মানুষ এখন ঘরবন্দী। কেবল গরু-ছাগল জাবর কাটে গাছতলায়– ক্ষেতের আইলে। হঠাৎ মুগিসের ডান হাতটি বড় হতে হতে বিশ-পঁচিশ গজ দূরে নৌকার ছৈয়ের ভিতর গিয়ে ঢুকল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বেরিয়ে এল হাতটি একটি লাল গামছাসহ। ফাহাদের মনে পড়ল গামছাটি মুগিসের! আড্ডা শেষে হয়তো ফেলে এসেছিল নৌকায়। কিন্তু এটা কি করে সম্ভব। হাত এত লম্বা হলো কিভাবে। চোখ ঘষাঘষি করল ফাহাদ। নিজকে আড়াল করল নিমগাছটার পিছনে। শরীর কাঁপছে, ঝিম ধরেছে মগজে। একটা ঠাণ্ডা স্রোত কানের লতি থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত উঠানামা করছে। কয়েক সেকেন্ডের মাঝখানে এমন বুক ধড়ফড়ানি কাণ্ডখানা ঘটিয়ে ছিল মুগিস। এ দৃশ্য ফাহাদ দেখেছে আর কেউ দেখেনি। মামা মঈনকে এখনো তা বলা হয়নি। বলতে হবে সময় মতো।

আরো একদিনের ঘটনা দেমাগে উঁকি দিল। ঠিক এমন সময়ই ঝলমল করে উঠেছিল দৃশ্যটা। গ্রামের কবরস্থানে একটি বালক কি জানি খুঁজাখুঁজি করছে। দূর থেকে মুগিসের মতই মনে হচ্ছিল। ঝোপ-জঙ্গলে ভরা, দুটি বড় বটগাছও আছে সেখানে। মনের সাথে বুদ্ধির চালাচালি করে সমাধানে আসার আগেই বালকটি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। এর সাথে যোগ হলো পরশু দিনের ঘটনা।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক মামা-ভাগনে দু'জনে গিয়ে হাজির হল মুগিসের জায়গির বাড়ি। মুগিস মগবুলদের বাড়িতে থাকে। ব্যাপারীপাড়ার বড় বাড়ি এটিই। পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত ছিল মুগিস। মামা-ভাগনেকে একসাথে ঘরে ঢুকতে দেখেই দাঁড়িয়ে গেল। তারপর বলল, আরে দোস্ত তোরা! ফাহাদ আর মঈন জোরে সালাম জানাল। জবাবে মুগিস আরো জোরে বলল, ওয়ালাইকুম সালাম। এরপর তিনজনে একসাথে হাসি। দোস্ত দু-একদিন বাদে পরীক্ষা তাই তোদের সাথে আড্ডা হচ্ছে না। গত পরীক্ষাটা খুব খারাপ করেছিলাম, মুগিস এ পর্যন্ত বলে থামল। ফাহাদ মুগিসের চুল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত দেখছে বারবার। ঘরের কোণায় কোণায় নজর ফেলছে। বালিশপত্র-লেপ তোশকও বাদ যাচ্ছে না ফাহাদের সন্ধানী নজর থেকে।

www.pathagar.com

তবে এ কাজগুলো করছে খুব সাবধানে মুগিসের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে। মঈন বলল, আরে না না সামনে পরীক্ষা রিভাইজ তো দিতেই হবে। আমরা ভাবলাম তোর অসুখ-বিসুখ করল কিনা তাই খোঁজ নিতে এলাম। আমাদের পরীক্ষার তারিখও তো নাকের ডগায় ঝুলছে। ফাহাদের চেহারায় চিন্তার চামচিকারা এ মাথা থেকে ও মাথায় উড়ছে। চোখের মণিতে ঘুমের মতো কি একটা জড়ো হয়েছে। এত সময় মঈনের সাথে গল্পে ব্যস্ত ছিল মুগিস। ফাহাদের চেহারায় দৃষ্টি পড়তেই মুগিস বলে বসল কিরে তোর আবার কি হল, এমন ঝিম মেরে বসে আছিস। ফাহাদও খুব চালাকি করে জবাব দেয়, ঝিম না মেরে কি করব। তোরা যেভাবে পরীক্ষা পরীক্ষা করছিস তাতে তো আমার মগজেই খিঁচুনি ধরেছে। মনে হলো একটা পাকা বেল মাথার তালুতে এসে পড়ল বুঝি। ফাহাদের কথা শুনে মুগিস আর মঈন একসাথে হেসে উঠল। পরিবেশটা হালকা হয়ে এল মুহূর্তে। তোকে এখন আর ডিস্টার্ব করা উচিত হবে না, আগ বাড়িয়ে কথাটা পাড়ল ফাহাদ। মুগিসও আপত্তি করল না। হাসেমদের বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল মঈন আর ফাহাদকে। মামা-ভাগনে দু'জন পাশাপাশি হাঁটছে। দু'জনের চোখেমুখেই চিন্তা ঝুলে আছে। মুগিসের হাবভাব থেকে তো কোন কিছুই খোলাসা হল না। তাহলে পরপর যে ব্যাপারগুলো ঘটল এর সূত্রটা কি। স্বপ্ন, তাও তো নয়। জলজ্যান্ত বাস্তব। মুগিস যার নায়ক। গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছে ওরা। বজলুর বাড়ির উঠান পার হবার সময় ভোলাটার অস্তিত্ব টের পেল ফাহাদ। তাদের পিছন পিছনই ছিল এতক্ষণ। আরে ও কখন এল, ফাহাদ চেঁচিয়ে উঠল একরকম। মঈন বলল কেন ও তো আমাদের আগেই মুগিসের বারান্দায় এসে অপেক্ষা করছিল। সাথে সাথেই ফাহাদ বলে বসল ভোলা কি করে জানল যে আমরা এখানে আসছি? তোর না যতসব বাজে চিন্তা। কুকুর কি মানুষের কথা বুঝতে পারে, মঈন ধমক দিল ভাগনেকে। না মামা আমার যেন কেমন কেমন ঠেকছে। আমরা যখন পরামর্শ করছিলাম তখন ভোলাটা পাশে বসে আমাদের কথা মনোযোগ দিয়ে গিলছিল। তুমি যাই বল ক'দিন থেকে ভোলার গতিবিধি সুবিধার মনে হচ্ছে না। মঈনের মতে ভাগনের এসব স্পষ্ট কল্পনা, হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। যে যাই বলুক ফাহাদের ভিতরে কিন্তু সন্দেহ দৌড়াদৌড়ি করছে। ফাহাদ তার সন্দেহের আর একটি তীর ভোলার দিকে তাক করল।

www.pathagar.com

এপাশ ওপাশ করছে, ঘুম আসছে না। রাজ্যের চিন্তা লাফিয়ে পড়ছে মগজে-মুখে-চোখে। কোনটাই তীরে ভিড়ছে না। মাঝনদীতে ঘুরপাক খাচ্ছে শুধু। পাশে মঈন মামা বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। অন্য চৌকিতে কাদের স্যার আর হুজুর। কাদের স্যার অবশ্য একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন কি ফাহাদ ঘুম আসছে না। হুঁ হা করে ফাহাদ জবাব দিয়েছিল। সেই কাদের স্যারও ঘুমে অচেতন। হুজুর তো আগেই ঘুমের স্বপন মুল্লুক চলে গেছেন। মুগিসের কাছ থেকে ফেরা অবধি ফাহাদের চান্দি গরম। কিছুতেই ঠাণ্ডা হচ্ছে না। কি করে হবে, এতসব ঘটনা তার কোন সূত্রেরই দেখা নেই। জন্তু জানোয়ারের নাকি লেজ দেখে চেনা যায়। এখানে তো কোন লেজেরই অস্তিত্ব নেই। তবে একটা লেজের সন্ধান সে পেয়েছে। মুগিসের বিছানার কোণায় রাখা জরির কাজ করা টুপিটি। মঈন মামাকেও জানানো হয়নি সূত্রের কথা। আগে অংক মিলুক তারপর সব ফাঁস করবে ফাহাদ। তার স্পষ্ট মনে আছে মুগিসের মাথায় এই টুপিটিই চাপানো ছিল যেদিন বাপবেটা নৌকা থেকে নামে। সামনে আলো কেবল একটাই, টুপি। আর টুপিতে আঁকা নীল রঙের তারা। ডান থেকে বামে পাশ ফেরে ফাহাদ। নাহ! ঘুমের দেখা নেই। ঘুমের পরী কি তাহলে নিজেই ঘুমিয়ে গেল! সাত-

www.pathagar.com

পাঁচ ভাবে ফাহাদ। এখন রাত কটা হবে, বারটা না একটা। এই অজপাড়াগায়ে রাত বারটা তো অনেক। ঘরের বাইরে ঝিঁঝিপোকার ডাক, ব্যাঙের ঘ্যাং ঘ্যাং আওয়াজ, নৌকার তলায় এসে আঘাত করা ছোট ছোট ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ আর ঝিরিঝিরি বাতাস, সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত পরিবেশের চলাচল। আজ কি অমাবশ্যা? অমাবশ্যা না হলে এত অন্ধকার হবে কেন! বাইরে অন্ধকার, ঘরের ভিতরটায়ও কালি লেপটে আছে। কোথায় যেন একটা হলুদ পাখি ডাকছে। এই পাখি রাতে ডাকলে নাকি এলাকায় অমঙ্গল নেমে আসে, নানী বলেন এসব কথা। পাখিটি ডাকছে বিরামহীন। একটা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ল পানিতে টুপ। শব্দটা কানে এসে ধাক্কা লাগে। কোলাব্যাঙ হবে হয়তো। সবুজ আর হলুদ রঙের ব্যাঙগুলো দেখতে ভারি সুন্দর। চীনারা নাকি ব্যাঙ খায়। কথাটা মনে হতেই গা রি রি করে ওঠে ফাহাদের। রাত বাড়ছে কিন্তু ঘুম আসছে না। সকালের উত্তেজনাটা এখনো ছটফট করছে মগজে।

ঘুমানোর চেষ্টা করে ফাহাদ আবার। মন মগজ আর শরীর এক বরাবর করে। ভাবনাগুলো ছুঁড়ে ফেলে অন্ধকারে। তারপর সটান। একটা ক্যাচ শব্দ সব উলট পালট করে দেয়। কান খাড়া করে। একি ঘাটে নৌকা ভিড়ার শব্দ। শব্দের রকম দেখে বুঝা যায় কোন শব্দ কারা কথা বলে। আগানগর থেকে থেকে এসব মুখস্থ হয়ে গেছে ফাহাদের। বৈঠার শব্দ, পালখোলার শব্দ, দাড়টানার শব্দ মগজের খোপগুলোতে জমা হয়ে আছে। কিন্তু এত রাতে কারা এল, কাদের নৌকা। উত্তরপাড়ার হাসেমরা ভৈরব বাজারে কাজ করে। তারা এল! ওরা তো সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ফেরে। আর দেরি করে ফিরলেও এ ঘাটে নৌকা কেন। খুব সাবধানে নৌকাটা ভিড়ানো হচ্ছে বুঝাই গেল। ওরা নামছে নৌকা থেকে। ফাহাদ আন্দাজ করল আরোহী একের অধিক হবে। চোর-চোট্টা না তো, ফাহাদ ভাবে। একটা অচেনা ভয় তাকে ঝাপটে ধরেছে। একবার মনে করেছিল খিড়কিটা ফাঁক করে ব্যাপারখানা কি দেখবে। কিন্তু ভয় এ কাজ থেকে বিরত রাখল। তাছাড়া বাইরে যা অন্ধকার! খিড়কি খুলাও যা, বন্ধও তা। এক ইঞ্চি দূরের কিছু ঠাহর করা মুশকিল। ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত ঘরের বাইরে এবং ভিতরে নীরবে বয়ে যেতে থাকল। আশপাশের লোকদের ডেকে জাগাবে সে সাহসও ফাহাদ হারিয়ে ফেলেছে। এমন তো কখনো হয় না আজ হল

www.pathagar.com

কেন। ভোলাটা কোথায় গেল। বারান্দায়ই তো বসা ছিল। এত কিছু ঘটে যাচ্ছে আর কিনা ভোলা লাপাত্তা। কদিন আগে তো এক চোরের লুঙ্গি খুলে রেখে দিয়েছিল। কাপড় দেখে সনাক্ত করা গেল এ লুঙ্গিটি দক্ষিণ পাড়ার মোমিন চোরার। কিন্তু আজ এত ঠাণ্ডা মেরে গেল কেন। ফাহাদ ব্যাপারটি নিয়ে ভাবে। রহস্যের গন্ধ উড়ছে। ভোলার এই নীরবতা মোটেও সমর্থনযোগ্য নয়।

ফাহাদ সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। কতকটা করেও ফেলেছে ইতিমধ্যে। হুজুর দু-একখানা কাশি ঝেড়ে চুপ মেরে যায়। কবুতরের বাচ্চাগুলো চিঁ-চিঁ করে ওঠে ওপরে। এতে করে সাহসী হয়ে ওঠে ফাহাদ। বাইরের অন্ধকারটা যেন আরো অন্ধকারে ঢুকে যাচ্ছে। পরিবেশটা ভারি ভারি। অন্ধকার এফোড় ওফোড় করে ওরা হাঁটতে শুরু করল। চলার ভঙ্গিতে মনে হল একজোড়া। সোজা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করল। ফাহাদ কান খাড়া করে আছে। মনের খিড়কিটাও হুটহাট খুলে দিল। ফাহাদ যে ঘরটায় শুয়ে আছে এর ডান পাশেই একখানা মাঝারি গোছের বাগান। এই বাগান আর বৈঠকখানার মাঝখান দিয়ে একটি সরু পথ সোজা গিয়ে ঢুকেছে বাড়ির ভিতরে। এ পথেই হাঁটছে ওরা। তাই ফাহাদ ঝিম মেরে থাকল আর বুঝার চেষ্টা করল আগন্তুকদের গতিবিধি। একটা পাতা পড়ার শব্দও কানের পর্দায় ঢেউ তুলছে। একটা ছোট্ট পাখি টি টি করে উঠল। টুনটুনি হবে হয়তো। গতকালই দেখেছে ফাহাদ গন্ধরাজ গাছের পাতায় টুনটুনির বাসাটি। গোয়াল ঘরে গরুগুলো নড়েচড়ে বসছে, বুঝা যাচ্ছে। চোর হলে তো সর্বনাশ। এ বাড়ির ওপর চোরদের নজর অনেকদিন থেকেই। কিন্তু সুবিধা করতে পারছে না। ওদের নিশানা ফেল মারে বারবার। কারণ ভোলা। কিন্তু এই সময় ভোলা এমন চুপ মেরে গেল কেন? চোররা তো অনেক যাদু-টাদু জানে। ভোলাকে কি যাদু করল ওরা। এমন অনেক ইতিহাস-ভূগোল ভাবে ফাহাদ। এরি মধ্যে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়েছে তারা। তারপর তিন তিনবার চক্কর দিল উঠানটা। চারদিকে চারখানা বড় বড় টিনের ঘর। উত্তর ঘরের বারান্দা ঘেঁষে একটি উলট কমল গাছ। এটি নাকি ঔষধি গাছ। নানির কাছে থেকে জেনেছে ফাহাদ। পশ্চিম ঘরের কোণায় ডালিম গাছ। লাল ডালিমফুলগুলো এই অন্ধকারে মাথা ঠুকছে। আরো কি কি গাছ যেন পাতা নাড়ছে। এক দুই তিনবার

www.pathagar.com

উঠানটা ঘুরে এল ওরা। শুয়ে শুয়ে গুণল ফাহাদ। কাজ শেষ করে দ্রুত চলে এল বাইরের উঠানে। এখানেও একই কায়দায় ঘুরল। ঘুরার সংখ্যাটাও একই থাকল। এখানে আর যে বাড়তি কাজটি করল সেটি হল ফাহাদ যে ঘরটাতে শুয়ে আছে অর্থাৎ বৈঠকখানা সেই বৈঠকখানার বারান্দায় উঠে এল ওরা খুব সাবধানে। ফাহাদের রক্ত হিম হয়ে আসে। কবুতরের বাচ্চাগুলো চিঁ-চিঁ করে ওঠে। দু-একটি কবুতর ডানা ঝাপটায়। ফাহাদ অবস্থাটা বুঝার চেষ্টা করে। ওরা কি দরজায় টোকা দেবে। কে খুলবে দরজা। সবাই তো বেঘোরো ঘুমাচ্ছে। ঘুমাবেই না কেন, এখন তো গভীর রাত। নাহ! টোকাটাকা কিছুই পড়ল না কপাটে। মিনিটখানিক দাঁড়িয়ে থেকে এক পা দুপা করে বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল। সবকিছু মেশিনের মতো ঘটে গেল। চোর চামার হলে তো এই নাটক করার কথা নয়। যত তাড়াতাড়ি চুরিটা সমাধা করা যায় ততই মঙ্গল। কথায় আছে না 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা।' অবশ্য পাঁচ-ছ মিনিটের মধ্যেই নাটকের ইতি। চোরটোর না হলে তবে এরা কারা। এলই বা কোত্থেকে। ফাহাদ গভীর ভাবনায় ডুবে যায়। মঈন মামাও ঘুমে। জেগে থাকলে না হয় ভাবনাটা শেয়ার করা যেত। বারান্দা থেকে নেমে সোজা উত্তর দিকে হাঁটা। ধীরে ধীরে পায়ের শব্দ নিঃশব্দ হয়ে গেল। ফাহাদের হিসাব মিলছে না। দক্ষিণ ঘাটে নৌকা আর ওরা যাচ্ছে উত্তরে। হয়তো কাজ আছে কোন। ফাহাদ মনে মনে চিন্তা করে। বারান্দায় একটা কিছু বসার আওয়াজ হল। ফাহাদ আওয়াজটাকে পূরণভাগ করে সিদ্ধান্তে আসে এটি অন্য কিছুর নয় ভোলার। ভোলাটা যে এতসময় ওদের সঙ্গ দিয়েছে সে ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ থাকল না। কুকুর নিয়ে অনেক গল্প-কাহিনী পড়েছে ফাহাদ, ভোলাটা কি সে ধরনের কোন কুকুর! হলে হতেও পারে। দুনিয়াতে তো কত কিছুই ঘটে। এরি মধ্যে ঘুম-পরীদের ওড়াওড়ি শুরু হয়ে গেছে। বার কয়েক হাই তোলে ফাহাদ। চোখ দুটি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। একসময় ফাহাদও ঘুমের দেশে প্রবেশ করে। যে দেশে কখনো আলো কখনো অন্ধকার। এই ঘরের সবাই এখন ঘুমে। আসলে সমস্ত বাড়িটাই নিঃশব্দ অচেতন। কেবল ভোলাটা জেগে আছে বারান্দায়।

www.pathagar.com

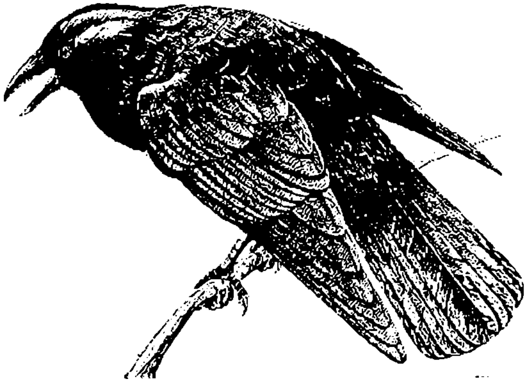

গত রাতে ঘুমের সাথে কুস্তি করে করে বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিল ফাহাদ। তার ওপর নিশিরাতের রহস্যে ভরা কাণ্ড-কারখানা। ঘুম যখন ভাঙল তখন সূর্য অনেকটাই হলুদ হয়ে এসেছে। লাল ভাবটা কেটে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। ফাহাদের চোখে-মুখে শরমের একটা রঙিন উড়না ঝুলছে। কারণ এ বাড়ির কেউই এত সময় ঘুমায় না। ফজরের আজানের সাথে সাথে সবাই জেগে ওঠে। না জেগে উপায়ও থাকে না। ফাহাদের নানা ডাকাডাকি করে জাগিয়ে তোলেন। এই ডাকাডাকি থেকে কাজের ছেলে ছোকড়ারাও বাদ পড়ে না। তারপর মিলেমিশে ফজরের নামাজ আদায় করেন। এটিই নিয়ম সরকার বাড়ির। বলা যায় রুটিন ওয়ার্ক। বাড়ির দক্ষিণ প্রান্ত ঘেঁষে একখানা ছোট নামাযঘর। ছোট হলেও বেশ পরিপাটি করে তৈরি। জন তিরিশেক নামাযির নামায আদায় করার ব্যবস্থা রয়েছে সে ঘরে। ওয়াক্তের নামাযগুলো হয় এখানে। আর বড় হুজুর তো এই বাড়িরই মেহমান। তাই পারমানেন্ট ইমাম তিনি। মামাবাড়ি এলে এই এক ঝামেলায় পড়তে হয় তাকে। সকালের ঘুমটা মাটি। নানা অবশ্য বলেন, ভাইজান সুবেসাদেকে জাগা খুব উপকার। এ সময় একেবারে ফ্রেস বাতাস

www.pathagar.com

পাবে তুমি। স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন এ বাতাস। তাছাড়া তোমার বয়স তো এখন নয় পার হচ্ছে। জান তো সাত বছর বয়স হলেই নামায ফরজ। ফরজ আদায় করে ঘুমিয়ে পড় তাতে তো বাধা দিচ্ছে না কেউ। নানার এসব উঁচু দরের উপদেশ এককান দিয়ে ঢোকে অন্য কান দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায় ফাহাদের। কিন্তু দৌড়াদৌড়ি করে কোন লাভ নেই। নামাযের ওয়াক্তে হাজিরা দিতেই হবে। কোন অসুখ-বিসুখ থাকলে অন্য কথা। এত আনন্দের মধ্যে ঝুট-ঝামেলাটা ফাহাদের মুখ বুঝে সইতে হয়, উপায় নেই।

ঘুম ভাঙতেই মনে পড়ল গত রাতের কথা। তাই সোজা ঘাটে গিয়ে হাজির। নাহ! কোন নৌকা টৌকার পাত্তা নেই। ঘাটবাড়ির নৌকাটি শুধু একপাশে বাঁধা। চারদিকে চোখ ঘোরাল ফাহাদ কোন আলামত যদি থেকে থাকে, এ ঘাটে যে কোন নৌকা ভিড়েছিল গত রাতে এর কোন চিহ্ন বুঝা গেল না। তাহলে? ভীষণ চিন্তায় পড়ে ফাহাদ। রহস্যের পর রহস্য মাথাটা খারাপ করে দেবে নাকি? কেউ যে এসেছিল তাতে কোনই সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ নিজ কানে সব শুনেছে, অনুভব করেছে। কিন্তু কিন্তু করে মাথা চুলকায় ফাহাদ। অন্দরমহলে তার নাম নিচ্ছে কারা। তাই ফ্রেস হয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকল ফাহাদ। নানি দৌড়ে এলেন একবার কপালে হাত রাখছেন আর একবার ঘাড়ে, অসুখ-বিসুখ করেনি তো ভাইজানের। ফাহাদ মাথা নেড়ে জবাব দেয় না অসুখ করবে কেন। রাতে ঘুম হয়নি এ জন্যে জাগতে একটু দেরি হল। পাশেই ছিলেন ফাহাদের আম্মা তিনি বলে উঠলেন ঘুম হবে কি করে সারাদিন টো টো করে তামাম গ্রাম চষে বেড়ানো আর যতসব বাজে চিন্তা। লেখাপড়া তো গাছে উঠেছে। ওর আব্বাকে খবর পাঠাতে হবে আর নয় কুমিল্লায় ফিরতে হবে। ফাহাদের নানি মেয়েকে ধমকে বিদায় করেন। নাস্তা পর্ব শেষ করে উঠানে নামল ফাহাদ।

ঘরের বারান্দা ঘেঁষে একটি ডালিমগাছ। লাল টুকটুকে ডালিমফুলগুলো কি চমৎকার। একটি প্রজাপতি উড়ে উড়ে ফুলে বসার চেষ্টা করছ। তিনটি ডালিম ঝুলে আছে গাছে। একটি বেশ বড়। দু-একদিনের মধ্যে পাকবে হয়তো। ফাহাদ সে অপেক্ষায়ই আছে। মামাবাড়ি এলে সব ফল-ফসিল তার জন্য রিজার্ভ। মামা-খালারাও তাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। এরই মধ্যে মঈন মামা এসে হাজির হয়ে গেল। চোখাচোখি হল দু'জনার। তারপর

www.pathagar.com

সোজা আমগাছতলায়। এটি তাদের পার্লামেন্ট ভবন। এখানে বসেই ওরা সলাপরামর্শ করে, ভাবনা-চিন্তা করে এমনকি পরবর্তী মিশন কি হবে সে ব্যাপারেও স্থির হয় এই আমতলায়। এখানে এখন নিঃশব্দ সময়। কেবল বাতাসের ফিসফাস আওয়াজ, আর দু-একটা পাতা পড়ার শব্দ। পাতার ফাঁক-ফোকর দিয়ে সূর্যের কিরণগুলো নামছে নিচে, হলুদ-গোলাপী। একটা ডিঙ্গি নৌকা চলছে ধীরে। কোথায় যেন যাচ্ছে ওরা। ফজলুর ভাই জসিম বৈঠা টানছে। পানিতে সূর্যের ছায়া। বারবার ভেঙ্গেচুরে একাকার ঢেউয়ের আঘাতে। মামা-ভাগনে মুখোমুখি বসল। নিচে ঘাসের গালিচা। একটু দূরে দু-একটা ঘাসফুলের ডগা দুলছে, সাদা আর বেগুনিমাখা। মামা-ভাগনে আরো কাছাকাছি হয়। তারপর ফাহাদ গতরাতের ঘটে যাওয়া কাহিনীর 'ক' থেকে 'চন্দ্রবিন্দু' পর্যন্ত বর্ণনা করে। মঈন চোখ বন্ধ করে সব হজম করছিল। মাঝে মধ্যে মাথা ঝাকুনি ছাড়া মুখে কোন শব্দ ছিল না। একসময় ফাহাদ থামে, দাড়ি টানে বাক্যে। মঈন চোখ খুলে তারপর মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলে এ কি করে সম্ভব। স্বপ্নটপ্ন দেখিসনি তো। আরে ধ্যাৎ! স্বপ্ন হবে কেন? ফাহাদ রাগত স্বরে জবাবটা ছুঁড়ে মারে। একঝাক হাঁস প্যাক প্যাক করতে করতে পানিতে শরীরটা ভাসিয়ে দিল নৌকার মতো। তারপর তোলপাড় করে তুমুল দাপাদাপি। মঈন সে দৃশ্য দেখছিল আর ভাবছিল নিশিরাতের আগন্তুক ওরা কারা। সন্তর্পণে আগমন আবার সন্তর্পণে পলায়ন বিষয়টা চিন্তায় ফেলে তাকে। ফাহাদের ভাষ্য অনুজায়ি ব্যাপারটা তো এ রকমই দাঁড়ায়।

ফাহাদ মামার চেহারার দিকে তাকিয়ে আছে। সাচ্চু মামা বার কয়েক ঘুরপাক খেল আমতলার আশপাশে। তারপর কি ভেবে সোজা বৈঠকখানার বারান্দায় গিয়ে বসল। ফাহাদ লক্ষ্য করে ব্যাপারটি। একবার ভাবল গত রাতের বিষয়টি নিয়ে তার সাথে পরামর্শ করলে মন্দ হয় না। পর মুহূর্তে পিছিয়ে এল এ রকম চিন্তা থেকে। কারণ সে চায় না বিষয়টি তৃতীয় কানে প্রবেশ করুক। তাই মঈনের দিকে মনোযোগী হল। মঈন মাথা চুলকাচ্ছে আর খুক খুক করে কাশছে। এক ধরনের বদঅভ্যাস মঈনের এটি। কোন জটিল বিষয় সামনে এলেই সে এমন করে। ফাহাদের জানা আছে মামার এ অভ্যাসের কথা। তাই ঠোঁটে আঙ্গুল চেপে অপেক্ষা করছে। অপেক্ষার ক্ষণ নাকি অনেক লম্বা হয়। এখানেও প্রবাদটির সত্যতা নতুন করে

www.pathagar.com

প্রমাণিত হল। ফাহাদের নজর মঈনের ঠোঁটের দিকে। একসময় মঈনের ঠোঁট নড়ে উঠল, ব্যাপারটি নিয়ে মুগিসের সাথে বৈঠক করলে কেমন হয়; আরো কি জানি বলতে যাচ্ছিল মঈন, ফাহাদ থামিয়ে দিয়ে বলল, মামা আপনি যে কি! বলেছি না এ সবের মধ্যে মুগিসকে টানবেন না। আমার সন্দেহ রহস্যের যে জাল দিন দিন বড় হচ্ছে সেই জালের গোড়ার রশিটি মুগিসের আঙ্গুলে বাঁধা। সন্দেহ কেন বলি, আমার বিশ্বাস এটি। আমাদের ভোলা মিয়াও কিন্তু একই পথের পথিক, আমার ধারণা। মঈন এবার রেগে গিয়ে বলে তোর না সব ফালতু চিন্তা। মুগিস আমাদের বন্ধু আর ভোলা আমাদের পোশা কুকুর, কত প্রভুভক্ত আর তুই কিনা আবিষ্কার করছিস রহস্যের লাল-নীল খোয়াড়। নাহ! আমি তোর সাথে একমত হতে পারছি না। ফাহাদ মঈন মামার কথাগুলো হজম করে। হজম না করেই বা উপায় কি? মুগিস তাদের বন্ধু তফাত কেবল ফাহাদরা স্কুলছাত্র, মুগিস মাদ্রাসার। আর ভোলা তো সার্বক্ষণিক সঙ্গী। এখানে অন্য চিন্তার ফুরসত কোথায়। তাছাড়া তার হাতে তো তেমন কোন শক্ত প্রমাণও নেই যে যা দিয়ে মুগিস আর ভোলাকে কয়েদ করা যায়। মামার ধমকে ফাহাদ চুপ মেরে যায়। তারপর তামাম আমতলা ঘিরে একটি বড়সড় নীরবতা দাঁড়িয়ে থাকে একা। এমন সময় কোত্থেকে যেন একটা ঢাউস দাঁড়কাক কা কা করতে করতে আমগাছের মগডালটায় এসে বসে। ভেঙ্গে পড়ে নীরবতা খান খান। সচকিত হয় মামা-ভাগনে উভয়ে। ফাহাদ শুনেছে দাঁড়কাক নাকি অলুক্ষণে পাখি। ওরা সবসময় অমঙ্গলের বার্তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেড়ায়। এই দাঁড়কাকটিও কি তাহলে কোন অমঙ্গল খবর নিয়ে এসেছে? হতেও পারে। গত কদিন ধরে যা ঘটে চলেছে তাতে তো মঙ্গলের কিছুই দেখছে না সে। সব কিছুতেই আতঙ্ক আর আশংকার নাড়িভুঁড়ি। ভয় আর ভাবনার ধারাপাত। বিশাল কালো ডানা দুটি মেলে দিয়ে ঝাকুনি দিল কাকটি। ডানার আঘাতে কিছু আম পাতা ঝরে পড়ল নিচে, সাথে একটি পালকও উড়তে উড়তে এসে পড়ল ফাহাদের কোলে। পালকটি পরীক্ষা করে দেখল ফাহাদ, লম্বায় প্রায় দশ-বার ইঞ্চি হবে। পাকা লংকার মতো চোখ দুটি দিয়ে কি যেন খুঁজছে সে। বিরামহীন কা কা শব্দ ফাহাদের ভাবনা-চিন্তাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। মঈনের চোখে-মুখে বিরক্তির ভাব। মামা-ভাগনের ধমকা-ধমকি ইশারা-ইঙ্গিত কোন কিছুকেই কেয়ার করল না

www.pathagar.com

দাঁড়কাকটি। থেমে থেমে কা কা রব। গাছের ডাল-পাতা কাঁপছে দাঁড়কাকের শব্দে না ঝাকুনিতে তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কাকটি শুধু উড়াল দিয়ে এক ডাল থেকে অন্য ডালে গিয়ে বসল।

একটা জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনাটা প্রায় তুঙ্গে উঠেছিল, ঠিক এ সময় কি আপদ এসে জুটল মনে মনে ভাবে ফাহাদ। তাই আলোচনায় ফিনিসিং টাচ দিতে হল তড়িঘড়ি। শেষমেষ ঠিক হয় স্কুলে যাবার পথে মুগিসের জায়গির বাড়িতে যাবে ওরা। তার সাথে আলাপ-সালাপ করে মুগিসের ভাবগতিটা বোঝার চেষ্টা করবে। ভাগিনার মন রক্ষার্থে এই আয়োজন মেনে নেয় মঈন। আসলে মঈনের ভিতরেও একটা বড় রকমের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ঘুণপোকা কুটকুট করে কেটে খাচ্ছিল নীরবে। তাই ভাগিনার প্রস্তাবটা অসহায়ের মতো মনের জেবে তুলে নিল মঈন।

এখন আমতলায় ঘুমের নীরবতা। শব্দহীন বাতাস। ধীরে ভেসে যাচ্ছে কচুরীপানার দঙ্গল। আকাশে ঘুরপাকে ব্যস্ত গোটা তিনেক ঈগল, নজর পানিতে, মাছের তালাশে। মাঝে মধ্যে রুই-কাতলাও ছোঁ মেরে তুলে নেয় এসব ঈগলের দল। ফাহাদ এ রকম দৃশ্য দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে আছে। তাই তার মনে ভিন্ন চিন্তা লুকোচুরি খেলছে। দাঁড়কাকের কা কা শব্দও এখন থেমে গেছে। কাকটা চলে গেল নাকি? শব্দ যখন নেই তখন চলে যাওয়াটাই তো স্বাভাবিক। উপরে দৃষ্টি ফেলে ফাহাদ। নাহ! কাকটি বহালতবিয়তেই উপস্থিত। লাল চোখ দুটি থেকে তীরের ফলার মতো নজর মামা-ভাগনের দিকে নামছে। চোখ দুটি কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে তখনো আশপাশে। চোখের মণি ফুড়ে আগুন বেরিয়ে আসছে টর্চ লাইটের আলোর মতো। কি খোঁজে? কাকে খোঁজে এ কাকটি! আবার নতুন ভাবনা ঢুকে যায় ফাহাদের মগজে। ভাবনাটা বেশিদূর এগুতে পারে না। ভোলার আগমনে আটকে যায় সিঁড়ির প্রথম ধাপেই। ফাহাদের কোল ঘেঁষে শুয়ে পড়ে ভোলা। তারপর মাথাটা এলিয়ে দেয় জানুর ওপর। ফাহাদ আদর করে হাত বুলায় কুকুরটির মাথা শরীর এবং গলায়। আদর পেয়ে ভোলা লেজ নাড়ে। খুবই ভালবাসা কাতর কুকুর এটি। যদিও ইদানিং ভোলাকে সন্দেহের তালিকায় ফেলেছে ফাহাদ এরপরও স্নেহ-ভালবাসার ঝরনা ধারায় যেনো এতটুকু কমতি নেই। ভোলাও ভালবাসে ফাহাদকে নিজের মতো করে। একবার কচুরীফুল ছিঁড়তে গিয়ে ফাহাদ পানিতে ডুবতে

www.pathagar.com

বসেছিল, ভোলা ঝাপিয়ে পড়ে তাকে উদ্ধার করে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। ভোলা তখনই লাইমলাইটে চলে আসে। বাড়ির সবাই ভোলার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। চোর-চোটটা এ বাড়ির সীমানায় পা রাখতে পারে না ভোলার কারণে। ভোলার চাল চলনেও একটা রাজকীয় ভাব। সে যখন মাটি কাঁপিয়ে হাঁটে তখন তার পুচ্ছের পশমগুলো নিশানের মতো উড়তে থাকে। গায়ের রংটা একেবারেই কুচকুচে কালো। কোথাও আর কোন রঙের মিশেল নেই, কেবলমাত্র গলার মাঝখানটায় একটা ঘননীল তারকা চিহ্ন ছাড়া। তাও এই তারাটি আবিষ্কৃত হয়েছে সপ্তাহ দুয়েক আগে। গলায় হাত বুলাতে গিয়ে হঠাৎ লক্ষ্য করে এই তারাটি। এই তারা চিহ্ন নিয়ে ফাহাদের খুব ফখর। অন্য কুকুর থেকে তার কুকুর একেবারেই আলাদা, অন্যরকম। কিন্তু ইদানিং এই ফখরের ধার কমতে শুরু করেছে। একটা দুটা মরিচার ফোটা জেগে উঠছে ধাড়ের শরীর ঘিরে।

পানি সাঁতরে আসা বাতাস বইছে শিরশির আওয়াজ করে। কাঁঠালপাকা রোদ তারপরও বেশ ঠাণ্ডা এ জায়গাটায়। মঈন তাকিয়ে আছে ভোলার দিকে পলকহীন। হয়তো কিছু ভাবছে তাকে নিয়ে। কেবল বাতাসের শব্দ ছাড়া আর সব শব্দ থেমে আছে এখানে। ফাহাদও ভাবনায় মগ্ন। গতরাতের ঘটনাটা তাকে উতলা করে তুলছে। জড়িয়ে যাচ্ছে সব। ভোলাটাও হাত-পা এলিয়ে দিয়েছে ফুরফুরে বাতাস পেয়ে। এমন নৈঃশব্দ ভেদ করে ছুটে এল কাকের কা কা রব আবার। ফাহাদ আর মঈনের ভাবনা-চিন্তায় ধাক্কা লাগে। কাকটি ডাকছে তো ডাকছেই। মাঝে মধ্যে ডানা ঝাপটানির শব্দ। একটি কবিতার লাইন মনে এসে গেল তখন ফাহাদের, 'কাকের কর্কষ রব বিষ লাগে কানে।' কবির কি জুতসই বাক্য। ফাহাদের মনে হল কবি হয়তো এ রকম পরিস্থিতিতে পড়েই বাক্যটি লিখে ফেলেছিলেন আচমকা। কি স্বাভাবিক উচ্চারণ। কা কা থামছে না। বিরক্তির একশেষ। এদিকে কখন যে ফাহাদের সাচ্চু মামা বৈঠকখানার বারান্দা থেকে চলে গেছেন টেরই পায়নি ওরা। থাকলে হয়তো এত সময়ে এই কাক বিষয়ক জটিলতার একটা সমাধানে পৌছা যেত। মামা-ভাগনের সব কায়দা কৌশল ফেল মেরেছে, কাকটি তাড়ানো যায়নি। বাতাসের মতো সময়ও উড়ে উড়ে যাচ্ছে। মাথার তালুতে ঝুলে গেছে সূর্য। একটি ছাগল দূরে গাছতলায় শুয়ে হাঁপাছে। টুনটুনি না চড়ুই ফুড়ুত করে উড়ে

www.pathagar.com

গেল ঠিক বোঝা গেল না। এখন শুধু থেমে থেমে কাকের কর্কশ রব। কুকুরটি অর্থাৎ ভোলা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। পেটটি একবার উপরে উঠছে আবার নিচে নামছে। মাঝে মধ্যে লেজ নাড়ছে। কাকটি ডাকছে আকাশ ফাটা শব্দে। হঠাৎ ভোলা একটি অদ্ভুত আওয়াজ করল। হয়তো বিরক্ত হয়ে। এমন আওয়াজ কখনো শোনেনি ভোলার গলায়। তাই মামা-ভাগনে দু'জনেই আঁতকে উঠলো এমন এক অচেনা আওয়াজে। মনে হল ভোলার ধমকে কাজ হয়েছে। উপর থেকে আর কোন শব্দ নামছে না। থেমে গেছে ডানা ঝাপটানিও। ফাহাদ আর মঈন তো অবাক। দাঁড়কাকটি তার বিশাল দুটি পাখা মেলে উড়াল দিল আকাশে। মামা-ভাগনে দু'জন বোকার মতো কাকটির গতিবিধি দেখছে। পাখা দুটি মেলে দিয়ে শূন্যে ভাসল মিনিট কয়েক কাকটি। বিশেষ একটা ভংগি করে তিনবার চক্কর দিল বাড়িটি। তারপর ফাহাদের মাথা বরাবর উড়ে এসে পাখা দুটি টান টান করে জেট বিমানের মতো তড়িৎ গতিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। সবকিছু ঘটে গেল মুহূর্তে। তিনবার চক্করের ব্যাপারটি মঈন মনোযোগের সাথেই দেখল। আকাশে শুধু মেঘের ঘোরাঘুরি আর পানিতে রোদের ঝিকিমিকি। ওরা তিনজন তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। দাঁড়কাকটির গতিপথ লক্ষ্য করে।

কাকের ফেলে যাওয়া পালকটি পড়ে আছে। বাতাসে দুলছে। এক সময় বাতাসের ঝাপটায় উলটে গেল। ততক্ষণে ফাহাদরা নজর মাটিতে নামিয়ে এনেছে। পালকটি উলটে আছে। সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই রক্ত হিম হয়ে আসার দশা। পালকের ভিতরের অংশে একটি নীল তারা চিহ্ন জ্বলজ্বল করছে। ব্যাপারটি কেমন কেমন ঠেকছে ফাহাদের কাছে। ভোলার গলায় নীল তারা, মুগিসের টুপিতে নীল তারা, আবার কাকের পালকেও নীল তারা, সব যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। উলট-পালট করে দিচ্ছে বুদ্ধিশুদ্ধি। ফাহাদের দৃষ্টি মঈনের চোখের তারায় ফেলল। কথা হল চোখে চোখে। এই কৌশল, কারণ ভোলার উপস্থিতি। মঈনও দেখল তারাটি। তার মগজেও এখন ভাবনার ভূমিকম্প। ফাহাদ খুব সাবধানে পালকটি পকেটস্থ করলো, ভোলার চোখকে ফাঁকি দিয়ে। কুকুরটি দোস্ত, আবার দুশমনও।

www.pathagar.com

কাণ্ডগুলো ঘটে চলেছে গত কদিন থেকেই। আজ এ পাড়ায় তো কাল ও পাড়ায়। মাগরিব শেষ হতে না হতেই সব হুটহাট খিড়কি-দোয়ার বন্ধ করে লোকজন সেঁধিয়ে যাচ্ছে ঘরে। বলতে গেলে গ্রামসুদ্ধ মানুষ ঘরবন্দী। এমন অবস্থায় বৌ-ঝিদের হয়েছে মরণ। রান্নাবান্না নিয়ে বিরাট ঝুট-ঝামেলায় আটকা পড়েছে তারা। কেবল রাতেই নয় দিন দুপুরেও কম্পমান, পুরুষ-মহিলা, ছেলে-ছোকরা সব, ভয়ে আতঙ্কে। সুরুজটা ডুব দিলেই বাড়তে থাকে উৎপাত। সাপের নিঃশ্বাসের মতো একটা শীতল বাতাস বাড়ির উঠান, ঘাটলা আর ঘরের পিছনে ঘুর ঘুর শুরু করে। ব্যাপারটা বুঝা যায় একটু খেয়াল করলেই। বড়রা চিন্তার রশিতে ঝুলে আছে। মগজ উলট-পালট করেও সমাধানে পৌঁছা যাচ্ছে না। খতমে খাজেগান, খতমে শাফির চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে। নোয়াখালির পীর লতিফ সাহেবের নামও উঠেছে মিটিং-সভায়। তারপরও আতঙ্কের ছায়া এ পাড়া থেকে ও পাড়া লাফিয়ে লাফিয়ে দখলে নিচ্ছে।

সময় যেন থমকে আছে। দুপুরের পর থেকে একটা বড়সড় ভাবনার দীঘিতে ডুবসাঁতারে ক্লান্ত ফাহাদ আর মঈন। এক ঝামেলার লেজে পৌঁছার

www.pathagar.com

আগেই ভিন্ন ঝামেলা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে পড়ছে। কাক উড়াল দিল তো নৌকা এসে হাজির। এমনি সমস্যার খড়খড়ে জমিনে লাঙ্গল ঠেলতে ঠেলতে রাতটা কাবার করে মামা-ভাগনে। ভোর হতেই তৎপরতা বেড়ে যায় মঈন আর ফাহাদের। পেরেশানি উঠে আসে তুঙ্গে। ভিতর বাড়ি বাহির বাড়ি করে বার কয়েক। মুগিসের সাথে আলাপের সূচনাটা কিভাবে হবে, কে শুরু করবে এ ব্যাপারে একটা গাইড লাইনও ঠিক করে নেয় ওরা। খাতাপত্র বই পেন্সিল গোজগাছ করে। ঝিরঝির করে বইছে একটা অস্থিরতা ওদের দু'জনের চেহারায়। একবার এখানে থামছে আবার ওখানে থামছে। মাঝি, মাল্লা, নৌকা, দাঁড়কাক, নীলতারা এগুলো ফাহাদ আর মঈনের কপালের শিরাগুলোকে যেন কামড়ে ধরেছে। উচাটন তো হবারই কথা। নাস্তা-টাস্তার ব্যাপারেও আজ তারা উদাসীন। খাই খাই ভাবখানা সন্ধ্যায় ঢলে পড়া রক্তজবার মতো চুপসে আছে। অতি সাবধানে ফাহাদ আর মঈন তাদের প্ল্যান প্রোগ্রামটা ঠিকঠাক করে নেয়, বাড়ির লোকজনদের নজর আড়াল করে। ওরা চায় না আসামী পাকড়াও হবার আগেই বিষয়টা জানাজানি হোক। তাই কেউ জানল না ওদের মনের ইতিহাস-ভূগোল।

একটু আগেভাগেই বাড়ি থেকে বের হল। হাতে সময় দরকার। মুগিসের ওখানে কতটা সময় ব্যয় হয় কে জানে। আবার স্কুল। স্কুলে ঢুকলে তো অন্য জগৎ। মামা-ভাগনে দু'জনেই ঠোঁট কামড়ে কামড়ে পা ফেলছে। পেছন পেছন ভোলা। এটা তার প্রতিদিনের কাজের মধ্যে একটি। স্কুলের বারান্দায় গিয়ে বসে থাকবে ছুটি হবার আগ পর্যন্ত। ছুটির পর ফাহাদ আর মঈনের সাথে সাথে বাড়ি ফিরবে। এমনটাই হয়ে আসছে বরাবর। ফাহাদ তাকাল ভোলার দিকে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি নিয়ে। ভোলার চোখে রাজ্যের চিন্তা ঘর-বাড়ি তুলে বসে আছে। জড়িয়ে আসছে যেন ওর পাগুলো। চেহারা থেকে আনন্দের খুশবুটা উড়ে গেছে। লেজের পশমগুলো নিস্তেজ। ফাহাদের বুকের ভিতর একটা ধাক্কা লাগে। সে ধাক্কা বেদনার। যতই হোক ভালো তার প্রিয় কুকুর। ভোলা নিরানন্দ থাকলে ফাহাদের আনন্দের পাপড়ি মেলে কী করে? কষ্টরাও ফাহাদকে কুটকুট করে কাটে।

মুগিসের ঘরে তালা। মঈনের নজরেই প্রথম ব্যাপারটা ধরা পড়ে। তালা থাকতেই পারে, হয়তো ক্লাসে গেছে একটু সকাল সকাল, এমনটা

www.pathagar.com

ভাবে মঈন। ওরাও তো আগেভাগে এসেছে। ক্লাস শুরু হতে বেশ দেরি। মঈনের সরল মনে সরল ভাবনা। ভোলাসমস্যায় ডুবে ছিল ফাহাদ, মঈনের ডাকে হুঁশ এলো। সেও দেখল ঝুলন্ত তালা দরজায়। মুগিস কি উড়াল দিল দাঁড়কাকটির মতো? তাহলে ভোলা যে এখনো– এমনি নানান চিন্তা মোচড় দেয় মগজে। কারণ গতকাল থেকে একটা অস্বস্তি আর অস্থিরতার মধ্যে কাটছে ফাহাদের সময়গুলো। এখন আবার মুগিসের ডুব মারার ব্যাপারটা কেমন যেন ঝাপশা ঝাপশা লাগছে। কদিন থেকে ভোলার মন মেজাজও কি রকম কি রকম। এ সময় মুগিস কোথায় যেতে পারে, ক্লাসে। সময় আন্দাজ করল, পর মুহূর্তে সিদ্ধান্তে এলো নাহ্, এত সকাল সকাল ক্লাসে যাবার কথা নয়। তাহলে কোথায় গেল সে! বন্ধু-বান্ধবের সাথে আড্ডা-ফাড্ডা! ফাহাদ মঈন ছাড়া মুগিসের আর কারো সাথে বন্ধুত্বের খবরও তো তাদের জানা নেই। ফাহাদরাই মুগিসের জানি দোস্ত। কিন্তু গেল কদিনের কাহিনী মনে আসতেই ফাহাদের এখনকার সব চিন্তা-ভাবনা জড়িয়ে যায়। দাঁড়কাকের কা কা তার কানে এসে ধাক্কা দেয়। নৌকা ভিড়ার শব্দটাও একবার চক্কর দিয়ে যায়। ফাহাদ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। তালার দিকে নজর। মঈন বিরক্ত হয়, তোর না সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। তালা নিয়ে গবেষণার কি আছে, চল খুঁজে দেখি মুগিস কোথায়, বলে ঘুরে দাঁড়াতেই মতির মুখোমুখি হল মঈন। মতি ব্যাপারী বাড়িই ছিল। মুগিসের ঘরে আড্ডা ফাড্ডা দেয়। মতিই আগ বাড়িয়ে বলল, 'মুগিম সাব তো কসবা গেছে তার খালার বাড়ি।' ফাহাদ প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, কী কসবা? কসবা মুগিসের খালার বাড়ি কই কোনদিন্ন বলেনি তো? আরো কি কি বলতে যাচ্ছিল ফাহাদ, মঈন থামিয়ে দিল। মঈন ধীরে চলার পক্ষে। মতিকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল মুগিস ফিরবে চার-পাঁচ দিন পর। ফাহাদের চোখের আকাশে তখন চিন্তার পাখিরা উড়ছে।

মামা ভাগনের প্ল্যান-প্রোগ্রাম মুগিসের দরজায় এসে হোঁচট খায়। হোঁচটের ব্যথা সামলে নিয়ে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে দুজন। জোরে জোরে নিশ্বাস নেয়। একজন আর একজনের চোখে চোখ রাখে। তারপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে কিছু সময়। সূর্যটা আকাশের ধার বেয়ে অনেকটা উপরে উঠে গেছে। হাঁস-মুরগি বাড়ি-ঘরের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ছে। বাতাস নিমগাছের পাতাগুলোকে দোলা দিয়ে চলে যাচ্ছে দ্রুত।

www.pathagar.com

পানি থেকে উঠে আসছে টক মিষ্টি গন্ধ। কিন্তু ফাহাদ আর মঈনের অন্তরে যন্ত্রণার আগুন। হিমেল বাতাস সে যন্ত্রণা উপসমে তেমন কোন কাজে লাগছে না। অযথা সময় নষ্ট করতে নারাজ মঈন, তাই ফাহাদকে তাগিদ দেয়, স্মরণ করিয়ে দেয় স্কুল ক্লাস ইত্যাদি ইত্যাদি। তখনই ভোলার অনুপস্থিতিটা টের পায় ওরা। এই অনুপস্থিতি মামা-ভাগনে দুজনকেই ভাবনায় ফেলে। অন্য সময় তো আগেভাগে মুগিসের ঘরের বারান্দায় লাফিয়ে প্লড়ে। চেহারায় পুলকের প্রজাপতি উড়াউড়ি করে। কিন্তু আজ পাশাপাশি এসেও মাঝপথে হাওয়া, ব্যাপারখানা সুবিধার মনে হচ্ছে না ফাহাদের। তবে কি মুগিসের না থাকাটা ভোলার আগে থেকেই জানা! গতকালের দাঁড়কাকটি কি ভোলাকে আগাম কোন বার্তা পৌঁছে দিয়ে গেল? এমনি সাত-পাঁচ ভাবে ফাহাদ। ভাবতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে। মুগিস ছেলেটা এমনিতে খুব শান্তশিষ্ট, ভদ্র। কিন্তু ইদানিং তার আচার-আচরণে কথাবার্তায় একটা জট পাকানো ভাব। আনমনা আনমনা, আগের সেই আনন্দ-উৎসাহটা কোথায় যেন পালিয়ে গেছে। ভোলারও চুলায় যাবার জোগাড়। সারাদিন কেবল ঝিমায়। কি যেন ভাবে। মঈনকেও বাস্তবতা ভিন্ন অন্যকিছু ভাবতে দিচ্ছে না। ইতিমধ্যে ওরা স্কুলের বারান্দায় এসে পৌঁছে যায়। ছাত্র-ছাত্রী অনেকেই চলে এসেছে। দৌড়াদৌড়ি, চেঁচামেচি তামাম স্কুল জুড়ে। একটু পরেই শুরু হবে ক্লাস। মঈন আর ফাহাদের স্কুলে ঢুকতে মন চাইছে না। মুগিসের ঘরে তালা এই দৃশ্য মামা-ভাগনের মন-মেজাজ সব তিরিক্ষি অবস্থায়। ক্লাসে না গিয়ে বাড়ি ফেরার মতলব আটে ওরা। হেডস্যারের বেতের ছবিটা চোখে ভাসতেই মতলব টতলব সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় পর মুহূর্তে। এই দোলাচালের সময়টাতে ভোলার উদয়, গা ঘেঁষে দাঁড়ালো ফাহাদ-মঈনের। কোথায় গিয়েছিল কুকুরটি। এমন তো কোনদিন ঘটেনি, সাথে এসে মাঝপথে লাপাত্তা! ভালবাসা আর সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায় ভোলার দিকে মামা-ভাগনে দু'জনেই। এরই মধ্যে ঘণ্টার ঢুংঢাং শব্দ। স্কুল শুরুর ঘণ্টা।

গেল কদিন থেকে ভয়ের তুফান বইছে সমস্ত গ্রাম জুড়ে। জানালা কপাট বন্ধ রেখেও ভয় থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় থাকছে না। রাতে কেন, দিনেও ভয়েরা দলবেঁধে গ্রামের বাড়ি বাড়ি টুকটুক করে হাঁটে। কোন রকমে মাগরিবটা পার করে সব যবুথবু। তখন শুধু ভয়েদের রাজত্ব।

www.pathagar.com

এশার ওয়াক্তে মসজিদ ফাঁকা। পথঘাটও ফাঁকা, কেবল গ্রামের কুকুরগুলোর বিচিত্র শব্দে ঘেউ ঘেউ। কুকুর নাকি বিপদ দেখলে এমন করে। ওরা নাকি বিপদ-আপদের হাত-পা দেখে ফেলে অন্ধকারেও। গ্রামের এই বিপদে ওদেরও তো কর্তব্য দায়িত্ব আছে। কুকুরগুলো তাদের কর্তব্য দায়িত্ব পালন করছে ঘেউ ঘেউ করে। ব্যতিক্রম ভোলা, তার গলায় তেমন কোন শব্দ নেই, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নেই। বিষয়টি খেয়াল করে ফাহাদ আর মঈন। এদিকে মামা ভাগনের চলাফেরায় নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। স্কুলের অবস্থাও ভাংগা হাটের মতো। ছুটি ঘোষণার শলাপরামর্শ চলছে। আজ এ বাড়িতে তো কাল সে বাড়িতে কান্নাকাটি। ফাহাদের নানি বলেন, এসব পাপের ফসল। এ গ্রামের মানুষ পাপ বেশি করে ফেলেছে। তাই এই শাস্তির ব্যবস্থা। এগুলো নাকি জ্বিন-ভূতের আছর, কাণ্ড। ফাহাদ ভাবে হলে হতেও পারে, নানীই সঠিক বলছেন। অন্যায় করলে শাস্তি হবে এটাই নিয়ম। কিন্তু জ্বিন-ভূত বিচারক হবে এটি আবার কেমন রীতি। উহুঁ, এমনটা হতে পারে না। নানির মতের সাথে এখানেই বেমিল ঘটে ফাহাদের। গ্রামের এই বিপদে কিছু একটা তো করা দরকার। ওরা ছোট মানুষ কি আর করতে পারে। তবু চেষ্টা করতে দোষ কি এই ভেবে ফাহাদ আর মঈন আমতলায় গিয়ে বসে। আশপাশে সাচ্চু মামাকে দেখা গেল না, থাকলে ডাকতো ওরা। তার পরামর্শটা জরুরি ছিল, বিতিকিচ্ছি সময়টাতে। চিল ছোঁ মেরে একটা সাপ তুলে নিল পানি থেকে। সাপটি নিজকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে। চিলের পা দুটি জড়িয়ে ধরতে চাচ্ছে। কিন্তু বারবারই ব্যর্থ হচ্ছে। একঝাঁক হাঁস প্যাক প্যাক করতে করতে উপরে উঠে এল ভয়ে। সমস্ত গ্রাম জুড়ে আতঙ্কের কানামাছি খেলা। মঈন বলল, জ্বিন-ভূতের ব্যাপার আমরা কি করতে পারি! নাম শুনলেই তো কাঁপন দিয়ে জ্বর আসে। না বাবা আমি এসবে নেই। আগের গিঁট খুলতে গিয়ে যেভাবে নতুন রহস্য এসে ফিট হচ্ছে তাতেই তো সব মাথা মগজ আলুভর্তা। আবার জ্বিন-ভূতের সাথে যুদ্ধ? আমরা ছোট মানুষ এগুলো বড়দের কাজ মুরব্বিদের বিষয়। মঈন চারপাশটা দেখে নেয় ভাল করে। চাহনির ভাবভঙ্গিতে মনে হলো জ্বিন-ভূত বুঝি কাছে-কিণারে কোথাও লুকিয়ে আছে। চোখগুলো তার ঘোলা ঘোলা, ঠোঁট দুটি ফ্যাকাশে, মাথার চুল আউলা-ঝাউলা। আমগাছ থেকে একটা পাতা উড়ে এসে পড়ল

www.pathagar.com

মাটিতে। তেমন কোন শব্দ হলো না, কিন্তু তাতেই মঈন হকচকিয়ে উঠল। ফাহাদের বুঝতে বাকি থাকল না মামা তার জ্বিন-ভূতের নাম শুনেই ভয়ে কাতর। ফাহাদেরও ভয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাত হচ্ছে, কথাবার্তা হচ্ছে। একবার কোন্ বইয়ে পড়েছিল ভয়কে জয় করার মধ্যেই বীরত্ব। ফাহাদ বইয়ের সেই তত্ত্বটাকেই মাথায় রাখতে চায়, রাখছেও। মামা-ভাগনের শলা-পরামর্শের মাঝখানে ভোলাটা এসে ঢুকে পড়েছে কখন টেরই পায়নি ওরা। কেমন একটা নিস্তেজ ভাব ভোলার। অসুখ-বিসুখ করেনি তো? ফাহাদের মনটা খচ্‌খচ্ করে ওঠে। মাথা, পিঠে হাত বুলায় ফাহাদ। যদিও ফাহাদের সন্দেহের তালিকা থেকে ভোলার নাম এখনো কাটা পড়েনি। তবু-কুকুরটির প্রতি স্নেহ-মমতা ফাহাদের অন্তরকে নরম করে তোলে। মঈন ভাগনের কাণ্ড দেখে হাসে। কিরে তোর ভাবসাব তো কিছুই বুঝতে পারছি না। ধীরে মামা ধীরে, বুঝার সময়টা খুব কাছাকাছি চলে এসেছে, বলেই ফাহাদ মঈনের চোখে চোখ ফেলে। কথা হয় নীরবে।

আজকের সূর্যটা অন্য পাড়ায় চলে গেলেই এখানে নামবে চতুর্থ রাত। মনে মনে আওড়ায় ফাহাদ আর মুগিসের ঘরের বন্ধ তালার কথা স্মরণ করে। আসলে মুগিস গেল কোথায়! কসবা টসবা বিশ্বাস হয় না ফাহাদের। মঈনও ভাগনের মতের সাথে একমত। পরিস্থিতি এমন ভাবতে বাধ্য করেছে মঈনকে। ভোলাটা কোঁ কোঁ করে ওঠে, হয়তো ক্ষিধা-টিধা লাগতে পারে। ফাহাদ সেদিকে তাকায় একবার। ভোলা উঠে দাঁড়ায় তারপর ধীরে ধীরে বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢোকে। বাড়ির অন্দরে ঢুকার অর্থ হল ভোলার ক্ষিধে পেয়েছে। সে রকম আয়োজন থাকে সেখানে। ভোলার জানা আছে। সময়ের ব্যাপারেও কুকুরটি সচেতন। খাবার সময়ের বাইরে ভোলার আনাগোনা নেই অন্দরমহলে। ব্যতিক্রম শুধু রাত। মামা-ভাগনে দুজনেই ভোলার গতিপথে তাকিয়ে থাকে। মধ্যাপাড়ার রশিদ মিয়া কোথায় যেন যাচ্ছে। ভৈরব বাজার হয়তো হবে। তার সেখানে ব্যবসা আছে। ফাহাদের সাথে চোখাচোখি হতেই রশিদ মিয়া ঈদের চাঁদের মতো একখানা হাসি ঝুলিয়ে দিয়ে হাঁক দিল মামু কেমন আছ। ফাহাদ হাসির উত্তরে হাসি ফিরিয়ে দিয়ে বলল, ভাল। এরিমধ্যে নিমগাছটা পার হয়ে গেছে রশিদ মিয়া। হাঁটায় গতি আছে, বলতেই হবে। বাতাসে তার চুলগুলো উড়ছে। বাবরি চুল। তাদের বাড়ি থেকেই সূত্রপাত, ঘটনার। নায়েব আলীর বাপ

www.pathagar.com

মসজিদে গিয়েছিল নামায আদায় করতে, ফজরের নামায। এ সময় নামাযির অভাব। বড় জোর পাঁচ-সাত জন ইমামসহ। আবছা অন্ধকার। গা ছুঁয়ে যাচ্ছে হিমেল হাওয়া। দু-একটা পাখি আঁড়মোড়া ভেংগে কুটকাট আওয়াজ করে। মসজিদের পাশেই শান বাঁধানো ঘাট, পানি পর্যন্ত নেমে গেছে সিঁড়ি। নায়েব আলীর বাপ অযু শেষ করে ওপরে উঠছিল তখন তার নজরে আসে দৃশ্যটি। বিশাল এক অজগর মসজিদ থেকে বাইরে আসছে। নায়েব আলীর বাপ চিৎকার দিতে গিয়ে শব্দ আটকে গেল গলায়। তার পা কাঁপছে। ভয়ে শুকিয়ে আসছে ঠোঁট। আগে বাড়তে গিয়ে থমকে গেল। অজগরটি আস্তে আস্তে বিলের পাশ ঘিরে বেড়ে ওঠা জংগলটায় ঢুকল। তারপর অদৃশ্য। ইতিমধ্যে আরো দু-একজন উপস্থিত। নায়েব আলীর বাপ ভয়ে ভয়ে মসজিদে ঢোকে। তারপর নামায শেষে তার দেখাটা প্রকাশ করে, জানায়। কেউ বিশ্বাস করে কেউ হাসে। লাল মিয়া খুব দরদের সাথে বলল, নায়েব আলীর বাপ তোমার চোখটা ডাক্তারকে দেখানো দরকার। বয়স তো আর কম হল না। কিন্তু ইমাম সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, হাসি-তামাশার কিছু নয়। নায়েব আলীর বাপ ঠিকই দেখেছে। এটি অজগর নয় জ্বিন। জ্বিনরা মসজিদে আসে। নানান বেশে আসে। আমরা দেখি না বুঝি না। এই ঘটনাটা মাসখানেক আগের। সাচ্চু মিয়ার কাছ থেকেই বর্ণনাটা পাচার হয়েছে ফাহাদদের কাছে। এ ঘটনা এক কান হয়ে আর এক কানে গিয়ে ঢুকে দ্রুত। এরপর থেকেই সারা গ্রামে ভয়ের হাওয়া বইতে শুরু, কখনো হালকা কখনো প্রবল। রশিদ মিয়া ঐ মসজিদওয়ালা বাড়িরই লোক।

অজগরের নাম উঠতেই ভয়ে গা ছম ছম করে। শিরদাঁড়া শিরশির করে কাঁপতে থাকে, মামা-ভাগনে দু'জনেরই। একটু দূরে নামাযঘরটি দেখা যাচ্ছে। মঈন ভাবে এখানেও কি অজগর হানা দেবে? দিতেই পারে? মনে হলো ভয়টা আরো কাছে চলে এসেছে। ফাহাদ মঈনকে দেখছে। তার নিজের ভিতরও সমস্যার ঘূর্ণিঝড়। ভয়ের ব্যাপারটাও উড়িয়ে দিতে পারছে না ফাহাদ। নানী সেদিন গল্প করতে করতে বলেছিলেন, জ্বিনরা নাকি চেহারা বদলে ফেলতে পারে। কুকুর বিড়াল সাঁপ আরো কত কি হয়ে যায় মুহূর্তে। অনেক জ্বিন নাকি মানুষ রূপে এই পৃথিবীতে চলাচল করে। বসবাস করে। নানী আরো বলেছিলেন, জ্বিনরা নাকি মিষ্টি খেতে খুব পছন্দ

www.pathagar.com

করে। মিষ্টির দোকানগুলোর অর্ধেক মিষ্টি ওদের পেটে যায়। মিষ্টির কথা মনে আসতেই ফাহাদের জিবে পানি এসে যায়। কারণ মিষ্টি খুব পছন্দ ফাহাদেরও। জ্বিনদের সাথে ফাহাদের এখানটায় একটা মিল খুঁজে পায়। এই ভেবে মনে মনে হাসে ফাহাদ। কিন্তু চেহারা বদলানোর ব্যাপার সামনে আসতেই আঁতকে ওঠে। ভোলার ছবিটা সামনে এসে দাঁড়ায় বুক টানটান করে। আসলেও ভোলা মঈনের পা ঘেঁষে দাঁড়ানো। কখন এল ভোলা! কোনভাবেই হিসাব মিলছে না ফাহাদের। ভোলার চোখে কিসের যেন আঁকুপাঁকু। নানার ডাকে উঠে দাঁড়ায় ফাহাদ। সাথে মঈনও উঠে পড়ে। খাবার-দাবারের বিষয় হয়তো হবে। ফাহাদের নানার এক অভ্যাস যে কোন খাবার নাতির সাথে ভাগাভাগি করবে, সামান্য পুড়া আলু থেকে মাছ-গোশত পর্যন্ত। ফল-ফলারির তো কথাই নেই। ফাহাদও ব্যাপারটা উপভোগ করে।

আঙ্গুলের কড়া গুণছে ফাহাদ। এক দুই তিন চার, পাঁচ নম্বর কড়াতে এসে থামে, তারপর মঈনকে উদ্দেশ্য করে বলে মামা আজ পাঁচ দিনে পড়ল মুগিসের দেখা নেই, এক রকম লাপাত্তা। চিন্তার বিষয়। চিন্তা-টিন্তার কি আছে, ফিরে আসছে হয়তো। মাদ্রাসা খোলা না? মঈন তীরের মতোই শব্দগুলো ভাগিনার দিকে ছুঁড়ে দেয়। ফাহাদ মামার কথা শুনে হাসে। মঈন বিরক্ত হয়ে বলে হাসির কি আছে? ফাহাদ চুপচাপ, দুজন পাশাপাশি হাঁটছে বাগানের ধার ঘেঁষে। হাঁটতে হাঁটতে নামায ঘরের পিছনের ফাঁকা উঠানটার শেষ প্রান্তে গিয়ে থামে। অনেকদিনের পুরানো একটি দেয়াল। বাড়ির দক্ষিণ দিককার মাটি আটকে রেখেছে। এ দেয়াল বর্ষায় পানির চাপ থেকে রক্ষা করে বাড়ি মাটি গাছ বৃক্ষ। ছোট ছোট ঢেউ আছড়ে পড়ছে সে দেয়ালে এসে। কবিতার ছন্দের মতো ঢেউয়ের আওয়াজ কানে এসে বাজছে। দু-একটি ডিঙ্গিনৌকা যাচ্ছে এদিক-সেদিক। ঝিরঝির বাতাস শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে বইছে। আজ আর আমতলা নয় এখানেই আজকের পরামর্শ সভার স্থান বাছাই করল মঈন আর ফাহাদ। বেশ প্রশস্ত দেয়াল। এ দেয়ালের ওপরই বসে পড়ল দু'জন। নাস্তা পর্বটা শেষ করে এসেছে। অন্ততপক্ষে নানীর ডাকাডাকি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে, কিছু সময়ের জন্য। দু'জনেই তাকিয়ে সামনে। পানিতে ঝিকমিক করছে সূর্য। দূরে দেখা যাচ্ছে অমরনাথপুর, নবীপুর আর জগমোহনপুর। পানিতে ভাসছে

www.pathagar.com

যেন একেকটি বিরাট নৌকা। বর্ষার এই দৃশ্য খুব চমৎকার লাগে ফাহাদের কাছে। কবি হয়ে ওঠে মন। কবিরা কেমন! পাঠ্যবইয়ে কত কবিতা পড়েছে ফাহাদ। কবিদের দেখতে ইচ্ছে করে ফাহাদের। কোথায় গেলে তাদের দেখা মিলবে? ফাহাদের মাথায় অন্য চিন্তা ঢুকে পড়ে। 'বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর/ আউশের ক্ষেত জলে ভর ভর/ কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার ঘনায়েছে দেখ চাহিরে/ ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে', মনে মনে আউড়ায় কবিতাটি, ফাহাদ। কি সুন্দর কবিতা, কবি কি এমন বর্ষাকালে কবিতাটি লিখেছিলেন? কবির নাম কি! অনেক ভাবনা-চিন্তা করেও কবির নাম মনে করতে পারল না ফাহাদ। কবিতার লাইন কটি আবার আবৃত্তি করে মামার সাহায্য চাইল কবির নামের ব্যাপারে। মঈন মাথা চুলকাল কিছু সময়, তারপর বলল, বোধহয় রবি ঠাকুর। বোধহয় টোধহয় বলছেন কেন আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই এই কবিতার লেখক। কবির নামটি আবিষ্কার করতে পেরে ফাহাদ খুব আনন্দ অনুভব করে, পুলক অনুভব করে। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে কবি বুঝি ফাহাদের পাশে এসে বসল, কবিতা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবে তার সাথে। পরিবেশটায় খুশির উড়না ঝুলছে। আকাশ আর পানিতে একাকার। এই পরিবেশে মুগিসের কথা ভুলতেই বসেছিল ফাহাদ। গ্রামের থমথমে অবস্থাটাও চাপা পড়ে যাচ্ছিল কবি আর কবিতার তলায়। ভোলার উপস্থিতি আতঙ্কের কাহিনীগুলো তুলে আনল কবি তার কবিতার জেব থেকে আবার। ফাহাদের মনটা খারাপ হয়ে যায়। কবিতার সোনালী সরষে ফুলগুলো নেতিয়ে পড়ে হঠাৎ। ছন্দের ঝলমলে জোনাকিরা উধাও হয়ে যায় আচমকা।

মঈন এত সময় একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। ভোলার আগমনে নড়েচড়ে বসে, ফাহাদের চোখে চোখ রাখে। ভোলা ওদের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে থাকে। লেজের পশমগুলো উড়ছে কাশফুলের মতো। ফাহাদ দেখে মনোযোগের সাথে কুকুরটিকে। কারণ গতকালও ভোলা ছিল নিস্তেজ বিমর্ষ। কিন্তু এখন ঠিক তার উলটো। চোখের মণিতে রঙিন ঘুড়ি। শরীরের লোমগুলো চিকচিক করছে। চেহারায় খুশির গন্ধরাজ। আজকের ভোলাকে অন্যরকম অন্যরকম লাগছে। ভোলা বিষয়ক জটিলতার জট আটকেই থাকছে। তাই সমাধানে পৌঁছতে পারছে না ওরা। কুকুরটির ব্যাপারে ফাহাদের এক চোখে সন্দেহ আর অন্য চোখে ভালবাসার শাপলা ফোটা

www.pathagar.com

দীঘি। ফাহাদ মনে মনে ভাবে সে দিন তো নানী বলেছিলেন, জ্বিনরা সুরত পালটাতে পারে। সাপ কুকুর হয়ে যায় মুহূর্তে। তবে কি ভোলাটা জ্বিনদের কেউ। এমন সন্দেহ মনে আসতেই সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে ভয়ে, আতঙ্কে। মঈনও তা খেয়াল করে। সন্দেহের কারণ তো বেশুমার। নিশিরাতে নৌকা ভিড়ল, লোকজন সারাবাড়ি চক্কর দিল, ভোলা চুপ মেরে থাকল, বরং সঙ্গ দিল। তেমনটাই তো মনে হয়েছিল সে রাতে। দাঁড় কাকের সাথে ভোলার সম্পর্কের ব্যাপারটিও থাকল রহস্যে ঘেরা। তাছাড়া মুগিস আর মুগিসের আব্বা যেদিন এসেছিল বাদলা দিনে, এক অবাক নৌকায় সে দিনও ভোলার আচরণ ছিল অদ্ভুত ধরনের। এছাড়া গেল কদিন থেকে তো ভোলা আর ভোলাতে নেই। সে এক অন্য ভোলা। ফাহাদের চিন্তাগুলো দৌড়-ঝাঁপ করে মগজে। পরে ক্লান্ত হয়ে পথ হারায় মগজের কোষগুলোতে। মঈন জিজ্ঞেস করে তোর হলো কী, এতসময় ধরে ঠোঁটে একেবারে তালামেরে বসে আছিস যে। ফাহাদ শুধু 'হুঁ' শব্দটি উচ্চারণ করে আবার ঠাণ্ডা মেরে যায়। ঠাণ্ডা মারার কথা বললে ভুল হবে, আসলে চিন্তায় ডুব দেয় আবার। জ্বিনটিন যাই হোক ভোলা প্রিয় কুকুর আদরের কুকুর ব্যাছ, এর বেশি আর কিছু ভাবতে চায় না ফাহাদ। মনে সাহস জমা করার চেষ্টা করে। ভোলা হয়তো বুঝতে পেরেছে ফাহাদের বুকের ভিতরের অবস্থাটা। তাই আস্তে আস্তে কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়। ঠিক এ সময় একটা শোরগোল কানে এসে ধাক্কা মারে। ধীরে ধীরে আওয়াজটা বড় হয়। মঈন আর ফাহাদ নড়েচড়ে বসে। সচকিত হয়। দৃষ্টি ফিরাতেই বুঝা গেল শোরগোলটা বড় আলগাবাড়ি থেকেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাচ্ছে। মূল গ্রাম থেকে আলাদা, একটি ছোট্ট দ্বীপের মতো, সাতটি পরিবারের বসতি সেখানে। নাম তাই আলাগাবাড়ি। ফাহাদের নানাবাড়ি থেকে শ দেড়েক গজ দূরে বাড়িগুলো। বর্ষায় বাড়িগুলোর চারদিকেই পানির কলধ্বনি। নানানরকম গাছ ছোট দ্বীপটিকে ঘিরে রেখেছে। বৃক্ষ পাখি আর পানিতে মাছ এই নিয়ে আলগাবাড়ির পরিবারগুলোর দিনযাপন। শোরগোলটা বড় হয়ে হৈ চৈয়ে রূপ নেয়। প্রথমে মনে হয়েছিল ঝগড়া-ফ্যাসাদ, চুরি-ডাকাতির বিষয়টিও উড়িয়ে দেয়নি ফাহাদ-মঈন। ইতিমধ্যে ঘাটলায় এসে জড়ো হয়েছে অনেকে। নানা দেরকেও দেখা গেল। পাশের ব্যাপারী বাড়িরও উৎসুক দু-একজন উপস্থিত। সবাই আন্দাজ করতে চাইছে

www.pathagar.com

ব্যাপারটা কি। এদিকে ফাহাদ-মঈনকে পরামর্শ সভার ইতি টানতে হয় পরিস্থিতির কারণে। জ্বিনটিন সব চাপা পড়ে যায় হৈ-চৈয়ের তলায়। তাদের ডানে বায়ে অনেক মানুষ। সবার নজর বড় আলগা বাড়ির দিকে। কিন্তু ভোলা বসে আছে নির্বিকার, দৃষ্টি দূরে পানি ছুঁয়ে যাচ্ছে। অবাক হলো ফাহাদ। অন্যসময় মানুষের ভিড় দেখলেই ভোলা রাগ করে, এখন কি শান্ত , চুপচাপ। ফাহাদকে নতুন ভাবনায় ফেলে ভোলার এই মুহূর্তের গতিবিধি। সমস্ত আকাশ গোমড়া মুখে বসে আছে। গতরাতে একঝাঁক বৃষ্টি নেমেছিল। তাই মাটি কিছুটা তুলতুলে। সূর্যের চোখে পানি। কিরণগুলো বিবর্ণ, রঙহীন। কেবল তেজি ঘোড়ার মতো বাতাসের আনাগোনা। ভোলার পশমগুলো আন্দোলিত হচ্ছে। ঘাড় কাত করে ভোলা তাকায়। তখনই ফাহাদের নজরে আসে ভোলার চোখে এক অচেনা ছায়া। আঁতকে ওঠে ফাহাদ।

আহাম্মদ আর জলিল ব্যস্ত ছিল গোয়াল ঘরে। ওরা দু'জনই বড় আলগা বাড়ির বাসিন্দা। ফাহাদের নানাবাড়িতে কামলা খাটে। হৈ-চৈ শুনে ওরাও দৌড়ে আসে। বুঝার চেষ্টা করে ব্যাপারখানা। কিন্তু ঠিকঠাক মতো মগজে ঢুকার আগেই ফাহাদের নানা ধমকে উঠে বলেন, তোরা কি দেখছিস। তাড়াতাড়ি বাড়ি যা, দেখ গিয়ে ব্যাপার কি! ওরা লাফিয়ে গিয়ে নৌকায় ওঠে। এ সময় দু-চারখানা নৌকা সবসময়ই মজুদ থাকে ঘাটে। আহমদ আর জলিলের বুকে একটা অজানা উৎকণ্ঠা উঠানামা করছে। সাচ্চু মিয়া আর রইচ সাথী হয় ওদের। ফাহাদ হাতছাড়া করতে চায় না এ সুযোগ। মামা-ভাগনে দু'জন টুপ করে নৌকায় বসে পড়ে কেউ বুঝার আগেই। নৌকা ছাড়তেই কয়েকটি ছোট মাছ লাফিয়ে ওঠে গলুয়ের দিকে! একঝাঁক হাঁস ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে পালাতে থাকে ভয়ে। সাঁপ টাপ হয়তো তাড়া করেছে ওদের। নৌকা চলছে তরতর করে। এমন সময় ফাহাদের নানার গলা, এই ফাহাদ। আর একটু আগে হলে আটকা পড়তো ফাহাদরা। ততোক্ষণে নৌকাটি পথের মাঝ বরাবর পৌঁছে গেছে।

www.pathagar.com

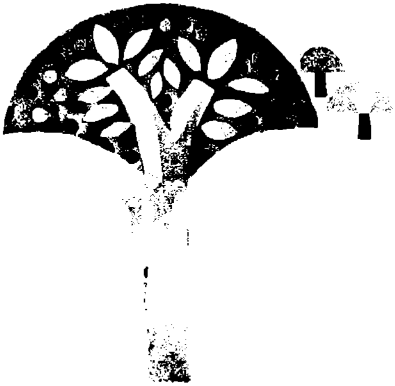

মিনিট দু-একের ভিতর মাটি ছুঁয়ে ফেলল ফাহাদদের নৌকা। বৌ ঝি ছেলে ছোকরারা বাড়ির দক্ষিণ প্রান্তে একটি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে হৈ-হুল্লোড় করছে। সবার নজর উপরের দিকে। ফাহাদরা পৌঁছতেই সরে দাঁড়াল মহিলারা, ছোটরা লাফাচ্ছে খুশিতে আনন্দে। বাড়ির সব পুরুষ কাজে-কামে চলে গেছে। ব্যতিক্রম শুধু পংখো। পাশের মোল্লার বাড়ির ছেলে। তার থাকা না থাকা এক বরাবর। পংখো হাবাগোবা। তাই পুরুষ হিসেবে তাকে গোনায় ফেলা আহাম্মকি। এ সময় মহিলারাই ভরসা। বড়সড় একটি জামগাছ। পাকা জামের ভারে রুকুতে যাওয়া নামাঘির মতো নুয়ে আছে জাম ভরতি একটি ডাল। ছুঁই ছুঁই করছে পানি। পানিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে জাম। টুপটাপ করে ঝরে পড়া পাকা জাম। সে জাম ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে মাছেরা। রঙিন জামগুলো দুলছে ঢেউয়ের দোলনায়। পড়ছে পাকা বেগুনি জাম। পড়েই ডুব দিচ্ছে পানিতে আবার জেগে উঠছে উপরে। ফাহাদের কাছে মনে হল কেউ হয়তো একটি বেগুনি চাদর বিছিয়ে রেখেছে। আর সে চাদর দোল খাচ্ছে পানিতে। এ দৃশ্য ফাহাদকে

www.pathagar.com

আবেশিত করে, আচ্ছন্ন করে। একটা দমকা হাওয়া ধাক্কা দিল শরীরে। বৃষ্টি ভেজা হাওয়া। মেঘ জমে আছে আকাশে। গত রাতে ঝরেছে খানিক। ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দ থামছে না। ওরা লাফাচ্ছে, আঙ্গুল উঁচিয়ে বলছে, ঐ তো ঐ তো ফাহাদরা ধারণা করেছিল কোন চোরচোটটা পালাতে গিয়ে গাছে উঠে বসে আছে। নামতে ভয় পাচ্ছে। কিন্তু আসল দৃশ্য অন্যরকম। ওরা সবাই দেখল জামগাছের ওপরের ডালটায় বসে আছে ছোট্ট দুটি মেয়ে। মজা করে খাচ্ছে পাকা জাম। আর কি জানি বলছে দু'জনে, মাঝে মধ্যে হাসছে খিলখিল। কি অবাক কাণ্ড। একডাল থেকে চলে যাচ্ছে অন্য ডালে। এই বুঝি পড়ে যাবে নিচে। ভয়ে সবার পা কাঁপছে ঠকঠক। মঈন তো এক প্রকার কেঁদেই ফেলল। ফাহাদের কাছে মনে হল ওরা যেন উড়াল দিয়ে যাচ্ছে। প্রজাপতি যেভাবে ফুল থেকে ফুলে উড়ে উড়ে যায়। গাছের তলায় এত লোকজন এত হৈ-চৈ। ডালে বসা মেয়ে দুটি এসবকে একেবারে পাত্তাই দিচ্ছে না। মনের সুখে ওরা ঘুরছে ডাল থেকে ডালে। জামের রসের পুকুরে যেন ওরা ডুবে গেছে। একটি ডালে গিয়ে স্থির হল মেয়ে দুটি, গাল ভরতি জাম। ফাহাদ খেয়াল করল ওদের দু'জনের ঠোঁট জামের রসে রঙিন হয়ে গেছে। তখনি কবিতার দুটি লাইন দৌড়ে এসে ফাহাদের মাথার ভিতর ঢুকে পড়ল। ফাহাদের জগতটা আলাদা হয়ে গেল। সেখানে কেবল কাব্য করার নাব্য নদী। সে তাকিয়ে আছে মেয়ে দুটির ঠোঁটের দিকে। আর ভিতরে বাজছে জসীম উদদীনের কবিতার লাইন– ঝড়ের দিনে মামার দেশে আম কুড়াতে সুখ/ পাকা জামের মধুর রসে রঙিন করি মুখ।' ফাহাদের আফসোস তার মামাদের বাড়িতে জাম গাছ নেই। তাই এই লাইনগুলো পড়তে গেলে বুকের ভিতরটা হু হু করে ওঠে। মেয়ে দুটি তাহলে কি তার মামার দেশে এসেছে?

ফাহাদের সাচ্চু মামা মেয়ে দুটিকে ডেকে বলল, এই মেয়েরা তোমরা একটুও নড়বে না, চুপ করে বসে থাকো, তা না হলে পড়ে যাবে। আমরা আসছি তোমাদের নামিয়ে নেব। আমাদের কাছে অনেক জাম আছে। কার কথা কে শোনে। সাচ্চু মামার সাবধান বাণী ওরা থোড়াই কেয়ার করল। এ ডাল ও ডাল করে গিয়ে বসল একেবারে মগডালটায়। সেখানেও অনেক পাকা জাম। মঈন তাকিয়ে আছে অপলক ওদের দিকে। আর ভাবছে ওরা

www.pathagar.com

কারা, কোত্থেকে এলো। এত ছোট মেয়ে বয়স আর কত হবে, বড় জোর তিন চার? এই বয়সে এতবড় গাছে চড়ল কি করে? ভাবতে ভাবতে ফাহাদের চোখে চোখ রাখে মঈন। ফাহাদের চিন্তাও এমনি আঁকাবাঁকা পথে হাঁটছে। এত ছোট্ট মেয়ে কি করে ওখানটায় গেল? জাম খাবে তো বড়দের কাছে চাইলেই পারত। না তারা গাছে উঠবে। এখন মজা বোঝ! সেখান থেকে পড়ে গেলে তো হাত-পা সব টুকরা টুকরা। মরণও হতে পারে নির্ঘাত, পানিতে ডুবে। এমন কথা মগজে আসতেই কেঁপে ওঠে সমস্ত শরীর। পানি এসে যায় চোখে, ফাহাদের। গাছতলায় জড়ো হওয়া ছেলেমেয়েরা হৈ-হুল্লোড় করছে। দু-একটা ধমক দিল আহমদ মিয়া। এই ধমক বাতাসেই মিলিয়ে গেলো। কাজে আসল না। হঠাৎ একটি ছোট্ট মেয়ে চেঁচিয়ে উঠে বলল, ঐ তো ঐ তো পরীর বাচ্চা। পরীর বাচ্চা শব্দটি কানে আসতেই ফাহাদের মগজের চিন্তাগুলো আচমকা দাঁড়িয়ে গেল। ব্রেক কসা জিপের মতো। ফাহাদ খালাদের কাছে গল্প শুনেছে পরীদের নাকি ডানা থাকে, রাজহাঁসের ডানার মতো। ডানাওয়ালা পরীর ছবিও দেখেছে সে। এই ডানা দিয়ে নাকি এক দেশ থেকে আরেক দেশে উড়ে বেড়ায় পরীরা। ঐ বাচ্চা দুটোর ডানা কই? পরীর বাচ্চার ডানা থাকবে না এ আবার কেমন বাচ্চা। ফাহাদের চিন্তায় জট পাকিয়ে যাচ্ছে। তবে বাচ্চা দুটিকে যা সুন্দর লাগছে না পরীর বাচ্চার মতোই মনে হয়। ফাহাদ মঈনের দিকে তাকায়। মঈনের নজর তখন শিশু দুটির দিকে। তার মনে হচ্ছে ওরা দুটি যেন কলের পুতুল। ওখানটায় বসিয়ে রেখে এসেছে হয়তো কেউ। মাথা ভর্তি চুল। বয়সের তুলনায় বেশ বড়। বাতাসে উড়ছে চুল! উড়ে এসে ঢেকে দিচ্ছে ওদের নাক-মুখ-চোখ। আর ছোট্ট হাতে বারবার ঠেলে দিচ্ছে এদিক সেদিক চুলের গোছাগুলো। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে মঈনের। ফকফকে সাদা ফ্রক, নীল রঙের কলার, সাদা হাফপ্যান্ট আর সাদা জুতার সাথে নীল মোজা। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে শিশু দুটিকে। নীল না থাকলে বুঝাই যেত না কোনটা শরীর আর কোনটা জামা। মঈন দেখছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। হঠাৎ কেঁপে ওঠে তার শরীর। চোখ দুটি হয়ে ওঠে বড় গোলআলু। ফাহাদ খেয়াল করল ব্যাপারটা। মামা আঁতকে উঠল কেন? জানতে হবে।

www.pathagar.com

এদিকে হৈ-চৈ অনেকটা থিতিয়ে এসেছে। বাচ্চা দুটিকে গাছ থেকে নামিয়ে আনার আয়োজন চলছে। জলিল একটা সিঁড়ির ব্যবস্থা করল কোথেকে যেন। এরি মধ্যে বাচ্চা দুটি ডাল বদল করল। নিচ থেকে ওপরে উঠল। জাম চিবাচ্ছে আর ঠেংগুলো দোলাচ্ছে আয়েশ করে। টুপটাপ ঝরছে জাম পানিতে। কখন যে দুটি টিয়া পাকা জাম ঠুকরে ঠুকরে লাল হলুদ ঠোঁটগুলোকে একেবারে বেগুনি করে ফেলেছে তা কেউ খেয়ালই করেনি এত সময়। মেয়ে দুটি ওপরের ডালে গিয়ে বসতেই উড়াল দিল জোড়া বেধে। তখনই নজরে ধরা দিল টিয়াপাখি। সিঁড়িটি জামগাছে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো হল। সবাই সতর্ক সাবধান। বড়দের সাথে ছোটরাও ব্যস্ত। সুযোগটা কাজে লাগাল ফাহাদ। মামার কাছে জানতে চাইল ফিসফিস করে ব্যাপার কি? কেঁপে উঠলেন যে! মঈন কিছু সময় তাকিয়ে থাকল ভাগিনার মুখের দিকে। অনেকটা অসহায়ের মতো। তারপর ধীরে ধীরে বলল, উপরে দেখ, বাচ্চা দুটির জামাতেও নীল তারা। বড় একটি নিঃশ্বাস নিয়ে ঢোক গিলল মঈন। নীল তারা শব্দটি কানে বাজতেই ফাহাদের মগজে জেট বিমান উড়াল দিল। তার পা দুটিও কাঁপছে। ভয়ে না উত্তেজনায় বুঝা গেল না। ফাহাদ উপরে তাকতেই মেয়ে দুটির জামা থেকে তীরের মতো এসে নীল তারা চোখের মণিতে গেঁথে গেল। একটা ভিন্ন রকম আলো ঝলসে উঠল। মনে হল এ আলোতে জামগাছের পাতা সব পুড়ে যাচ্ছে। ফাহাদ চোখ নামিয়ে আনে। চোখ দুটি ঘষে নেয় সাবধানে। ভোলার কথা মনে আসে। মুগিসের কথা মনে আসে। দাঁড়কাকটিও কি মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল? মামা-ভাগনে দুজনেই এখন অন্য জগতে।

ঘুম ঘুম চোখে দাঁড়িয়ে আছে সূর্য। আকাশের অর্ধেকটা জুড়ে মেঘের দাপাদাপি। গত রাতে কতক ঝরেছে ঝরঝর। তাই জামগাছটা ভেজা ভেজা। কিছুটা পিচ্ছিলও। সিঁড়িটা ঠিকমত থাকছে না। হেলে পড়ছে ডানে-বায়ে। হৈ-হুল্লোড় থেমে গেছে। বাড়িশুদ্ধ মানুষের অপেক্ষা, কখন বাচ্চা দুটিকে নামিয়ে আনবে আর আদর করবে। কোথায় তাদের বাড়ি-ঘর, সাথে আব্বা-আম্মার খবরটাও জানা যাবে। এখন শুধু অপেক্ষার পালা। রইচ, আহমদ আর সাচ্চু মিয়া সিঁড়িটাকে চেপে ধরল গাছের সাথে,

www.pathagar.com

শক্ত করে। খুব সাবধানে জাম গাছের প্রথম ধাপটায় উঠে গেল জলিল। জলিলের এই বিজয়ের অপেক্ষায় থাকা নিচের ছেলেমেয়েরা আনন্দে হৈ হৈ করে উঠল। বড়রাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। জলিল রীতিমত হাফাচ্ছে। মাথার ওপর ঝুলে আছে একটি ডাল। সে ডালটি ধরেই আগে বাড়ার চেষ্টা করল। শরীর তার এদিক সেদিক কাত হল দু-একবার। মাথা মুখ ছুঁই ছুঁই করছে পাকাজামের থোকা। একটা টক মিষ্টি গন্ধ জলিলকে ঘিরে ধরেছে। বাড়ির বৌ-ঝিরা দোয়া-দরুদ পড়ছে নিচে দাঁড়িয়েই। ঠিক তখনই একটা আতঙ্কের বাতাস জলিলের বুকটা এফোড় ওফোড় করে বেরিয়ে গেল। চিৎকার দিয়ে উঠল জলিল, আহমদ ভাই ওদেরকে তো দেখছি না। দেখছি না বলছিস কি। হতচকিত অবস্থা তার। জলিলের গলায় হতাশার সুর। ভয়ও পাচ্ছে একটু আধটু। সমস্ত গাছটাতেই নজর ঘোরাল, দেখা গেল না। যে ডালটায় বসে বাচ্চা দুটি ঠ্যাং দোলাচ্ছিল সে ডালের কাছাকাছি গিয়েও দেখল সব ফাঁকা। একটু আগে এখানে বসে কেউ জাম খেয়েছে এসবের কোন চিহ্ন মাত্র বুঝা গেল না। জলিলের বুকে একটু একটু ভয় জমা হচ্ছে। গাছ থেকে যেন নামতে পারলেই বাঁচে। জলিলের বয়সই বা আর কত হবে। ফাহাদের সাচ্চু মামার সমবয়সি। খেলাধুলা ওরা এক সাথেই করে। এরি মধ্যে নিচের কয়েক ডজন চোখ জামাগছাটাকে ঘিরে ধরল। খুঁজল আতিপাতি, পাতার ফাঁক-ফোকরে, তালাশ করল ডালে ডালে। নাহ! কোথাও ওরা নেই। জলজ্যান্ত দুটি বাচ্চা এত চোখকে ফাকি দিয়ে ফুড়ুত। এক আজগুবি কাণ্ড আর কি। রইচ বলল, পানিতে পড়ে যায়নি তো! কিন্তু পানিতে পড়লেও তো আওয়াজ হতো। তেমন কোন আওয়াজ কারো কানে আসেনি, পড়তেও দেখেনি। তাহলে? তাছাড়া এতগুলো চোখ ভুল দেখবে এমনটাও তো ভাবা যাচ্ছে না। একটা জটিল বাঁকে ঘুরতে থাকল পরিবেশটা। ছোটরা বেদনার তালপুকুরে হাবুডুবু খাচ্ছে। এ বেদনা বাচ্চা দুটিকে না পাওয়ার বেদনা। আর বড়দের গলায় শব্দ আটকে গেছে। ভয় আর আতঙ্ক ঘুরাফেরা করছে চারপাশটায়। জলিল নেমে এল। সেও অনেকটা হতভম্ব। মহিলারা চুপচাপ ভয় না কৌতূহলে বুঝা গেল না। ফাহাদ আর মঈন নির্বাক। কোন কিছুতেই যোগ দিচ্ছে না ওরা। শুধু চিন্তার বলিরেখা চোখের মণিগুলোতে ফুলে ফুলে উঠছে।

www.pathagar.com

ফাহাদের নানাদের হাকডাক ধেয়ে আসছে। আরো লোকজন জড়ো হয়েছে সরকার বাড়ির বৈঠকখানায়, উঠানে, ঘাটলায়। এরি মধ্যে মিনিট তিরিশের মতো সময় পার হয়ে গেছে। ওরা প্রস্তুতি নিল ফিরার। আহমদ মিয়া রয়ে গেল বাড়িতে। চোখ উলটে যাবার মতো ঘটনার ধাক্কায় মহিলা শিশু ভয়ে কাতরাচ্ছে। সবাই সাব্যস্ত করল এই মুহূর্তে একজন পুরুষ মানুষ এখানে জরুরি। তাছাড়া এমনিতে আহমদ সাহসী মানুষ। তাই আহমদই রয়ে গেল। অন্য পাঁচজন নৌকায় এসে উঠল পরাজিত সৈনিকের মতো। চেহারায় ব্যর্থতার কালি। নৌকা ঘাটে ভিড়তেই অনেকগুলো জিজ্ঞাসু চোখ ফাহাদদের চারপাশটায় দাঁড়িয়ে গেল। নানান জনের নানান প্রশ্ন। ফাহাদের নানা ধমকে উঠলেন। সবাই চুপ মেরে গেল। একে একে নেমে এল নৌকা থেকে ওরা। এরপর সাচ্চু মিয়া বড় আলগা বাড়িতে ঘটে যাওয়া কাণ্ড-কারখানার বিবরণ পেশ করল আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত। নানারা শুনলেন, কিন্তু মন্তব্য থেকে বিরত থাকলেন। কপালে শুধু চিন্তার ঢেউ ভেসে উঠল। ভোলাটা বসে আছে একই জায়গায়, একই কায়দায়। এত যে ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে তার কোন উদ্বেগ নেই। মাথা উঁচু করে নৌকার দিকে তাকাল একবার। তারপর যেই কি সেই। ফাহাদ আর মঈন বিষয়টি খেয়াল করে। মঈনও বর্তমানে ফাহাদের সহযোগী, চিন্তা-ভাবনায়। দক্ষিণ আকাশে আওয়াজ করে আগুন জ্বলে ওঠে। বুঝা গেল বৃষ্টি নামবে সহসা। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে এলোমেলো।

কৈলাস আর তার ছেলে মাধব এসেছিল সেদিন। ওরা কৈবর্ত পাড়ার লোক। দক্ষিণ পাড়ার শেষ সীমায় পাড়াটি। মাঝে বিঘা পাঁচেক পতিত ভূমি। মেঘনার তীর ঘেঁষে কৈবর্ত পাড়ার অবস্থান। বিশ-পঁচিশ ঘর জেলের বসবাস সে পাড়ায়। শোঁ শোঁ বাতাস আর ঢেউয়ের মাতামাতিকে সঙ্গী করেই ওদের দিন যাপন, রাত যাপন। একটা বিশাল পাংগাস আর এক ঝুড়ি চিংড়ি নিয়ে এসেছিল ওরা। ফাহাদরা আগানগর এলে কৈলাশ মাছের বিশেষ বিশেষ আইটেম জোগান দেয়। এ রকমই হুকুম জারী করে রেখেছেন নানা। ও দুটি মাছই ফাহাদের পছন্দের। আর যা স্বাদ মেঘনার পাংগাস। কৈলাশ লোকটিও খুব ভদ্র। একবার মামা-ভাগনে কৈবর্ত পাড়ায় গিয়েছিল। তাদেরকে পেয়ে কি যত্ন-আত্তি। কৈলাশের বউ নাড়ু খেতে

www.pathagar.com

দিয়েছিল মনে আছে। বড় বড় জাল আর কাঁচা মাছের গন্ধটা যেন নাকে এসে ধাক্কা খায় এখনো। জ্বিনরা নাকি কাঁচা মাছ ঘাপুস ঘুপুস গিলে। ওদের নাকি পছন্দের খাবার কাঁচা মাছ। গল্প করতে করতে নানি একদিন বলেছিলেন এসব কথা। কৈলাশ কাকাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, ফাহাদের মাথায় এমন একটা চিন্তা ঢুকে যায়।

মামা-ভাগনের ওপর কার্ফ্যু জারি হয়েছে, বাড়ির সীমানার বাইরে পা রাখা নিষেধ। আতঙ্ক ভর্তি খবর আসছিল প্রতিদিন। সেদিন বেপারি বাড়ির উঠানে নাকি দুটি সাদা ঘোড়া দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে অনেক রাতে, কেউ কেউ। পায়ে নূপুর, হাঁটলে টুংটাং বেজে ওঠে। এ গ্রামে তো কারো ঘোড়া নেই। তাহলে ঘোড়া এল কোত্থেকে? এমনি খবর উড়ে উড়ে আসছে বাতাসে। এ অবস্থায় ফাহাদের আম্মা কুমিল্লা ফিরে যাবার চিন্তা-ভাবনা করছেন। নানিও তজবি জপ করেন ঘুমের আগ পর্যন্ত। নানারাও সূরা কালাম দিয়ে বাড়ি বন্ধ করেন। মামা-ভাগনের ওপর কার্ফ্যু জারির হুকুমটা তাই স্বাভাবিক বলেই ধরে নিলো বাড়ির সব লোক।

ফাহাদের মেজাজ ভাল যাচ্ছে না। মঈনের মনও ভাংগা ভাংগা। বন্দী জীবন কারইবা ভাল লাগবে। বাড়ির সীমানা পার হলেই খবর আছে। এটি কোন ধরনের বিবেচনা। ওরা কি এখনো ছোট্টটি রয়ে গেছে? রীতিমতো স্কুলে পড়ে। স্কুল পড়ুয়া ছাত্র মঈন আর ফাহাদ। এর কি কোন মূল্য নেই। কাদের স্যার বাড়ি গেছে। থাকলে হয়তো বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা যেত। মঈনের ভিতরও এমনি চিন্তা উঠানামা করছে। বাগানটা ডাইনে ফেলে নামাযঘরের পেছনের দেয়ালটার ওপর এসে বসল ওরা। ভোলাটাও ফাহাদের গা ঘেঁষে বসে। মাথাটা এলিয়ে দেয় ফাহাদের উরুর ওপর। মুখ গোমড়া করে বসে আছে আকাশ। যে কোন সময় কান্নার রোল উঠতে পারে। ফাহাদ একটা ঢিল পানিতে ছুঁড়ে মারল আর অমনি কিছু ছোট মাছ লাফিয়ে উঠল পানিতে, কতক এদিক-সেদিক দৌড়ে পালাল। তাকিয়ে থাকল কিছু সময় সেদিকে, ফাহাদ। মঈনেরও কথা সরছে না, দৃষ্টিতে জমাট বাঁধা বরফ। একটা নীরবতা ঠাঁই দাঁড়িয়ে দু'জনের মাঝ বরাবর। ভোলা কাছে সরে আসে আরো। লেজটা নাড়ছে অনবরত। এটা খুশির প্রকাশ ভোলার। ফাহাদের এ খবর জানা, মঈনেরও। মামা-ভাগনে দৃষ্টি

www.pathagar.com

বিনিময় করে। মনটা কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। ওদের দু'জনার মমতার জুঁই ঝুরঝুর ঝরছে ভোলার পিঠে, কপালে। দু'জনেই আদর করল কুকুরটির মাথা, গলায়, তামাম শরীরে। সন্দেহের তালিকা থেকে ভোলার নাম বাদ যাবে কি যাবে না সে বিষয়ে কোন চিন্তা ঠায়ই নিল না মাথায়। ঠিক এমন সময় মুগিস এসে দাঁড়ায় ওদের সামনে। গন্ধরাজের মতো একটা হাসি ঝুলে আছে ঠোঁটে। মঈন দাঁড়িয়ে যায় উত্তেজনায়, তুই কেমন মানুষ বলা নেই কওয়া নেই ফুট। এদিকে সারা গ্রামে লংকাকাণ্ড ঘটে যাচ্ছে ঘোড়া হাতি আরো কত কি, এ পর্যন্ত এসে শব্দ জড়িয়ে গেল মুখে মঈনের। উত্তেজিত হলে মঈনের এমন হয়। এটা তার অভ্যাস। ঘাট মানছি, আর হবে না। একটা জরুরি দরকারে যেতে হয়েছিল, সময় ছিল না হাতে, তোদের জানাব কি করে? এখনো জাগিরবাড়ি যাইনি, সোজা তোদের আড্ডাখানায়– বিনয়ের সাথে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলল মুগিস। ফাহাদ চুপচাপ, শব্দহীন, কোন উত্তেজনা নেই, উদ্বেগ নেই। মুগিসের মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত তার চোখ সফর করে এলো একবার। টুপির মাঝখানটায় নীল তারা ঝলসে উঠছে। ধোপদোরস্ত পোশাক। ফাহাদের গতিবিধিও খেয়াল করে মুগিস খুব সাবধানে। ভোলা তার শরীরটা এলিয়ে দিয়েছে আরো। সে আজ বেপরোয়া। মুগিসের প্রতি তার কোন আগ্রহ নেই। মঈনকে কে যেন ডাকছে। গলার আওয়াজে বুঝা গেল ফাহাদের সাচ্চু মামা। হয়তো কোন কাজে হবে, এই ডাকাডাকি। মঈন বলল, তোরা কথা বল আমি এখনি ফিরছি। মঈন অন্দরের দিকে পা বাড়াল।

কচুরিপানার একটা বড়সড় দল ঢেউয়ের তালে ভেসে ভেসে যাচ্ছে। পাঁচ-সাতটি বক বসে আছে কচুরিপানার উপরে। আরো ছোট দুটি পাখিকেও দেখা যাচ্ছে সেখানে। মাছরাঙার মতো মনে হলো। ওদের কি আরাম উড়ে উড়ে আর ক্লান্ত হতে হয় না, পাখা ঝাপটাতে হয় না। গ্রাম থেকে গ্রামে ভ্রমণ করছে কি আয়েশে। ফাহাদ যদি এমনি করে ঘুরতে পারত দেশ থেকে দেশান্তরে কত না মজা হত। বাতাসে বকগুলোর পাখা এলোমেলো হয়ে পড়ছে বারবার। কচুরিফুলগুলোও নুয়ে যাচ্ছে ডানেবায়ে বাতাসের ঝাপটায়। মুগিস ফাহাদের দিকে তাকিয়ে ছিল কতক সময়।

www.pathagar.com

একটা হাসি ঝুলিয়ে দিয়ে মুগিস বলল, কি খুব রাগ করে আছিস আমার ওপর! দোস্ত মাপ চাইছি। আবার যখন বাড়ি যাব তোকে অবশ্যই সাথে নিয়ে যাব।

হ্যাঁ! হয়েছে হয়েছে, তোর বাড়ি কোথায় সে খবরটাই আজ পর্যন্ত আমাদের জানালি না। এখন বলছিস বাড়ি নিবি, একটি ছোটখাট গোশ্যা বাতাসে ছুড়ে দিল ফাহাদ। মুগিস অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, ফাহাদের ছোড়া তীরের ধার পরখ করে। তাই প্রসঙ্গ পালটায়, পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটি গোলাপ বের করে আনে। তুই তো ফুল ভালবাসিস। তাই আমাদের বাড়ির বাগান থেকে গোলাপটি তোর জন্য এনেছি। এই নে, ফুল পেয়ে ফাহাদের রাগ ধপ করে মাটিতে নেমে আসে। ঠোঁটে নেচে ওঠে অসংখ্য বেলিফুল। আরে এটি আবার কেমন গোলাপ, পাপড়িগুলো গাঢ় নীল, পাতাগুলো সাদাটে আর বোটা কড়া লাল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুগিসের দিকে তাকাতেই সে বলল, এটি আমাদের বাগানের গোলাপ। ফাহাদ তো অনেক রঙের গোলাপই দেখেছে, কিন্তু এ রঙের গোলাপ তো কোন বাগানে ফুটতে দেখেনি। ফাহাদ শুনেছে মোগল সম্রাট বাবর নাকি প্রথম গোলাপের গাছ এ মুল্লুকে নিয়ে এসেছিলেন ইরান থেকে। সেই গোলাপও তো গোলাপি বা লাল রঙেরই ছিল। নীল রঙের ছিল এমন খবর তো তার জানা নেই। মুগিস ফাহাদের চেহারায় চোখ লাগিয়ে ছিল নিস্পলক। এরি মধ্যে একটা হালকা সুগন্ধি বাতাসের সাথে মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। ফাহাদের কাছে পরিচিত মনে হচ্ছে সুগন্ধিটা। মুগিস আর ফাহাদের মাঝখানটায় শুয়ে আছে ভোলা। সেও নিশ্চুপ। ইত্যবসরে সূর্যটা ঢাকা পড়ে গেছে মেঘের আড়ালে। দু-একটা ছোটখাট শব্দও হলো আকাশে। একটা ফিংগে লাফিয়ে পড়ল পানিতে মাছের লোভে। এসব দেখার ফুরসত পেল না ফাহাদ। গোলাপটা নাকের কাছাকাছি নিতেই অবসতা ঢুকে পড়ল মগজে। জড়িয়ে যাচ্ছে চিন্তা চেতনা। লাফিয়ে লাফিয়ে দূরে চলে যাচ্ছে পরিচিত সব দৃশ্য। ঝাপসা হয়ে আসছে নজর। মুগিস আর ভোলাও আলোছায়ায়। গোলাপটা আর ধরে রাখতে পারছে না। পড়ে গেল মাটিতে টুপ। তারপরই চারপাশটা ফুলেফুলে ছেয়ে গেল। আরে! এখানে এত ফুল এল কোত্থেকে? এর বেশি কিছু ভাবতে পারল না ফাহাদ। বাগানের মাঝখানটায় একটি

www.pathagar.com

সোনার পালঙ্ক, তাতে মখমলের বিছানা। রাজা-বাদশাদের বিছানা নাকি এ রকম হয়। ফাহাদের পা কাঁপছে, শরীর কাঁপছে। কোথাও শুয়ে পড়তে পারলেই যেন বাঁচে। এমনটাই মনে হচ্ছে তার। মুগিস আর ভোলাকে ডাকাডাকি করে, মঈনের কথাও মনে পড়ে। কিন্তু কেউই জবাব দিল না। এটা কোন দেশ। পালঙ্কের কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। ফাহাদের পা টলছে আর স্থির রাখা যাচ্ছে না। মনে হলো কে যেন আলগোছে তাকে সোনার পালঙ্কে নিয়ে রেখে দিল। আর তখনি মখমলের বিছানা থেকে বেরিয়ে এল সুগন্ধি বাতাস। চোখ জড়িয়ে যাচ্ছে ঘুমে। কিছু সময়ের মাঝেই ফাহাদ ঢুকে পড়ল ঘুমের বিশাল রাজ্যে। পালঙ্কটি নড়ে উঠল। এরপর আর কিছু অনুভব করতে পারে না ফাহাদ।

www.pathagar.com

মঈন তো অবাক। দাঁড়িয়ে থাকে মূর্তির মতো অপলক। ভয় আর আতঙ্ক বড় হচ্ছে আস্তে আস্তে বুকের ভিতরটায়। ওরা কেউ নেই সেখানে, যেখানে ফাহাদ ভোলা আর মুগিস বসেছিল। একটু আগে মঈনও তো উপস্থিত ছিল। কোথায় গেল ওরা। মুগিসের জাগিরবাড়ি? ফাহাদ যাবে বলে তো মনে হয় না। বাড়ির সীমানার বাইরে যাওয়া নিষেধ। ফাহাদ এ আদেশ অমান্য করবে বিশ্বাস হয় না। মঈন বৈঠকখানায় উঁকি দেয়, নাহ্! সেখানেও দেখা গেল না। ওরা যদি কোথাও গিয়েও থাকে মঈনকে বাদ দিয়েই চলে যাবে? একটা গোশ্যা দূরে বসে লেজ নাড়ে। অনেকগুলো অশরীরী চিন্তা মঈনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে। কোথাও না কোথাও তো গেছে ফাহাদ আর মুগিসরা। মনের সাথে কথা চালাচালি করে মঈন। তেমন তো কোন দেরি করেনি সে। এতটুকু সময় অপেক্ষা করা গেল না! মঈনের চোখে পানি এসে যায়, রাগে গোশ্যায়। একটা হালকা ভয়ও ঢেউ তোলে মনে। সময়টা ভাল যাচ্ছে না। নানান কাণ্ডের সাক্ষী তো মঈন নিজেই। তাই মনের ভিতর কেমন একটা ঘুরপাক খচখচ করে ওঠে। মুগিস আর ভোলা তো ওদের সন্দেহের লিষ্টিতে। এমন চিন্তা মাথায় আসতেই মাথাটা চক্কর দেয়।

www.pathagar.com

নামাযঘরের পিছনটা একেবারেই ফকফকা। এখানেই বসেছিল তিনটি প্রাণী। ডানা ঝাপটিয়ে চলে যাচ্ছে বাতাস। হাঁসগুলো ডুবসাঁতারে ব্যস্ত। ঘিয়ের মতো ফোটা ফোটা ঝরছে সূর্যের কিরণ মেঘের সামিয়ানা ফুটো করে। নিস্তেজ নিরহংকার। একটা ছায়া ছায়া ভাব সারা সরকার বাড়ি জুড়ে। এ ছায়া ভয়ের-আতঙ্কের না জ্বিন-ভূতের! মঈনের ভিতরও ছায়াটা ঢুকে পড়ে আচমকা। ওটা কী? মঈন আঁতকে ওঠে। নজর ওখানে গিয়ে স্থির হয়। একটা ভিন্ন রঙের গোলাপ গড়াগড়ি যাচ্ছে ভাংগা দেয়ালটার ওপর। গোলাপ কোত্থেকে এলো এখানে। এক পা দু'পা করে এগিয়ে যায় মঈন। এমন অদ্ভুত রঙের ফুল সে দেখেনি জীবনে। দেখতে গোলাপের মতো। কিন্তু রঙ গোলাপী নয়। কাল গোলাপ, হলুদ গোলাপের খবর মঈনের জানা আছে। নীল গোলাপ কোন দেশে জন্মায়? সে শুনেছে গোলাপের দেশ ইরান। ইরানে কি নীল গোলাপ পাওয়া যায়? থাকতেও পারে।

মুগিস ঝড়ের গতিতে এলো আর তুফানের গতিতে চলে গেল তাও আবার ফাহাদ, ভোলাসহ, ব্যাপারটা জটিল মনে হচ্ছে। কেন যেন কান্না পাচ্ছে মঈনের। গোলাপটি তুলতে গিয়েও হাত গুটিয়ে নিল। সন্দেহের জ্বর তাড়া করছে এই মুহূর্তে। এক কান থেকে দুই কানে চালান হয়ে গেল খবরটা। ফাহাদের আম্মার পেরেশানি বেড়ে যায়। নানি-খালাদের চোখ ছলছল করছে। কান্না এলো বুঝি। নানাভাবে জেরার মুখোমুখি মঈন। ফাহাদের নানারা লোক পাঠালেন এখানে সেখানে। তাদের চেহারায় উদ্বেগ-উচাটনের দাগ। মুগিসের জাগিরবাড়ি খবর নিয়ে জানা গেল ফাহাদ সেখানে যায়নি। তাছাড়া মুগিস যে ফিরেছে এই খবরও সে বাড়ির লোকদের অজানা। মসজিদের ঘাটলা সাজিদদের বাড়ি এমনকি বড় আলগা বাড়িতেও খোঁজ নেয়া হল কিন্তু সব জায়গায়ই বিরাট একটি না ঝুলে আছে। এবার মঈনের সত্যি সত্যি কান্না এসে পড়ছে। আটকানো যাচ্ছে না। ফাহাদের আম্মা-নানী-খালারা তো হাউমাউ করে কান্না শুরু করল। নানাদের চোখেও পানি ছলছল করছে। গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে খবরটা। একজন দু'জন করে লোক আসতে শুরু করেছ সরকার বাড়িতে। একেকজন একেক পরামর্শের তশতরি সাজিয়ে আছে। ফাহাদের নানারা তশতরিগুলো পরখ করে দেখলেন। তারপর সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চাইলেন।

www.pathagar.com

কিন্তু আটকে গেলো। গুলিয়ে যাচ্ছে চিন্তা, সিদ্ধান্ত। এদিকে সময়ের পাতারা ঝরছে ঝুরঝুর। বাড়ির ভিতরে কেউ সরবে কেউ আবার নীরবে কাঁদছে। ফাহাদের আম্মার তো কাঁদতে কাঁদতে চোখ দুটি জবা ফুল। নানারা থ মেরে আছেন। কথা সরছে না মুখে। ব্রেক কসা গাড়ির মতই ঠাঁয় দাঁড়িয়ে। হঠাৎ বিপদে যা দশা হয়। দক্ষিণ পাড়ার ফৈজুদ্দি মাস্টারই প্রথম প্রস্তাবটা রাখল, মুগিসের বাড়িতে লোক পাঠানোর। কাউকে কিছু না জানিয়ে হুঁট করে ফাহাদ মুগিসের বাড়ি চলে যাবে এমন ছেলে সে নয়। এ ধরনের কোন প্রোগ্রাম থাকলে মঈনের জানার বাইরে থাকত না। তাই এই প্রস্তাবের শুরুতে মঈন নিমরাজি থাকলেও অবস্থার কথা বিবেচনায় তাতে সাই দিল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল মুগিসের ঘরবাড়ির খবর কেউ জানে না। তার জাগিরবাড়ির লোকজনও এই ব্যাপারে বেখবর। তাই প্রস্তাবটি টিকল না। নাকোচ হয়ে গেল ট্যাকনিক্যাল কারণে। মঈন পড়ল বিপদে। এই না জানার দায়ভার যেন তারই। উপস্থিত অনেকেই এমনভাবেই কথাবার্তা বলল। ফাহাদের নানারাও ধমকা-ধমকি করলেন। মঈন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। মুখে কথা আটকে যাচ্ছে। একে তো নাহক বকাঝকা, তারপর প্রিয় ভাগনের হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাওয়া মঈনের বুকের ভিতরটায় কারা যেন চিড়া কুটছে।

মঈন কেঁদে ফেলল। কাদের স্যার বলেছিলেন, বিপদে নাকি ধৈর্য রাখতে হয়। বলা যায়, কিন্তু করে দেখানো অত সহজ না। এ সময় কাদের স্যার থাকলে কথাটা জিজ্ঞেস করত মঈন, নিজের সাথে নিজেই আলাপ করে। সূর্যটা নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে দ্রুত। আকাশের পশ্চিম অংশে কারা যেন আলতার শিশি উপুড় করে দিয়েছে। সে আলতার কতক আবার পড়েছে এসে পানির বুকে-পিঠে। মঈন সেই দৃশ্য চোখের মণিতে মাখামাখি করে। ফাহাদ থাকলে আকাশের লাল নিয়ে কবিতা-টবিতা টেনে আনতো। এমন কথা মনে আসতেই মঈনের বুকটা হু-হু করে ওঠে। গ্রামের বাতাস ভারি হয়ে আছে। ভয়-আতঙ্কের ধুপধাপ চলাফেরা থামছে না। এমন অবস্থায় ফাহাদের নিখোঁজের ব্যাপারটা ভীষণ চিন্তায় ফেলেছে সবাইকে। মঈন নিজেকে ভিড় থেকে উদ্ধার করে আনল সাবধানে। ফিরে এল নামাযঘরের পিছনটায় আবার। ফুলটি পড়ে আছে এখনো তরতাজা। একটা সুগন্ধ উড়ছে বাতাসে। মঈনের মনে হল গন্ধটা তার পরিচিত।

www.pathagar.com

কাছে পিছে ধুপ করে একটা শব্দ হল। ভারি কিছু একটা পড়েছে। মঈন এদিক-সেদিক তাকাল। কোথাও কিছু দেখা গেল না। আবা[illegible]ল ফাহাদের চিন্তায়। ঐ তো ওখানটায় বসেছিল। কোথায় যেতে পারে? মঈনের মনের ভিতর ভিন্ন একটা চিন্তা ঘুরে দাঁড়ায়। পানিতে পড়ে যায়নি তো! তিন তিনটি প্রাণী একসাথে পানিতে ডুবে যাবে সে কি করে হয়। তাছাড়া ফাহাদ ভাল সাঁতারু, ডুবে যাবার তো প্রশ্নই আসে না। মুগিস-ভোলার ব্যাপারেও চিন্তাটা এক বরাবর। তাই এমন উদ্ভট চিন্তা মুছে ফেলে মন থেকে। হঠাৎ একটা কা কা শব্দ ধেয়ে আসে মঈনের দিকে। শব্দটা শোনা মাত্র মঈনের সমস্ত শরীর নড়ে ওঠে। ঠক ঠক করে কাঁপছে ঠ্যাং। ভয় আর আতঙ্ক চক্কর দিচ্ছে চারপাশটায়। ধড়ফড় করছে বুক। ঐ তো সেই দাঁড়কাক নামাযঘরের চালায় বসে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কাকটির দু-চোখে ঝুলছে গাছপাকা দুটি লংকা। মঈন দৃষ্টি নামিয়ে আনে। কাকটি আবার এল কেন? ভোলা-মুগিসের খোঁজে। ওরা তো কেউ নেই, তাহলে? নানান ভাবনায় জড়িয়ে ফেলে নিজেকে মঈন। একটা আনমনা ভাব তার। মুরুব্বিদের সলা-পরামর্শের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অন্দরমহলেও গ্রামের মহিলাদের ভিড় বাড়ছে। ফাহাদের আম্মা-নানীদের চোখের পানি এখন বরফের টুকরা। বসে আছেন মূর্তির মতো শব্দহীন। কারো পেটেই দানাপানি পড়েনি এখনো। সূর্যের চোখে ঘুমের আমেজ।

মঈন আড়চোখে দেখছে কাকটিকে। ভিতরের ধুকপুকানি থামছে না। ফাহাদ পাশে থাকলে ভয়টা এমন জাকিয়ে বসত না। বাড়ি ভর্তি লোকজন এরপরও ভয় কোত্থেকে আসে? মঈনে লজ্জা পায় মনে মনে। লজ্জা আর ভয় পাশাপাশি বসে থাকে। কেউ কারো সাথে কথা বলে না। ঠিক এই সময় মঈনর কানের পাশ দিয়ে উড়ে গেল দাঁড়কাকটি। গোলাপটি তুলে নিল তার পায়ের মুঠিতে। তারপর গত দিনের মতোই জেট বিমানের গতিতে অদৃশ্য। কয়েক সেকেন্ডের ভিতর ব্যাপারটা ঘটে গেল। মঈন ভেবে পায় না কাকের আবার গোলাপের কি দরকার। হাঁস-মুরগির বাচ্চা হলে হয়তো যুক্তি খাড়া করা যেত। কাকেও ইদানিং ফুল পছন্দ করছে। এ কথা ভাবতে গিয়ে হাসি পায় মঈনের। পর মুহূর্তে সারা শরীর কাটা দিয়ে ওঠে ভয়ে। ফুলের সাথে নিশ্চয় কোন সম্পর্ক আছে মুগিস-ভোলাদের। দাঁড়কাকটিকে পাঠানো হয়েছে ফেলে যাওয়া গোলাপটি তুলে নেবার

www.pathagar.com

জন্যে। এই বিশ্বাসটা মঈনের ভিতর শক্ত হয়। বাতাসে তখনো পরিচিত গন্ধটি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাচ্ছে। মুগিস আর তার আব্বা এমনি একটা সুগন্ধি উড়িয়ে গিয়েছিল, মনে পড়ে। মঈনের শরীরটা আবার কাটা দিয়ে ওঠে। সে পড়েছে উভয় সংকটে। আসলে সংকট-ফংকটকে পাত্তা দিলে বিপদের শরীর আরো মোটা হবে, বুঝে ফেলেছে মঈন। এরি মধ্যে মাগরিবের আজান পাখা মেলতে শুরু করেছে।

একটা অস্থির সময় পার করছে সরকার বাড়ির লোকেরা। শুধু সরকার বাড়ি কেন সমস্ত গ্রামের মানুষেরাই এই অস্থির পুকুরে হাবুডুবু খাচ্ছে, তল পাচ্ছে না। নামাযের পর পরামর্শ সভা বসল বৈঠকখানায় আবার। একটা ঘুটঘুটে অন্ধকার খুব সাবধানে এগিয়ে আসছে। এ অন্ধকারে বিপদের লাল চোখ খুঁজছে উপস্থিত কেউ কেউ। এই বুঝি ঘোড়া দৌড়াদৌড়ি শুরু করবে। ফুরফুরে বাতাস বাইরে। আজকের রাতটা বেশ শান্তই মনে হল। কিন্তু মঈনের ভিতরের অশান্তি কাটছে না। ফাহাদ নেই কথাটা ভাবতেই অশান্তিটা আরো উচকে ওঠে। সিদ্ধান্তটা পাকা করে ফেলে মঈন। ফাহাদ সাথে থাকলে হয়তো অন্যরকম চিন্তা নিয়ে অংক কষত। তাছাড়া সে শুনেছে কোন ঘটনা মনের ভিতর বেশিদিন পুশে রাখলে চোখের জ্যোতিতেও কালি পড়ে। সরকার বাড়ির বৈঠকখানায় গমগম শব্দ। গত কয়দিনের ভয় আর আতঙ্ক জবেহ করার মুরগির মতো মাটিতে পড়ে ধড়ফড় করছে। এখন গ্রামবাসীর চিন্তায় কেবল সরকার সাহেবের আদরের নাতি ফাহাদ। তাকে উদ্ধার করতে হবে। জ্বীন-ভূতের সাথে লড়াই করতে হলে করবে তারা। সাহসের পাখিরা এই রাতেও ডাকতে শুরু করেছে। উদ্ধারের কৌশল নিয়ে শব্দ বিনিময় করছিল দু'একজন। ফাহাদের নানাদের কপালের ভাঁজ একবার মোটা হচ্ছিল আবার হালকা। ঘাড়ে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। রশিদ মিয়া বলল, বারবার জ্বিন-ভূতকে টেনে আনছি কেন আমরা। কোন আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবের বাড়িও তো যেতে পারে ফাহাদ। খোঁজ-খবর না নিয়ে কেবল জ্বিন-ভূত। সাচ্চু মিয়া ও রশিদ মিয়ার পরামর্শটা সাপোর্ট করে। কিন্তু উপস্থিত অন্যরা আমলে নিল না। মঈনের আব্বা-চাচাও নীরব থাকলেন। মঈন ঘরে প্রবেশ করে আবার। ঘর ভর্তি মানুষের চোখ হুমড়ি খেয়ে পড়ে মঈনের ওপর। এই বুঝি কোন নতুন খবর পাওয়া যাবে। ফাহাদ বিষয়ক গোলাটেবিলের ইতি টানা যাবে। সবাই

www.pathagar.com

তাকিয়ে আছে হা করে। মঈন প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে। আর মাথা নিচু করে নয়, মাথা উঁচু করেই বলবে। শুরুতে জট পাকিয়ে ফেলে ঘটনা সাজাতে গিয়ে। আগেরটা পরে আর পরেরটা আগে চলে আসছিল। মঈনের ভিতরে তখন উত্তেজনার ঝড়-বাদল। যে জন্যে এমনটা হচ্ছে। তাছাড়া মঈনের বয়সই বা আর কত। ফাহাদের মতো চালাক-চতুরও কম। তবে যে ভাবেই ঘটনা সাজাক তাতেই সারা। রক্ত চলাচল বেড়ে গেল অনেকের। চোখ উলটে আছে। ভয়েরা হেঁটে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। মঈন আজকের দাঁড়কাক আর গোলাপফুলের কাহিনীও খোলাসা করল; জুড়ে দিল। গমগম করা বৈঠকখানা হঠাৎ চুপ মেরে যায়। একজন আর একজনের চোখে চোখ দিয়ে বসে আছে। গলায় যেন কি একটা আটকে গেছে এমন অবস্থা সবার। মুগিসের হাত লম্বা হয়ে যাবার ব্যাপারটি সে উপস্থিত জনতার টেবিলে রাখতে পারেনি। কি করে রাখবে! ফাহাদ তো ঘটনাটি মঈনকে জানায় নি। তবে ফাহাদ আর মঈন যে মুগিস-ভোলার পেছনে গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছিল সে তথ্যটা সবার কাছে ফাঁস করে দিল। এও জানাল জ্বিন-ভূতের আসল সরদারকে পাকড়াও করার জাল পেতেছিল ওরা। এই জাল অনেকটা গুছিয়েও এনেছিল। কিন্তু এর আগেই ফাহাদ নিখোঁজ।

ঝর ঝোরে একঝাঁক বৃষ্টি এসে আছাড় খেল টিনের চালে। দু-একটা মেঘের গর্জনও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাচ্ছে এদিক-সেদিক। বাতাসটা বেশ শীতল। কোথায় যেন একটা নিমপক্ষী ডেকে যাচ্ছে একটানা। বৃষ্টি নামতে পারে রাতে। বিজলী লাফালাফি করল আকাশে। ঘরের ভিতরের নীরবতা ভেঙে টুকরা টুকরা। কে যেন একজন বলে উঠল, সাংঘাতিক! তবে কেউ কেউ মামা-ভাগনের সাহসের প্রশংসা করল। আমরা তাহলে এদ্দিন জ্বিন-ভূতের সাথে ঘর-গেরস্তি করেছি, আস্তে করে ফৈজুদ্দি মাস্টার কথাটা ছেড়ে দিল সভায়। একটা গুঞ্জন জোনাকির মত উড়তে শুরু করেছে। ফাহাদ যে জ্বিনের পাল্লায় পড়েছে এ বোধটা জেগে ওঠে। এই বোধেই স্থির হয় সবাই। অন্দরমহলেও খবরটা পৌঁছে যায় মুহূর্তে। খবর পৌঁছতেই ধব করে নেমে আসে গলা। এখন শুধু ফিসফাস। ভোলা জ্বিন ছিল এ কথা জেনে কুকড়ে আসে শরীরক মন, সাচ্চু মিয়ার। ভোলার সাথে ফাহাদের এত খাতির সেই কিনা দুশমন! আর মুগিস ছেলেটা, মঈনের ফিরিস্তি মতো

www.pathagar.com

ওই তো পালের গোদা। সাচ্চু মিয়া বিড়বিড় করে, ফাহাদকে নিয়ে এখন ভিন্ন রকম আতঙ্ক। ফাহাদের নানারা এই সময় চুপচাপ ছিলেন, কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। মঈনের এসব গালগল্পে কতটাই বা আস্থা রাখা যায়! আস্থা অনাস্থা নিয়ে গবেষণার যথেষ্ট সময় এটি নয় সে কথাও বোঝেন তারা। কিন্তু–। ইমাম সাহেব বললেন, সরকার সাহেব, এখন কিন্তু-টিন্তু করলে বিপদ বাড়তে পারে। ফাহাদের ক্ষতি হতে পারে। তাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা নেয়া দরকার। মঈন অসত্য কাহিনী আমাদের শোনায়নি। মুগিস ছেলেটাকে শুরু থেকেই আমার সন্দেহ হতো। বিপদ শব্দটা ফাহাদের নানাকে নাড়া দিল। তাই ইমাম সাহেবের সহযোগিতা চাইলেন। মোমতাজ মেম্বার বলল, এ বিষয়ে রাধানগরের রবি উঝা সঠিক ব্যক্তি। সাহেব আলী এই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে আখাউড়ার হরশপুরের ফকিরের নাম হাজির করল। এখানকার মানুষের বিশ্বাস ওরা জ্বিন চালান করে। জ্বিনের সাথে তাদের উঠবস আছে। ইমাম সাহেব দুটো প্রস্তাবই বাতিল করে দিয়ে বললেন, এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যক্তি হলেন নোয়াখালির পীর আবদুল লতিফ হুজুর, কি বলেন, সরকার সাহেব? প্রস্তাব লুফে নিল উপস্থিত সবাই। ফাহাদের নানারাও ইমাম সাহেবকে ধন্যবাদ জানালেন। তাদের ভিতরে এখন স্বস্তির বড়সড় শাপলা ফোটা শীতল দীঘি। যে দীঘিতে একটিমাত্র বালিহাঁস সাঁতার কাটছে আনন্দে।

www.pathagar.com

দিগন্ত জোড়া মাঠ। তামাম মাঠ ভরা ঘাসের ছড়াছড়ি। দেখলে মনে হয় কেউ যেন সাজিয়ে রেখেছে ঘাসগুলো। মাঝে মধ্যে দু-একখানা ফুলগাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। খুব উঁচু নয়। প্রত্যেকটিতে ফুল হাসছে, দুলছে। লাল সাদা আর নীলের বাহারি রঙ ফুলে ফুলে। এগুলো কী ফুল? গাছাগুলোও অচেনা। কাছে ধারে কেউ নেই, কাকে জিজ্ঞেস করবে? থাকলে না হয় জিজ্ঞেস টিজ্ঞেস করে জানা যেত ফুলগুলোর নাম। ফুলের গাছগুলোর নাম। দূরে টিলাটালার মতো দেখা যাচ্ছে। গাছহীন, ঘাসহীন, কেবল খসখসে মাটি। অবাক ব্যাপার, এতবড় এলাকা– গাঁও নেই, গেরাম নেই, জনমানুষেরও নাম নিশানা নেই। ঘাসের ঢেউয়ের ওপর কেবল ফুরফুরে বাতাস। পাখি, পাখিও তো থাকতে পারতো। ছাগল ভেড়া কিচ্ছুর দেখা নেই। এটা আবার কোন জায়গা? মাথাটা ঝিমঝিম করছে ফাহাদের। যদিও তন্দ্রা তন্দ্রা ভাবটা কেটে যাচ্ছে একটু একটু করে। এত সময় শুয়ে শুয়ে এসব দৃশ্যের অলিগলিতে মনে মনে হাঁটছিল ফাহাদ। এবার উঠে বসল। শরীরটা বেশ ভারি ভারি লাগছে। দু'হাতে চোখ দুটি ঘষে ফাহাদ। তাতে করে বেশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে চোখের নজর। ডানে

www.pathagar.com

বায়ে তাকাতেই মনে হল এক অজানা জগৎ তার চারপাশটায়। তুলতুলে জাজিম, মখমলের চাদর, বালিশ। সবগুলোর রঙই নীল। স্বর্ণের তৈরি পালঙ্ক এক অদ্ভুত নকশায়। এই পালঙ্কের ওপরই বসে আছে ফাহাদ আসন পেতে। কি যেন ঠেকছে মাথা-কপাল বারবার। ফড়িংয়ের মতো উড়ছে সুগন্ধি। হাতটা তুলতে গিয়েও তুলল না। ঘাড়টা পেছনের দিকে কাত করে দেখতে চাইলো ব্যাপারটা কী। আর ওমনি একঝাঁক ফুল ফাহাদের নাকে-মুখে ঘষাঘষি খেল। আহ! কি মজার গন্ধ। পালঙ্কের পাশেই একটি গাছ, মাঝারি ধরনের উঁচু। ডাল মাত্র দুটি। একটি উপরের দিকে উঠে গিয়ে ছাতার মতো ছড়িয়ে আছে। ছায়া দিচ্ছে ফাহাদকে। আর অন্যটি বাঁকা হয়ে মাথার তালুতে এসে সেঁটে আছে ফুলসমেত, সেজদায় পড়া নামাযির মতো। গাছটি চিনতে চেষ্টা করল কিন্তু অনেক যোগ-বিয়োগ করেও চিনতে ব্যর্থ হয় ফাহাদ। এমন অদ্ভুত গাছ জীবনেও দেখেনি। চিনবে কি করে? পাতাগুলো পা- পাতার মতো আর কাণ্ডটি দেখলে মনে হয় কাঁঠাল গাছ। ফুলগুলো ধুতরা ফুলের আদলে। রঙ লাল নীল আর সাদার মিশেল। গন্ধটা অচেনা। আকারে খুব বড় না, ধুতরা ফুল থেকেও ছোট। মজার ব্যাপার হল ঘাসবনের মাঝে মাঝে যেসব ফুল মাথা তুলে আছে ওদের সাথে এই ফুলগুলোর কোন তফাত নেই। ফুরফুরে বাতাসে ফুলের আমন্ত্রণ, নাকে-মুখে ঘষাঘষি ভালই লাগছে ফাহাদের। কিন্তু প্রশ্ন হল এ কোন জায়গা? এখানে এলোই বা কি করে। এই সোনার পালঙ্ক মখমলের বিছানা ... থোকা ফুলের দোলনা, মাথাটা চিনচিন করে ওঠে। চিন্তার আরো একটু গভীরে ঢুকতেই ফাহাদ আসমান থেকে ধপাস।

এদিকে সরকার বাড়ির কান্নাকাটির আপাতত বিরতি। কিন্তু ফাহাদের আম্মা আর নানীর চোখে পানি বিরামহীন, ঝরছে নীরবে। ঘাটবাড়ির নৌকায় বিছানাপত্র পাতা হল। ফজর আদায় করেই রওয়ানা দেবে ওরা। মধ্যপাড়ার মোটা গফুর জানিয়ে গেছে পীরসাহেব এখন শ্রীনগর গ্রামের মজিদ মেম্বারের বাড়িতে উঠেছেন। সেখানে যাবারই প্রস্তুতি চলছে। আকাশের অবস্থাটা বেশ নরম। গতরাতে এক পশলা ঝরেছে। নরম হোক গরম হোক পীরসাহেবকে তো আনতে হবে, জানাতে হবে। ফাহাদের নানাদের মন খুব বেজার। হাঁটছেন আর সূরা কালাম পড়ছেন। মঈন ঝিম মেরে শুয়ে আছে। মুখে শব্দ নেই। ফুপিয়ে ফুপিয়ে কান্না আসছে। অনেক সলাপরামর্শের পর ফাহাদের

www.pathagar.com

আব্বাকে টেলিগ্রাম করার সিদ্ধান্তে এল সবাই। পুত্রের বিপদে পিতা বেখবর থাকবে এটা কেমন করে হয়। ভৈরববাজার লোক পাঠানো হবে সকালেই, টেলিগ্রাম করার জন্য। আজকের রাতটা যেন শেষ হতে চাইছে না। পীরসাহেবের অপেক্ষায় আছে গ্রামশুদ্ধ মানুষ। তাদের ধারণা তিনি তার পালা জ্বিন পাঠিয়ে ফাহাদকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবেন জ্বিনের রাজ্য থেকে। রশিদ মিয়ার বাড়ির জ্বিনের উৎপাত তো তিনিই ঠাণ্ডা করেছিলেন। আকাশের ছাদে রাখা দেয়ালঘড়ির কাটাগুলো হাঁটছে টুকটাক।

ফাহাদের মাথাটা ঘুরছে। ভয়ের ঘুণপোকারা উড়ছে চারপাশটায় সুযোগের অপেক্ষা, কখন ঢুকবে বুকের চাতালে। পাতার ফাকফোকর দিয়ে ঠিকরে পড়ছে রোদ। যেখানে লাগছে সেখানেই সোনার পালঙ্ক ঝিকমিক। পালঙ্কটা পরখ করে দেখল বার কয়েক ফাহাদ। মেঝোখালা ডালিম কুমারের কিসসা শুনিয়েছিলেন। সে কিসসার ডালিম কুমারকে নাকি উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল পরীরা, পালঙ্কসহ অন্য রাজ্যে। তারপর সোনার কাঠি রূপার কাঠি অদল বদল করতেই ডালিম কুমার জেগে উঠেছিল। এই পালঙ্কটি কি তেমনি কোন পালঙ্ক? পরীরা এখানে এনে রেখে দিয়েছে। ফাহাদ শিথানে পৈথানে কাঠি খুঁজল। নাহ! কিচ্ছু নেই। তাহলে?

এখানকার আকাশটা কি সুন্দর। এক টুকরা দুই টুকরা মেঘ উড়ছে ঘুড়ির মতো। ফাহাদ বসে বসে আকাশ দেখছে। ওমা! এ আবার কেমন মেঘ। মেঘ আবার সবুজ হয় নাকি। চোখ দুটি ঘষাঘষি করে ফাহাদ। দেখল দু-টুকরা সবুজ রঙের মেঘ হেসেখেলে চলে যাচ্ছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। বুদ্ধি বিবেচনায় প্যাঁচ লেগে যায়। ফাহাদ কিছুতেই মনে করতে পারছে না সে এই বিজন মাঠে কি করে এলো। সোনার খাট পালঙ্কই বা কারা দিল। ঘুম ঘুম লাগছে তার। নাহ! এখন ঘুমালে চলবে না। জেগে থাকতে হবে। তা না হলে রিপভ্যানউংকেলের দশায় পড়তে হবে। রিপভ্যানউইংকেলটা আবার কে! তার নাম মনে এল যে? ফাহাদ ঝিম মেরে থাকে কয়েক মিনিট। হ্যাঁ! মনে পড়েছে। রাতে পড়ার টেবিলে মঈনমামার ঝিমুনি দেখে কাদের স্যার নামটা তুলে এনেছিলেন। এই লোকটি নাকি মেষ চরাতে গিয়ে পাহাড়ের গুহায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। রিপভ্যান উইংকেলের যখন ঘুম ভাঙল তখন তার জীবন থেকে নাকি বিশটি বছর পিছলে পড়ে গেছে। গ্রামে ফিরে এলে অনেকেই তাকে চিনতে

www.pathagar.com

পারেনি। চিনতে পারবে কি করে! বিশ বছর তো আর কম সময় নয়? ফাহাদও তো ঘুমে কাটিয়েছে। একটু আগেই ঘুম ভাঙল তার। সেও কি রিপভ্যান উইংকেলের মতো বিশ বছর ঘুমিয়েছিল? ভাবতেই সমস্ত শরীর নড়ে ওঠে। একটা ভয়ও সামনে দাঁড়িয়ে ভেংচি কাটে। কাঁদতে ইচ্ছে করছে তার। মনে আসছে না অনেক কিছুই ঠিকঠাক মতো। এত বড় প্রান্ত র ফাঁকা জায়গা এখানে বসে বসেই কি বাকি জীবনটা পার করতে হবে? সবেমাত্র ফাইভে উঠেছে সে। বলতে গেলে কেঁদেই ফেলে ফাহাদ। সাহস-টাহস যা জমা ছিল এত সময়ে সব ফুড়ুত। দু-এক ফোঁটা ঝরল পানি চোখ থেকে। তারপরই ভাবল কেঁদে কেটে কি হবে। কে শুনবে তার কান্না এই তেপান্তরের মাঠে? বাতাসের শব্দ ছাড়া তো আর কারো শব্দ এখনো শোনেনি ফাহাদ। মখমলের নরম বিছানা ঘুমই একমাত্র সঙ্গী। আসহাবে কাহাফের তিন বালক আর তাদের সাথী এক কুকুর পার করে দিয়েছিল তিনশ বছর এক ঘুমে। নানার কাছে শুনেছিল কাহিনিটি। আবছা আবছা মনে পড়ছে। ব্যাপারটা ধরা পড়ে দোকানির কাছে। ঘুম ভাংলে ওদেরই এক বালক বাজারে গিয়েছিল খাদ্য কিনতে, একটি মোহর নিয়ে। মোহরটি তাদের পকেটেই ছিল। দোকানি জানাল এই মোহর তিনশ বছর আগের। তাই অচল। খাদ্যের কথা মনে হতেই ফাহাদের পেট খাই খাই করে ওঠে। ভীষণ খিদে পায় তখন। ফাহাদও তার পকেট হাতড়ে তিনটি তামার এক পয়সা উদ্ধার করে। পয়সাগুলোর মাঝখানটা ফুটো। কিন্তু পয়সা পেলে কি হবে, দোকান কই, বাজার কই, সবই তো ঠনঠনা। খাবার ইচ্ছেটা তখন পেটের মধ্যেই আটকে রাখে ফাহাদ। ব্যাপার কী! সূর্যটা নড়ছে না কেন। সেই কখন থেকে যেখানে বসেছিল সেখানেই বসে আছে। এই সূর্যটার কী কোন সময় জ্ঞান নেই। না হাত-পা ভেংগে বসে আছে, চলতে ফিরতে পারছে না। অবাক কাণ্ড! বাতাস বইছে কিন্তু গাছের পাতারা চুপচাপ, হেলা-দোলা নেই। বিরক্তির একশেষ ফাহাদের। তখনো কানাপয়সা তিনটি তার হাতের তালুতে বন্দি। কৌতূহলের বশে পয়সা তিনটি চোখের সামনে তুলে আনে। উলটে-পালটে দেখে ফাহাদ। পয়সাগুলোর একপিঠে লেখা আছে উনিশ শ ছাপ্পান্ন সন। এখন কত সন! ফাহাদ নিজের সাথে নিজেই কথা বলে। মনে পড়ছে উনিশ শ আটান্ন সাল এটি। তাহলে কী সে দু-বছর ঘুমিয়ে ছিল? ধ্যাৎ! এ কি করে সম্ভব। হঠাৎ মাথার ভিতর খট করে

www.pathagar.com

আওয়াজ হয় ফাহাদের। কিছুটা ব্যথাও অনুভব করে। এর পরপরই চিন্তার শরীরে জড়ানো তিনচারখানা রঙিন ওড়না পিছলে পড়ে। তারপর উড়তে উড়তে হঠাৎ অদৃশ্য। ফাহাদের মাথাটা হালকা হালকা লাগে, শরীরটাও। মেঘের ভিতর থেকে যেভাবে বেরিয়ে আসে সূর্য ঠিক সেরকমই মনের আড়াল থেকে উঁকি দিল তিনটি মুখ। আরো পরিষ্কার হচ্ছে ধীরে ধীরে। ফাহাদ প্রায় লাফিয়ে ওঠে খুশিতে আনন্দে। মনে পড়ছে, মুগিস ভোলা মঈনমামা আর ফাহাদ আড্ডা দিচ্ছিল নামায ঘরটার পিছনে ভাংগা দেয়ালটার ওপর বসে। তারপর সাচ্চুমামা মঈনকে ডেকে নিয়ে গেল। মুগিসের হাসি হাসি মুখ। একটি নীল গোলাপ– অচেনা খুশবু। তারপর! তারপর সব অন্ধকার। অবশ্য পালঙ্ক এর ব্যাপারটা ধুয়াশা ধুয়াশা চোখের সামনে। আর এখন এই আজদাহা ময়দানে। কেঁপে ওঠে শরীর ফাহাদের, ভয়ে, রাগে। ফাহাদের বুঝতে বাকি থাকল না সে কিডন্যাপ হয়েছে। জ্বিন-ভূতের পাল্লায় পড়েছে। ফাহাদ কাঁদতে শুরু করে। আম্মার কথা মনে পড়ে, নানীর কথা মনে পড়ে, আগানগর গ্রামের কথা মনে পড়ে। মঈনমামা এখন কি করছে। মুগিস-ভোলারা কোথায়। নাহ! ওদের নিয়ে ভাববে না সে। মুগিস, ভোলা চুলায় যাক। মঈনমামাকে তো সে বলেছিল ওরা দু'জনকেই ফাহাদের সন্দেহ হয়। এরপরও ভোলার জন্য তার স্নেহের ফুলগুলো সতেজ, দুলছে।

কাঁদতে কাঁদতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে ফাহাদ। বাতাসে উড়ছে মখমলের চাদর, ফাহাদের চুল। ফুলগুলো নেমে আসে আরো নিচে, মুখ বরাবর। গভীর ঘুমে ফাহাদ। ঝলমল করছে সোনার পালঙ্ক। কোত্থেকে যেন একঝাক পরী এসে হাজির। পালঙ্কের চারপাশটায় নেচে গেয়ে আবার উধাও। ফাহাদ জানল না এর কিছুই। সব কিছুতো আর জানা যায় না। অনেক ঘটনাই জানার বাইরে রয়ে যায়। এই মুহূর্তে পালঙ্ক ঘিরে দাঁড়িয়ে মুগিস আর ভোলা। উড়তে উড়তে হাজির হল দাঁড়কাকটিও। ওরা তিনজনই চুপচাপ। 'ওকে জাগিয়ে তুললে কেমন হয়', ভোলাই প্রথম প্রস্তাবটা রাখল। মুগিস সরাসরি নাকচ করে দিল ভোলার প্রস্তাব। দাঁড়কাক ঠোঁটে আঙুল দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফুলের ঝুমকাগুলো ওপরে উঠে গেল ডালসমেত। প্রথমে ফুলগুলো গায়েব, তারপর পাতা। একসময় গোড়া সমেত উধাও করে দিল গাছটিকে মুগিস, শুধু মাত্র চোখের ইশারায়।

সোনার পালঙ্কে ঘুমাচ্ছে ফাহাদ অঘোরে। পাশেই পড়ে আছে তিনটি এক পয়সা, কানা পয়সা।

সরকারবাড়ির বৈঠকখানা গমগম। একটা আলাদা বিছানায় আসন পেতে বসে আছেন পীরসাহেব। একটু আগেই এসে পৌঁছলেন। ফাহাদের নানারা তাকে তুলে এনেছেন সসম্মানে নৌকা থেকে। খবরটা প্রচার হয়ে গেছে মুহূর্তে। পীর সাহেবের চেহারা থেকে ঝরে পড়ছে একটা ঘি রঙ আভা। আর হাসিটা যেন ঝুলেই থাকে ঠোঁটে, কামিনি ফুলের মতো। সালাম বিনিময় হল উপস্থিত সবার সাথে। অন্দরমহলে সালাম পাঠালেন পীরসাহেব। এটা তার অভ্যাস, ছোটবড় সবাইকে সালাম পৌঁছানো। অমায়িক মেজাজের মানুষ তিনি। ফলের ভারে নুয়ে পড়া গাছের মতো তার বিনয়। কাগজি লেবুর সরবত পীরসাহেবের খুব পছন্দ। তাই অন্দরমহল থেকে এল সরবত আর পানি রূপার গ্লাসে, রূপার ঢাকনা দিয়ে ঢাকা। ফাহাদের নানাবাড়ির শরাফতিটাই আলাদা। একটা জমিদারী ঠাটবাট এখনো টিপ টিপ করে জ্বালিয়ে রেখেছে। ফরাস বিছানো চৌকিতে উঠে বসলেন ফাহাদের দুই নানা, পীরসাহেবের দুই ধার ঘেঁষে। দূরে দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের লোকজন। সবার চেহারায়ই উদ্বেগ-আতঙ্ক। মঈনকে ডাকা হল। ভয়ে ভয়ে মঈন উপস্থিত হল দরবারে। পীরসাহেব টেনে নিয়ে কোলে বসালেন। আদর করলেন, চুমু খেলেন তার কপালে। ঘরশুদ্ধ মানুষের চোখ ঝাপিয়ে পড়েছে মঈনের মুখের ওপর। পীরসাহেব মঈনের মাথা এবং পিঠে হাত ঘঁষে জানতে চাইলেন বিষয়ের শিরা উপশিরা। মঈন ঘটনার অ থেকে চন্দ্র বিন্দু পর্যন্ত বর্ণনা পেশ করল। নীল গোলাপের খবরটা জানাতেও বাদ রাখল না। একটু দম নিয়ে মঈন জানাল ফাহাদ নাকি তামাম গ্রাম জুড়ে যেসব ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল তার নাড়িভুড়িতে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আর অমনি পাকড়াও হয়ে গেল। মুগিস আর ভোলা তাদের সন্দেহের লিস্টিতে। অবাক হয়ে ঘরশুদ্ধ মানুষ মঈনের বর্ণনা গিলছে। উলটে যাচ্ছে চোখ অনেকেরই। ফাহাদের সাথে বেশ দোস্তি পীরসাহেবের। দু'জন দু'জনার প্রতি আলাদা একটা টান অনুভব করেন। আগানগর গ্রামে সবসময় সরকারবাড়িরই মেহমান তিনি। সেই সুবাদে মাঝে-মধ্যেই ফাহাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয় পীরসাহেবের। দু'জনের আড্ডা জমে। ফাহাদের বুদ্ধি বিবেচনা আর আদব-কায়দায় তিনি মুগ্ধ।

www.pathagar.com

গ্রামের প্রতিটি দাওয়াতেই ফাহাদ তার সঙ্গী। আপন নানা-নাতির মতই তাদের চলাচল। মঈন বর্ণনার ইতি টানল। পীর সাহেব কিছু সময় নীরব থাকলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, আমার নাতি ফাহাদ জিন্দাবাদ। ফাহাদের নানারা খুবই রাশভারি মানুষ। তারপরও তাদের চেহারায় পুলকের ঝিলিক দৌড়াদৌড়ি করে। পীর সাহেবকে সবাই মান্য করে, বিশ্বাস করে। তাই পীর সাহেবের হাসিটাই যেন অভয় বাণীর মতো হেঁটে গেল ধুপধাপ। অন্দরমহলেও ঢুকে পড়ল খবরটি। ফাহাদের আম্মা আর নানী তখনো পাথর শোকে।

বাতাস বইছে.এলোমেলো। দু'এক ফোঁটা বৃষ্টিও ঝরল টিনের চালে, উঠানে। নৌকার তলায় এসে ধাক্কা খাওয়া ঢেউয়ের ছলাত ছলাত শব্দ। সূর্যটা মুখ ঢেকে শুয়ে আছে। তাই আন্দাজ করা মুশকিল হচ্ছে সময়ের হাল হকিকত। কে যেন বলে উঠল জোহরের ওয়াক্তটা ঝুলে গেছে। তাই পীরসাহেবের ইমামতিতে জোহর নামাষ আদায় হলো নামায ঘরে। নামায শেষে বেরিয়ে এল সবাই, কিন্তু বসে থাকলেন একা পীরসাহেব।

চম্পা ফুলের পাঁপড়ির মতো ফাহাদের চোখের পাতাগুলো খুলে যাচ্ছে। আঁড়মোড়া ভাঙল, টানটান করল শরীর, হাত-পা। তারপর চোখ জোড়া মেলে দিল ওপরে, আসমানে। আরে এটা কি রকম আসমান। ছোট ছোট লাগছে কেন! গাছ-ফুল এসব গেল কই? ধড়ফড় করে উঠে বসে। ছড়িয়ে আছে তিনটি কানা পয়সা, মখমলের চাদর জড়িয়ে। পয়সা তিনটি পকেটে পোরে ফাহাদ। বলা তো যায় না কাজে লাগতেও পারে। ঘাসের গালিচা তেপান্তরের মাঠ ফুলের পাপড়ি সব উধাও, অবাক কাণ্ড। একটি বড় ঘর, ঠিক মাঝে পালঙ্কটি পাতা। চারদিকে দামি পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে ঘরের দেয়ালগুলো। এমনটাই মনে হলো তার কাছে। হালকা লাল রঙের পাথর। সে পাথর ভেদ করে ছুটে আসছে আলো, স্নিগ্ধ, শীতল। পশ্চিম দেয়ালের ধার ঘেঁষে ছোট্ট একটি টেবিল হাতির দাঁতের তৈরি হবে হয়তো। তার ওপর একটি ফুলদানি। সেই ফুলদানিতে তিনটি মাত্র ফুল তরতাজা। একটি গোলাপ একটি চম্পা আর অন্যটির নাম জানে না ফাহাদ। এই হল এতবড় ঘরের আসবাবপত্র। একটা মিষ্টি গন্ধ সাঁতরাচ্ছে ঘরময়। চিন্তা-টিন্তা করে কি লাভ! কান্নাকাটি করেই বা কি হবে। কে শুনবে তার কান্না। ঝিম মেরে বসে থাকে ফাহাদ। ভয়টয়কে সে

www.pathagar.com

কবর দিয়ে ফেলেছে। যা হবার হবে। আল্লাহ ভরসা। সূরা কালাম যেসব শিখেছিল বড় হুজুরের কাছে তা আওড়াতে থাকে মনে মনে। আর চোখ ফেলছে দেয়ালগুলোতে। কারিগরের প্রশংসা করতেই হবে। কোন দেয়ালেই জোড়া নেই। এতবড় পাথর জোগাড় করল কোত্থেকে। আরে এই ঘরের দরজা কোথায়, জানালা কোথায়? ঘরের কোণায় কোণায় দৃষ্টি ফেলে ফাহাদ। নাহ! কোন অস্তিত্বই খুঁজে পেল না দরজা-জানালার। অদ্ভুত কাণ্ড, দরজা-জানালা ছাড়া আবার ঘর হয় নাকি। বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই নাকি কারিগরগুলোর। কষে গাল দিল, প্রশংসার বদলে। এ ঘর থেকে উদ্ধার পাবে কি করে! একটা ভয় আবার উড়তে উড়তে ফাহাদের বুকের ভিতর ঢুকে পড়ে। মগজের কোষগুলোতে একটা ব্যথা দৌড়-ঝাঁপ করে।

পালঙ্ক থেকে নামতে ইচ্ছে হচ্ছে না ফাহাদের। ভয়ের ব্যাপারটাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। একটা হালকা বাতাস শীতল করে দিচ্ছে ফাহাদের সমস্ত শরীর। এই বদ্ধ ঘরে বাতাস আঁসছে কিভাবে। এদিক সেদিক দৃষ্টি ফেলে। নাহ! কোথাও ছিদ্র টিদ্র দেখা যাচ্ছে না। তাহলে! ফাহাদ অনুভব করে জাজিমের সাথে সেটে থাকা তার হাত-পা'র আঙ্গুলগুলোকে জড়িয়ে ধরছে শীতল হাওয়া, বারবার। তখনই ফাহাদ আবিষ্কার করে হাওয়ার উৎস এই পালঙ্ক। সে এখন পালঙ্কটির প্রতি মনোযোগী হয়। হালকা আলো হলে কি হবে সবকিছুই ঠিকঠাক বুঝা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। প্রথমে জাজিমটি পরীক্ষা করে ফাহাদ। জাজিমের চারপাশটায় অসংখ্য ছিদ্র। সে ছিদ্র দিয়েই উঠে আসছে ঠাণ্ডা বাতাস। তারপর ছড়িয়ে পড়ছে সারা পালঙ্কে। মাথার দু'পাশের রগগুলো টনটন করে ওঠে ফাহাদের। বুদ্ধি-বিবেচনা গুলিয়ে যায়। পালঙ্কটি ঝিকমিক করছে। হঠাৎ এক জায়গায় এসে আটকে পড়ে দৃষ্টি। পালঙ্কের পশ্চিম পাশের মাথায় বোতামের মতো কি একটা সেঁটে আছে। পায়ের দিকে তাকাল, না সেখানে এমন কিছুর অস্তিত্ব দেখা গেল না। মাথাটা সামনের দিকে ঝুকিয়ে বুঝার চেষ্টা করে ফাহাদ জিনিসটি কি। হ্যাঁ! বোতামের মতোই বস্তু এটি। কি সব আঁকিবুঁকি চারপাশটায়। সোনার পালঙ্কে রূপার বোতাম ব্যাপারটা কেমন কেমন লাগছে। হাতটা এগিয়ে নেয় বোতামের কাছাকাছি আর অমনি সব বাতাস বন্ধ। ঘটনার আকস্মিকতায় ফাহাদ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। ভয়ও লাগে একটু একটু। ঘরের চারদিকে তাকায়। নাহ! সব ঠিকঠাক। সাহস করে

www.pathagar.com

হাতটি আবার বোতামের কাছাকাছি নিতেই ঠাণ্ডা বাতাসে পালঙ্ক ভরপুর। মঈন মামার কথা মনে পড়ে ফাহাদের। মামা থাকলে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখত পালঙ্কটি দু'জনে মিলে। বোতামের কেরামতিটা বের করে আনত। এটি যে বোতাম নয় বাতাস তৈরির যন্ত্র তা অবশ্য বুঝে ফেলেছে ফাহাদ। এত ছোট চোখেই ধরে না। তাও আবার পালঙ্কে ফিট।

বসে থাকতে থাকতে ফাহাদের আর ভাল লাগছে না। নজরুলের কবিতা মনে পড়ে তার। কয়েক লাইন আবৃত্তি করে কবিতাটি, শব্দ করেই। 'আমি হব সকাল বেলার পাখি/ সূর্যমামা জাগার আগে উঠব আমি ডাকি।' দরজা নেই খিড়কি নেই আকাশের দেখা নেই এখানে আবার সূর্য। সূর্য বেটা ঘুমিয়ে আছে না জেগে আছে কে জানে। মনে মনে খুব রাগ হয়। নানারকম ভাবনা এসে মগজে লাফাতে থাকে। ঠিক এই সময় দক্ষিণের দেয়ালটি দু'ভাগ হয়ে পাশের দেয়ালগুলোর ভিতর ঢুকে পড়ে। আর অমনি এক দঙ্গল বাতাস আর আলো হুড়মুড় করে এসে আছাড় খায় ঘরের উঠানে। ব্যাপারটা ঘটল শব্দহীন। ফাহাদ ঠায় বসে। কাণ্ডগুলোর প্রতি নজর ফেলছে নীরবে। উদ্বেগ নেই আতঙ্ক নেই। লাভ কি এসবে। শুধু শুধু নিজেকে দুর্বল করা। যা ঘটার তো ঘটবেই। তাই আগামী ঘটনার অপেক্ষায় থাকল ফাহাদ। নজর এখন ফাঁক হওয়া দেয়ালের দিকে। হৃদয় ঘড়িতে শব্দ হচ্ছে টিক টিক। ঘরের দেয়ালগুলোর আলো অনেকটা নিভু নিভু। কত সময় যে গেছে ঘুম আর জেগে কে জানে। একদিন না এক যুগ কিছুই আন্দাজ করতে পারছে না ফাহাদ। ফুলের গন্ধটা মন্দ লাগছে না। পালঙ্ক থেকে নামবে কি নামবে না মনের সাথে মনের কথা কাটাকাটি শেষ করার আগেই ঘরে এসে ঢুকল মুগিস, সাথে ভোলাও। লেজ নাড়ছে ভোলা, আর কোঁ কোঁ শব্দ সেই আগের মতো। ফাহাদের স্নেহের পাটাতনে বিন্দু বিন্দু পানি ফুলে ফুলে উঠছে। মুগিস সালাম জানাল। মনে মনে সালামের জবাব দিল ফাহাদ। রাগে গোস্যায় দেমাগ তার টং। তিনজনই চুপচাপ। পালঙ্কের বাতাস থেমে গেছে ইতিমধ্যে।

মধ্যম আকারের একটি পুকুর। সেই পুকুরের ঘাটলায় বসে আছে ওরা তিনজন। ফাহাদ মুগিস আর ভোলা। লাল পাথর কেটে তৈরি এই ঘাটলা। সিঁড়ি আছে এগারটি। দুটি ডুবসাঁতারে ব্যস্ত। আর বাকি নয়টি ওপরে। একটি আস্ত পাথর কেটে বানানো হয়েছে এই পুকুর ঘাটলা, ফাহাদের

www.pathagar.com

কাছে এমনটাই মনে হচ্ছে। জোড়া টোরার কোন চিহ্ন নেই। ঘরের দেয়ালগুলোর মতো। টলটলে পানি, পুকুরের মাঝখানে একটি মাত্র শাপলা ফুল, আকারে বিশাল। এতবড় শাপলা ফাহাদ জীবনে দেখেনি। গাঢ় নীল রঙের পাপড়িগুলো। দুটি বালিহাঁস সুরমা রঙের, সাঁতার কাটছে ছোট ছোট ঢেউ তুলে। সে ঢেউয়ের তালে তালে কাঁপছে শাপলার বিশাল পাতা। মাছ-টাছ আছে কিনা কে জানে। পুকুরের পাড়গুলো ফুলে ফুলে ছাওয়া। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু ফুল আর ফুলবাগান। ফাহাদ মনে মনে পুলকিত হয় এত ফুল দেখে। তার ফুল খুব পছন্দের। ফুল নিয়ে দু-এক লাইন কবিতাও লিখেছিল কদিন আগে। সে লাইন কটি আবৃত্তি করে নীরবে, 'বাদশা বাবর আনল প্রথম গোলাপ ফুলের চারা/ সেই থেকে হয় বাংলাদেশ গন্ধে পাগলপারা।' এত ফুল, গোলাপ নেই কেন? একবার ভাবে মুগিসকে জিজ্ঞেস করবে। পরে মত পালটায়। ফাহাদ তাকিয়ে আছে বাগানের দিকে, ফুলের দিকে। আরে ঐ তো গোলাপবাগান। রঙটা নীল এই যা। কালো গোলাপ যদি থাকতে পারে নীল গোলাপ থাকবে না কেন? হঠাৎ একটি মাছরাঙা পুকুরের ঝাপিয়ে পড়ে ছোট মাছ ঠোঁটে করে পালিয়ে যায়। এতক্ষণে একটি পাখি দেখে আনন্দ অনুভব করে ফাহাদ। সাদা রঙের মাছরাঙা এই প্রথম দেখল। ঝিরিঝিরি বাতাসে ভালোই লাগছে এলাকাটি। দূরে একটি বড়সড় গাছ দাঁড়িয়ে আছে শিরদাঁড়া টানটান করে। পাতার ফাঁক-ফোকরে কিসব ফলটলও দেখা যাচ্ছে। নাশপতি না জলপাই বুঝা যাচ্ছে না। বিশাল মাঠে একটি মাত্র গাছ, অবাক লাগে ফাহাদের। দমকা বাতাসে ফুলগুলো লুটোপুটি খাচ্ছে, ঢলাঢলি করছে। ভোলা ফাহাদের পায়ের কাছে বসে লেজ নাড়ে আর দেখে ফুলের হাসাহাসি। নীরবতা ভাঙল মুগিস, কিরে কেমন লাগছে আমাদের এ মুল্লুক, কিছুই বলছিস না। ফাহাদের ভয়-ডর সব উড়ে গেছে। বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয় তারপর মুগিসের চেহারায় চোখ রাখে। মুগিস অন্যরকম হয়ে গেছে অনেকটা। অতিরিক্ত সাদা লাগছে তাকে। ভোলার ব্যাপারটা আলাদা। সে শুনেছে জ্বিনরা নাকি ফকফকা সাদা হয়। মুগিস জ্বিনদের দলে ভাবতেই যেন কেমন লাগে ফাহাদের। ভয় করে কি লাভ, পালাবে এমন রাস্তাঘাটও তো তার অজানা। আর মুগিস জ্বিনটিন যাইহোক সে তো ফাহাদের প্রিয় বন্ধু। তাই ঠোঁটে একটি হাসি ঝুলিয়ে দিয়ে বলল, 'খুব সুন্দর'! কিন্তু

www.pathagar.com

ঘরবাড়ি তো কিছুই দেখছি না। ফাহাদের দৃষ্টি বালি হাঁসগুলোর দিকে। চারদিকে বাগান– মাঝখানে পুকুর, টলটলে পানি কি অদ্ভুত, চমৎকার। মুগিস সরাসরি কোন জবাব না দিয়ে বলল, চল জায়গাটি তোকে ঘুরে দেখাই। উঠতে যাবে ঠিক এ সময় দুটি বালক এসে হাজির। ফাহাদ মুগিসের সমবয়সী ওরা দু'জন। একজনের নাম হুমাম অন্যজন সিমিন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্নদা স্কুলের ছাত্র। মুগিসই পরিচয় করিয়ে দিল। হুমাম বেশ চটপটে, দু-এক কথার পরই আপন করে নিল ফাহাদকে। ওরা এখন বন্ধু। তাতে মুগিসও খুশি। কিসের যেন ছুটি পড়েছে স্কুল, বাড়িটা ঘুরে যাচ্ছে এই ফাকে ওরা। মলয় আর পবনের কথা তুলল সিমিন। এক ক্লাসে পড়ে, খুব ভালো বন্ধু। শহরের পাইকপাড়ায় বড় পুকুরের উত্তর পাড়ে ওদের দু'জনের বাড়ি। ওরা আসতে চেয়েছিল। এক সময় ওদেরকে নিয়ে আসব। সিমিনের কথা শুনে হাসল মুগিস। সবাই তো আর ফাহাদ না, এনে তো বিপদে পড়বি। হুমাম, মুগিসকে সমর্থন করে। ফাহাদ চুপচাপ মুগিসদের আলাপ-সালাপ শুনছে। তবে আর যাই বলিস মলয়দের বাড়ির মিষ্টিটা যা মজা! না মুখে লেগে থাকে আর কি। মলয়ের মা খুব ভালো মহিলা। ওদের বাড়ি গেলেই বাসন ভর্তি মিষ্টি খেতে দেন। সিমিনের কথায় মনে হচ্ছিল কাশার থালা ভর্তি পানতোয়া-রসকদম বুঝি তার সামনে রাখা। মিষ্টির কথা উঠতেই ফাহাদের জিবেও পানি এসে যায়। বিশেষ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাতৃভাণ্ডারের রাজভোগ আর ছানামুখি। ফাহাদ শুনেছে জ্বিনরাও নাকি মিষ্টির পাগল।

ফুলবাগান আর ফুল, গন্ধে ভুরভুর করছে বাতাস। এসবের মাঝখান দিয়ে হাঁটছে মুগিস ফাহাদ সিমিন আর হুমাম। ভোলাটা পিছন পিছন।

একটা ছায়া ছায়া ভাব ফুলবাগানে। ফুলগুলো হেলছে দুলছে, প্রজাপতি উড়ছে ফুলে ফুলে। একেকটা প্রজাপতি মনে হয় জালালি কইতর। এতবড় প্রজাপতি, চোখ উলটে যাওয়ার কথা। এখানকার সবকিছুই আজব ধরনের। একটি বাগান পার হয়ে অন্য আর একটি বাগানে ঢুকল ওরা। পরিবেশটা আবার আর এক রকমের। গন্ধটাও ভিন্ন। গাছগুলো অনেকটা ধানগাছের মতো। কিন্তু ফুল অবিকল গাঁদা, রঙ সবুজ। গাঁদা সবুজ রঙের হয় ফাহাদ বাপের জনমেও শোনেনি। জিজ্ঞেস করতে চাইলো একবার, নাহ! জিজ্ঞেস করে কি হবে, এখানকার দস্তুরই এ রকম। এতসময় ধরে

www.pathagar.com

তো উলট-পালট সব দেখছে ফাহাদ। তাই ভয়টয় দূরে সরিয়ে রেখেছে। অবাক টবাকও আর হচ্ছে না। ওরা হাঁটছে কিন্তু ঘরবাড়ির দেখা নেই। লোকজনেরও পাত্তা নেই। ফাহাদ এবার চুপ না থেকে মুগিসের কাছে জানতে চাইল ব্যাপার কি। শুধু ফুলই দেখাবি, গাঁও-গেরাম দেখাবি না! মুগিসের ঠোঁট থেকে একটা রহস্য ভরা হাসি দৌড়ে পালিয়ে গেল। পলায়নপর হাসির দিকে তাকিয়ে থাকল ফাহাদ। হঠাৎ একটি প্রজাপতি এসে ধাক্কা খায়। তারপরই দেখল ফাহাদ অবাক করা কাণ্ডটি। উড়তে উড়তে দুটি পরী এসে নামল ফুল বাগানে। পরী না বলে পরীর বাচ্চা বলাই ভাল। ছোট্ট দুটি মেয়ে। ওদেরকে চেনাচেনা লাগছে ফাহাদের। পরীর বাচ্চা দুটি নিজেদের মধ্যে কি সব কথাবার্তা বলছে। শরীরে মাখল ফুলের পাপড়ি। এরপর উড়াল দিল। মুগিস তাকিয়ে আছে ফাহাদের চোখের দিকে। সিমিন আর হুমামেরও হাসি হাসি চেহারা। পরীর বাচ্চা দুটি যাচ্ছে উড়ে। ফাহাদ এই প্রথম দেখল পরী। বইপত্রে অবশ্য পরীর ছবি দেখেছে, বাস্তবে দেখল এখন। মুগিস বলল, দেখ তো ওদেরকে চিনতে পারিস কিনা। ফাহাদ ধাঁধায় পড়ে গেল। ও চিনবে কি করে? মুগিস একটা আস্ত আহাম্মক। জ্বিনের দেশে এর আগে তো আর কোনদিন আসেনি ও। ধাঁধার পর্দা ছিঁড়তে চেষ্টা করল, পারল না। মুগিস পর্দাটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল। তারপর চারজনে একসাথে হাসি। বড় আলগা বাড়ির জামগাছের সেই ছোট্ট মেয়ে দুটি। তখন তো ওদের পাখা ছিল না। মুগিস জানাল পাখাটাখা সবই ছিল, তোদের চোখে ধরা পড়েনি। হাঁটতে হাঁটতে চার বন্ধু আর ভোলা বাগানের প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এসেছে। দূরে দেখা যাচ্ছে টিলার মতো কিসব। ওরা বসল উঁচু মতো একটা জায়গা দেখে। চমৎকার ঘাসের গালিচা। একটি সাপ চলে যাচ্ছে দ্রুত। ফাহাদ সাপ দেখে ভয়ে আঁতকে ওঠে। হুমাম জানাল ভয়ের কোন কারণ নেই, ও এদিকে আসবে না, বাড়ি যাচ্ছে।

ভোলা লেজ নাড়ছে ফাহাদের পায়ের কাছে। বাতাসে উড়ছে ওর লেজের পশম কাশফুলের মতো। মুগিস হুমাম আর সিমিন কি যেন ভাবছে, আর তিন জোড়া চোখ এক করে ফেলছে বারবার। ফাহাদ আড়চোখে দেখে ব্যাপারটি। আশেপাশে কিসের যেন চলাফেরা অনুভব করে কিন্তু কিছুই নজরে আসছে না। একটা শীতল ভয় দাঁড়িয়ে আছে দূরে। দেখছে

www.pathagar.com

ফাহাদকে। নীরবতা ভাঙল মুগিস। সিমিন হুমাম আর মুগিস এক অচেনা ভাষায় কথা বলল। তারপর ফাহাদের চোখের ডান থেকে বায়ে হাতের তালুটি ঘুরিয়ে আনল মুগিস। আর অমনি ফাহাদের সামনে অন্য জগত। গ্রাম গ্রাম ভাব। বাড়িঘরগুলো ফাঁকা ফাঁকা দূরে দূরে। কোন কোন বাড়িতে একটা দুটা গাছ। অচেনা অজানা। ঘরগুলো গুহার মতো করে তৈরি। কোন পশু-পাখি দেখা যাচ্ছে না। তবে বাড়ির আশপাশগুলো ফুরফুরে ঘাসে ঢাকা। মানুষের সুরতে কিসব চলাফেরা করছে রাস্তাঘাটে। ফাহাদ কতকটা অবাক হয়। এ আবার কি রকম মানুষ, হাত-পাগুলো কুকুরের মতো। পশমে ঢাকা হাঁটু আর কনুই পর্যন্ত। বাড়ির উঠানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে হাড্ডি আর গোবর জাতীয় কিসব। দাঁড়কাকটি দেখা গেল একটি ঘরের চালায়। ওর বাড়ি হবে হয়তো ওটি। ফাহাদ ঘরগুলোর ভিতর উঁকি দিতে চাচ্ছিল আর অমনি সব হাওয়া। মুগিস তার হাতের তালু ফাহাদের চোখের বাম থেকে ডানে নিয়ে গেল আবার।

ফুলগুলো হেলেদুলে পড়ছে একজন আর একজনের গায়ে। দৌড়ে চলে যাচ্ছে বাতাস। মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে ফাহাদের। বুকের ভিতরও কেমন একটা ধুকপুক। আকাশ থেকে পাতালে পড়ে যাবার জোগাড়। যাদুর দেশ নাকি এটি, ফাহাদ ভাবে। ঘরবাড়ি আবার পরক্ষণে উধাও। জ্বিনরা কি যাদু জানে? সাত-পাঁচ চিন্তা করে, তারপর গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা মনটাকে মাটিতে নামিয়ে আনে। একটু আগে দেখা দৃশ্যগুলো আতিপাতি করে খোঁজে ফাহাদ। একেবারেই ভিন্ন রকম ছবি এখন। একটা নীরবতা বসেছিল ওদের পাশে একাএকি। সিমিন ওকে তাড়িয়ে দিয়ে কথা শুরু করে। মুগিস বসে থাকল, ঠোঁটে আঙুল। হুমাম আর ভোলাও নিঃশব্দ। ফাহাদের কাঁধে হাত রাখে সিমিন, তারপর আঙুল উঁচিয়ে বলে ঐ যে দেখছ টিলাগুলো ওখানে জ্বিনেরা বসবাস করে। এলাকাটির নাম হল নজ্জিশাইন। ওরা দুষ্টু জ্বিন। তোমাদের মধ্যে যেমন গুণ্ডা-পাণ্ডা আছে, সন্ত্রাসী আছে ওরা সে রকমের। এসব জ্বিনরাই গোলমাল করে মানুষের বাড়ি ঘরে গিয়ে। আমরা ওদেরকে বলি মারাদাহ। অর্থাৎ দুষ্টু জ্বিন। আর ঐ পাশে যে পাড়াটা দেখা যাচ্ছে সে পাড়ায় থাকে গাইলানরা। গাইলান হলো গিয়ে যাদুগির জ্বিন। ওরা যাদু টোনা করে মানুষকে ভেলকিতে ফেলে। আর যে জায়গাটিতে আমরা বসে আছি, তুমি একটু আগে যা

www.pathagar.com

দেখলে সে গ্রামটির নাম হল নাসিবাইন। এ গ্রামে ভদ্র শিক্ষিত জ্বিনরা বসবাস করে। নাসিবাইনের বেশিরভাগ জ্বিনই থাকে তোমাদের এলাকায়। লেখাপড়া করে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে। মাদ্রাসায়ও পড়ে অনেকে। চাকরি-বাকরিও করে। কেউ কেউ তো স্থায়ী বসতি করে ফেলেছে সেখানে। আমাদেরও ইচ্ছা থেকে যাব। আব্বার সাথে আলোচনাটা পাকা হয়ে আছে। অন্নদা স্কুলটা খুব মজার স্কুল। পবন আর মলয়কে রেখে আসতে মন চায় না। কুদ্দুস আর জাফরও প্রিয় বন্ধু। জাগিরবাড়ির ছেলে ওরা। সমবয়সি। তিতাস পাড়ে বৈকালিক ভ্রমণ কি করে ভুলবো! এক নিঃশ্বাসে উগলে দিল কথাগুলো সিমিন।

ফাহাদ এত সময় সিমিনের চেহারার দিকে হা করে তাকিয়েছিল। শুনতে শুনতে চোখ দুটি তার ফুটবল হয়ে যাচ্ছিল বারবার। ভয়টয় কোথায় যেন পালিয়ে গেছে। চারবন্ধুর এখন গলাগলি ভাব। ফাহাদ ভাবতেই পারছে না ওরা অন্য জাতি, জ্বিন। আর সেও এখন জ্বিনের রাজ্যে মেহমান। ফুলগাছগুলো তোলপাড় করে কি যেন একটা বেরিয়ে গেল। ফাহাদ দেখার চেষ্টা করল, বুঝার চেষ্টা করল পাত্তা পেল না। কুকুর-টুকুর হবে হয়তো। কুকুরই হোক আর ছাগলই হোক দেখছে না কেন? এই ভেবে ফাহাদের খুব রাগ হয়। মুগিস ব্যাপারটা খেয়াল করে। হুমামও উসখুস করে, কিছু বলতে গিয়ে থেমে যায়। ভোলাটা কোত্থেকে এক চক্কর মেরে এসেছে। শুধু শুধু ঘেউ ঘেউ করে উঠল। আওয়াজটা কেমন ভাংগা ভাংগা অন্যরকম বোঝাচ্ছে। এ মুল্লুকে সব কিছুই কি বদলে যায়? মুগিস প্রস্তুতি নেয় উঠার। অন্যরা তাকে অনুসরণ করে। ওরা হাঁটছে বাগানের পাশ ঘেঁষে। কিসের সাথে যেন ধাক্কা খায় ফাহাদ। মানুষ টানুষের মতোই লাগল। ডানে-বাঁয়ে নজর ফেলে। কিন্তু কিছুই নজরে এল না। ফাহাদের মনে একটু একটু ভয় জমা হয়। মুগিস কাকে যেন ধমকাছে আর কিসব বলছে। এই ভাষা ফাহাদের অজানা। এটা কি ভাষা? জিজ্ঞেস করতে হবে মুগিসকে। ফুলবাগানটা বাঁয়ে রেখে ডানে মোড় নেয় ওরা। ভোলাটা এখন আগে আগে। চারদিকে শুধু ফুলবাগান ফসলি জমি কই, ধানী জমি কই। গমটমের গাছও তো দেখা যাচ্ছে না। ওরা খায় কি! ফুল খায় নাকি! ফাহাদের ভিতরে এমনি প্রশ্ন আকুপাকু করে ওঠে। বিষয়টা মুগিসকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়। প্রশ্নটা ঠোঁটের আগায় ঘোরাঘুরি করে আবার পেটের ভিতর ঢুকে পড়ে।

www.pathagar.com

এ সময় নানার কথা মনে আসে। তিনি একদিন গল্প করতে করতে বলেছিলেন জ্বিনরা নাকি হাড্ডি আর গোবর খায়। কথাটা উঠে আসতেই ফাহাদের ঘিন্না ঘিন্না লাগে। বমি বমি লাগে। হঠাৎ কিসের যেন একটা শোরগোল কানে আসে। ঝগড়াঝাটির মতো মনে হচ্ছে। কিন্তু নজরে আসছে না কিছুই। ফাহাদ পরে, মুগিসের চোখে চোখ রাখে। 'ও কিছু না, দুই গোত্রের মধ্যে তর্কযুদ্ধ এটি। এমন প্রায়ই হয়, মুগিস ফাহাদের জিজ্ঞাসার জবাব দেয় ঝটপট। হুমাম বিষয়টি টেনেটুনে আরো বড় করে। বনূ শাইআন আর বনূ আকিয়াশা নামে দুটি গোত্র আছে আমাদের। এই দুই গোত্রের মধ্যে কথা কাটাকাটি হচ্ছে। ভয়ের কিছু নেই। এবার কিন্তু আসলেই ফাহাদের ভিতর ভয় ঢুকে যাচ্ছে। সিমিনদের অভয়বাণী পানির মতো টুপটাপ করে পড়ছে ঘাসে।

দূর থেকেই ফাহাদ লক্ষ্য করে। ওটা কী ব্যাঙের মতো লাগছে। এত বড় ব্যাঙ হয় নাকি। আস্ত একটা ঘরের সমান। যতই কাছাকাছি যাচ্ছে ততই অবাক হবার আকাশটা বিশাল হচ্ছে। নিজে তো নয়ই বাপ-দাদাদের কাছেও শোনেনি এমন রাক্ষুসে ব্যাঙের কাহিনী। নানাদের বৈঠকখানার চেয়েও বড় হবে, বসে আছে ব্যাঙ, নির্বোধের মতো। নট নড়ন-চড়ন। কোন্ দীঘিতে বাস করে এত বড় ব্যাঙ! কাছে পিছে তো কোন দীঘি-টিঘিও নজরে আসছে না। এটি কোলা না ভাউয়া ব্যাঙ। নিজের সাথে নিজেই কথা বলে ফাহাদ। ব্যাঙটির চারপাশ জুড়েই গোলাপ বাগান। পরিপাটি করে সাজানো। গোলাপগুলো সব নীল। নীল গোলাপের কথা স্মরণে আসতেই আঁতকে ওঠে ফাহাদ। ব্যাঙটি তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। হুমামরা দাঁড়িয়ে আছে মুখোমুখি। দমকা বাতাসে সিমিনদের চুল উড়ছে। জামা-কাপড় উড়ছে। গোলাপগুলো একটা আর একটার ওপর ঢলে পড়ছে বারবার। কান পাতলে মনে হবে হাসাহাসি করছে। বাতাসে জড়িয়ে যাচ্ছে সুগন্ধি। মুগিসই তুলল কথাটা, এই যে দেখছিস ঘরটি, ওটি আমাদের বাগানবাড়ি। নকশাটা আব্বার তৈরি। অবশ্য কারিগরি বিষয়গুলোর সাথে পারস্য আর শ্যামদেশের ইঞ্জিনিয়ার-শিল্পীরা জড়িত। জলজ্যান্ত ব্যাঙকে মুগিস বলছে ঘর, ওদের বাগানবাড়ি। ফাহাদের চোখে সরষে ফুল ঢুকে পড়ে। কি জানি বাবা আজব দেশের আজব কাণ্ড। এ দেশের নামটা কি তাও তো এত সময়ে জানা হল না। বকবক তো কম

www.pathagar.com

হয়নি। পরীর দেশকে তো পরীস্থান বলে। নানীও একদিন সে কথাই বলেছিলেন। কিন্তু এখানে পরী কই। দুটি বাচ্চা পরী ছাড়া আর কোন পরীর তো দেখা মেলেনি। স্কুলের মৌলবী স্যার একবার বলেছিলেন জ্বিনরা যে দেশে বাস করে সে দেশের নাম নাকি 'জেবলুল জিন্না'। ফাহাদ কি তাহলে এখন জেবলুল জিন্নায়? কোথায় এ দেশ আকাশে না পাতালে। ফাহাদের মাথার কোষগুলো গরম হয়ে যাচ্ছে। মুগিসরা ব্যাঙের পেটের ভিতর ঢুকার আয়োজনে ব্যস্ত। এই সুযোগে ফাহাদ মুগিসের কাছে জানত চাইল, আরে তোর আব্বা কোথায়, উনার সাথে তো দেখা-সাক্ষাৎই হলো না এত সময়। মুগিস চুপচাপ থাকে কিছু সময়। হুমামদের চোখজোড়াও আটকে আছে মুগিসের চেহারায়। মুগিস তার গলার আওয়াজটা নামিয়ে এনে বলল, আব্বা ডাক্তারদের পরামর্শের জন্য গেছেন। ঘোড়া থেকে পড়ে ঠ্যাঙে আঘাত লেগেছিল। এখন আবার একটু একটু ব্যথা অনুভব করছেন। এ পর্যন্ত এসে মুগিস থেমে গেল। ফাহাদও আর জানতে চাইল না ডাক্তারের বাড়িঘরের খবর। এমনিতে ফাহাদের ভয়টা ফিরে আসছে নতুন করে। মুগিসদের ব্যাঙমার্কা বাগানবাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে সে। ব্যাঙটির সমস্ত শরীর জুড়ে বিন্দু বিন্দু পানি। মনে হচ্ছে এই মাত্র কোন দীঘি বা নদী থেকে উঠে বসে আছে এখানে। সাদা পেটটি উঠছে নামছে। গলার কাছটাও নড়ছে। সেখানে একটি বড় নীল তারা। তারা রহস্য হুমাম ফাঁস করে দিয়েছে আগেই। তাই এ নিয়ে ফাহাদের আগ্রহ কমে গেছে। লাল চোখ দুটিতে যেন কিসের একটা জিজ্ঞাসা। ব্যাঙকে বলছে, 'বাগানবাড়ি' পাগল নাকি ওরা, ফাহাদ মুগিসের চোখে চোখ ফেলে। মুগিস মুচকি হাসে। সিমিনই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে ফাহাদের কাছে। এই যে ব্যাঙের শরীরে বিন্দু বিন্দু পানি, সেগুলো তৈরি হচ্ছে সূর্যের কিরণ আর ঘরের ছাউনির ঘষাঘষিতে। চোখ দুটি ঘুরছে দেখছ তো। ওগুলো আসলে কিন্তু চোখ না যন্ত্র। পেটের ওঠানামাটা এই যন্ত্রেরই কেরামতি। এই বাগানবাড়ির পেটেই তো তুমি রাত কাটিয়েছিলে। ওটা আমাদের মেহমানখানা, গেস্টহাউস। ফাহাদ যেন আসমান থেকে পিছলে পড়ে যায়, সিমিনের কথা শুনে।

বাতাস বইছে ফুরফুরে। ওরা হাটছে চার বন্ধু। ফাহাদ মুগিসদের বাগানবাড়ির পেটের ভিতর দৃষ্টি চালান করার চেষ্টা করে। খামচাখামচি

www.pathagar.com

করেও কাজ হয় না। দরজা নাই জানালা নাই এমন ঘরে ঢুকবে কি করে? যা'ও একটু আগে মুখটা হা করা ছিল এখন আবার তালা। ভিতরে কি আছে কে জানে। ওরা তো বলছে আবোল-তাবোল। অনেকগুলো ভাবনা চক্কর দেয় মাথার চারপাশটায়। ভয়ের বাচ্চাগুলো দৌড়াদৌড়ি করে আবার। কোনটা লাফিয়ে উঠে ঘাড়ে। কোনটা ঢুকে যাচ্ছে বুকের খাঁচায় সুড় সুড়। কাদের যেনো চলাফেরা অনুভব করে ফাহাদ, মাঝেমধ্যে দুএকটা শব্দও আসে। তাও অচেনা-অজানা। কানে বাজে ভাঙ্গা ভাঙ্গা। এখানে পৌঁছা অবধি এজাতিয় দৃশ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে বার কয়েক। জীনের ভাষার কি নাম? অক্ষরগুলো কেমন! বইপত্র আছেতো? জিজ্ঞেস করবে এক সময় মনে মনে ভাবে। কিন্তু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস আর হয়ে উঠে না। এরিমধ্যে হুমামদের ঠোঁট উঠানামা করছে এক অদ্ভূত কায়দায়। আড় চোখে দেখে ফাহাদ। দেখা দেখি ছাড়া আর কীইবা উপায় আছে তার।

এক ঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে ঘাস ছুঁই ছুঁই। চড়ুইর মত শরীর আর বকের মত গলা। এমন আজব পাখি মঈনকে মনে করিয়ে দেয়। মঈনের কথা মনে আসতেই চোখ ভরে আসে কান্নায়। ব্যাপারটা লক্ষ করে মুগিস। সিমিন আর হুমাম কাঁধে হাত রাখে ফাহাদের। ফাহাদ স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে। মুগিস কি বলতে গিয়ে মাঝপথে আটকে যায়। কিছু ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দ মাটিতে পড়ে ঝুরঝুর। ফাহাদ তাকিয়ে থাকে সে দিকে। একটু টিলা মত জায়গায় এসে থামে ওরা। ওমা! এখানে পানি এলো কোথেকে! ফাহাদ যেন এভারেস্ট থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। সে শুনেছে পৃথিবীর সবচেয়ে উচু পর্বত সেটি। উচুটুচু চুলায় যাক এত পানি! ওপারের কিছুই নজরে আসছে না। এটা নদী না সাগর, যা বড় বড় ঢেউ সাগরই হবে হয়তো। সাগর হলেতো মুসকিল। বাড়ি ফিরবে কি করে! সব সুনসান, সামনে শুধু পানি আর ঢেউ। হাউমাউ করে কাঁন্দতে ইচ্ছে করছে ফাহাদের, কিন্তু আটকে যাচ্ছে গলায়। বিশাল ঢেউ লাফিয়ে পড়ল। একটা শীতল বাতাস উড়ে এলো, সাথে ঢেউয়ের কিছু টুকরা। ব্যঙটা কি তাহলে এই সাগরের বাস করে? ঘাড় কাত করে দেখে ফাহাদ। ব্যঙটি বসে আছে হাবাগোবার মতো দূরে। চারপাশে নীল গোলাপ হেলেদুলে পড়ছে একজন আর একজনের পিঠে। ভয় আর রাগ ফাহাদের চোখের মনিতে ঝলঝল। এই অবস্থায় হুমাম ফাহাদের হাতটা টেনে নেয় তার মুঠিতে। তারপর

www.pathagar.com

বলতে শুরু করে, এই যে দেখছ সাগর এই সাগরে আছে অসংখ্য দ্বীপ, সেই দ্বীপগুলোতেই আমাদের বাড়িঘর। পাহাড়-পর্বতেও আমাদের অনেকেই বসবাস করে। আমরা যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছি এটিও কিন্তু একটি দ্বীপ। তোমার আর আমার মাঝখানটায় একটা পাতলা পর্দা ঝুলে আছে মাত্র। এপারে আমরা আর ওপারে তোমরা। পর্দাটা তুলে ফেললেই সব একবরাবর। এক ঘরের বাসিন্দা। তখন শুধু ফুল আর পাখি। মুগিস সিমিন খুশি খুশি চেহারায় ফাহাদের চোখে চোখ রাখে। ওদের নজরে রাজ্যের জিজ্ঞাসা। ছেলে তিনটা পাগল নাকি? জীন আর মানুষ এক হবে কি করে! নানার কাছে শুনেছে জীনের হাড্ডি গোসতে নাকি আগুন আর মানুষের মাটি। এরপরও মুগিসদের জন্য মন ধড়ফড় করে ওঠে। ফাহাদ লাজওয়াব। ঠায় দাঁড়িয়ে মূর্তীর মতো। শুধু ঢেউয়ের নাচানাচি পায়ের ধার ঘেষে। ফাহাদের হাত হুমামের হাতের মুঠিতে ঘুমিয়ে তখনো। প্রস্তাবটা ঘুরঘুর করে। ফুল আর পাখি ভাবতেই চকচক করে উঠে চোখ।

মুগিস হুমাম আর সিমিন ঘিরে বসে ফাহাদকে। তিনজনের হাতেই ফুল। নীল গোলাপ। বন্ধুরা উপহার দেয় ফুলগুলো। দুটি পকেটে পুরে, একটি হাতে রাখে। গোলাপ থেকে ধুয়ার মতো উড়ছে গন্ধ। সেই আগের গন্ধ অনুভব করে ফাহাদ। ঝাপসা হয়ে আসে চোখ। শরীরে গেথে যাচ্ছে অবসাদ। মুগিসদের চেহারা নজরে আসছে না, পরিষ্কার। একসময় সব অন্ধকার।

ফাহাদের চারপাশে বাড়িশুদ্ধ মানুষ। মাথায় পানি ঢালছে নানী। আম্মা গরম দুধের আয়োজনে ব্যস্ত। ইতিমধ্যে ফাহাদের আব্বাও পৌছে গেছেন। মঈন দাঁড়িয়ে আছে পাশে। বৈঠকখানায় আনন্দের হুল্লোড়ে ফাহাদের দুই নানা আর পীর সাহেব। ফাহাদ ঘুমিয়ে ছিল নামাযঘরে। সাচ্চু মামাই প্রথম আবিষ্কার করে আনন্দের এই বার্তাটি। গোসল টোসলের পর ফাহাদকে পীর সাহেবের কাছে আনা হলো। সালাম দিয়ে কোলাকুলি করলেন পীরসাহেব। ফু দিলেন চোখে বুকে। পাশে বসালেন। তারপর বললেন, ভাইজান আপনার পকেটের ফুল দুটি বের করুন তো। ফাহাদ তো অবাক, তার পকেটে ফুল আসবে কোত্থেকে? পীর সাহেবের ঠোঁটে একটা ভাংগা চাঁদ ঝুলে আছে।

www.pathagar.com

ফাহাদের আম্মা মনস্থির করে ফেলেছেন আর এখানে নয়। কুমিল্লা ফিরে যাবেন। আগে ছেলের নিরাপত্তা, পরে অন্যসব। ঘাটবাড়ির নৌকায় বিছানাপত্র পাতা হলো। পরদিন সকাল সকাল নৌকা ছাড়ল আশুগঞ্জের উদ্দেশ্যে। সেই আগের মতো কচুরিপানা ভেসে যাচ্ছে। তার উপর বসে আছে বক আরো কিসব পাখি। ঢেউয়ের আঘাতে ছোট ছোট মাছ লাফিয়ে উঠছে নৌকায়। দক্ষিণ পাড়াটা পিছনে ফেলতেই মেঘ। ওটা এখন পাড়ি দিতে হবে। দূরে দেখা যাচ্ছে রেলের পুলটি। ভৈরব ব্রিজ একটি রেলগাড়ি যাচ্ছে। বগিগুলো মনে হচ্ছে দেশলাইয়ের বাক্স। ফাহাদের আব্বা তখন বললেন, ঐ যে পুলটি দেখছ ওটি চালু হয়েছিল উনিশ 'শ সাইত্রিশ সালের ছ'ই ডিসেম্বর। উদ্বোধন করেছিলেন বৃটিশের ষষ্ঠ জর্জ। আমি তখন মেট্রিকে পড়ি। আর ঐ যে দেখছ তোমার ডান পাশের এলাকাটি, এটি এক সময় ছিল এই মেঘনা নদীর তলায় ঘুমে। আস্তে আস্তে ঘুম ভাঙল। জেগে উঠল বিশাল চর, মাছের পেটের মত। তখন এই চরের নাম দিল উলুকান্দির চর, নদী পাড়ের বাসিন্দারা। সেই উলুকান্দির চরই এখন ভৈরব বাজার। কত বড় নদী বন্দর। ফাহাদের চোখে তখন মুগিস সিমিন হুমাম ভোলা আর ফুলবাগান। আব্বার কথা তার এককান দিয়ে ঢুকছে

www.pathagar.com

আর অন্য কান দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। যদিও আর কোনদিন মুগিস আর ভোলাকে আগানগর গ্রামে দেখেনি কেউ। হঠাৎ একটা বড় ঢেউ আছড়ে পড়ল নৌকায়। ফাহাদ ভয়ে আঁতকে ওঠে। ফাহাদের আম্মা তো কেঁদেই ফেললেন একপ্রকার। দোয়া-দরুদ পড়া শুরু করলেন। ঘাটের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ঘাটবাড়ির নৌকা। আশুগঞ্জ থেকে ফাহাদরা কুমিল্লার দিকে রওয়ানা দেবে। সেখান থেকে সোজা অশোকতলার মজিদ খাঁর বাড়ি।

www.pathagar.com

সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স
৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০